শতবর্ষে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

ইতিহাস অর্জন ও শিক্ষা

(১৯১৭-২০১৭)

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

শতবর্ষে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব
ইতিহাস, অর্জন ও শিক্ষা

প্রকাশক
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
কেন্দ্রীয় কমিটি
২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৮২২০৬, ফ্যাক্স : ৯৫৫৪৭৭২
ই-মেইল : mail@spb.org.bd
প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০১৭
দ্বিতীয় সংস্করণ
মার্চ ২০১৮
ঢাকা, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ
আব্দুর রাজ্জাক রুবেল
মুদ্রণে
গ্রন্থিক মিডিয়া এইড সার্ভিস
১১০ আলিজা টাওয়ার (৪র্থ তলা), ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০২ ৭১৯১৭৪৭, ০১৬৭৬ ৩১৩৯৫৭, ই-মেইল: p.gronthik@gmail.com

মূল্য : ১০০ টাকা

ভূমিকা

১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর রাশিয়ায় দুনিয়া কাঁপানো, গোটা বিশ্বে সাড়া জাগানো বিপ্লব হয়েছিল। বিপ্লবটি ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। সমাজ বিকাশের ধারায় আদিম গোষ্ঠীসমাজ অতিক্রম করে দাস, সামন্ত ও পুঁজিবাদী সভ্যতা পরবর্তী অগ্রসর ধাপ সমাজতান্ত্রিক সভ্যতায় উত্তরণের মাধ্যমে সাম্যবাদে পৌঁছবার লক্ষ্যে ছিল এ বিপ্লব। পুঁজিবাদী সমাজঅভ্যন্তরে সমাজ রূপান্তরের তথা সমাজ বিপ্লবের উপাদান ও সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক যে সামাজিক চাহিদা তৈরি হয়েছিল তার তাত্ত্বিক রূপরেখা ও ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা বিজ্ঞান সম্মতভাবে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে হাজির করেছিলেন মহামতি কার্ল মার্কস ও তাঁর সহযোগী ফ্রেডারিক এঙ্গেলস ১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট ইশতেহারে। অর্থাৎ রুশ বিপ্লবের ৬৯ বছর আগে। তারপর থেকে পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত ধারা থেকে সচেতন সংগঠিত ধারায় বেগ পেতে থাকে। ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণি শোষণের সমাজ বদলের সংকল্পে ১৮৭১ সালে প্যারি কমিউন বিপ্লবের মাধ্যমে ৭২ দিন ক্ষমতা করায়ত্ত রেখেও ব্যর্থ ও পরাজিত হয়। সে ঘটনা থেকে জয়-পরাজয়ের শিক্ষা নিয়ে ৪৬ বছর পর কমরেড লেনিন বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লব সফল করেন। সেই সফল বিপ্লবের নাম অক্টোবর বিপ্লব। অক্টোবর বিপ্লব এই কারণে যে ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর দিনটি পুরানো রুশ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ছিল ১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবর। ২০১৭ সালের ৭ নভেম্বর সেই বিপ্লবের একশত বর্ষ পূর্তি হচ্ছে। সারা দুনিয়ার কমিউনিস্ট ও বাম-প্রগতিশীল শক্তিসমূহ গৌরবের সাথে এ দিনটি নানা মাত্রায় পালন করবে। তার অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও দলীয় ও যৌথভাবে এ দিবসকে ঘিরে নানা কর্মসূচি পালিত হবে। দেশবরেণ্য দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ভাষা সৈনিক জনাব আহমদ রফিক ও শিক্ষাবিদ জনাব অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী'র নেতৃত্বে শতবর্ষ পালন জাতীয় কমিটি গঠিত হয়েছে।

বস্তুজগতের ক্ষুদ্র কণা থেকে মহাবিশ্ব সবই গতিশীল; সমাজ জীবনও তার সবকিছু নিয়ে চলমান, পরিবর্তনশীল। সমাজ বিকাশের গতিধারায় শ্রেণিতে ভাগ করা ৩টি সভ্যতা : দাস, সামন্ত ও পুঁজিবাদী। আর শ্রেণি বিলুপ্তির পথে দুটি সভ্যতা–সমাজতন্ত্র ও শ্রেণিহীন সাম্যবাদ। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পর্যন্ত মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে, সাম্যবাদ এখনও সুদূরগামী, সমাজ বিকাশের অনিবার্য ঐতিহাসিক যৌক্তিক পরিণতি হিসাবে রয়েছে।

শ্রেণিবিভক্ত সভ্যতা থেকে শ্রেণিহীন সভ্যতায় যেতে হলে যে অন্তর্বর্তীকালীন সভ্যতা পার হতে হবে তার নাম সমাজতন্ত্র। সমাজে শ্রেণি সৃষ্টির মূলভিত্তি সমাজ সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানাসহ যত স্থূল-সূক্ষ্ম উপাদান কালে কালে সময়ে সময়ে আবির্ভূত, রূপান্তরিত ও বিকশিত হয়েছে তার সবকিছু নির্মূল করার দীর্ঘ ঐতিহাসিক পথ চলার অবিরাম সংগ্রাম বহাল রাখে সমাজতন্ত্র। শ্রেণি বিভক্তি থেকে শ্রেণিহীনে উত্তরণের এই যাত্রাপথে কোথায়ও থামলে বা পরবর্তী ধাপে অতিক্রমণে ব্যর্থ হলে সমাজতন্ত্র সাম্যবাদের লক্ষ্য হারিয়ে অতীতে ফেলে আসা পুঁজিবাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে চলতে চলতে পুঁজিবাদে ফিরে

যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের ঘটনা থেকে সে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। 'পাশাপাশি, পুঁজিবাদের অভিশাপ যেমন : বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি থেকে মুক্ত সমাজ-জীবনের চেহারা এবং উন্নত জীবনধারণের নিশ্চিত একটি ব্যবস্থা কেমন হয় তা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতে খুব নিকট থেকে দেখা যাচ্ছিল। আবার, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরেই অসাধ্য সাধনের বহু সাফল্যের অভিজ্ঞতা শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী আন্দোলনের চেতনাকে ঋদ্ধ করেছিল। এত সাফল্য অর্জন করার পরও সফলতার সামনে ও পেছনে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছিল বা লুকিয়ে ছিল সেই সব অনেক জটিল ব্যূহ ভেদ করতে না পারার জন্য যে ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা তাও অনেক বড় শিক্ষার খনি সম্পদরূপে আজকের বিপ্লবীদের সামনে উপস্থিত হয়েছে।' যার পূর্ণ অনুভব, উপলব্ধি ও শিক্ষাগ্রহণ এই শতবর্ষে জরুরি কর্তব্য হিসাবে দেখা দিয়েছে। এ শিক্ষা যত গভীর থেকে তুলে আনা যাবে ততই সমাজ বিপ্লবের ঐতিহাসিক চাহিদা পূরণের কর্তব্যকাজ গতি, শক্তি পাবে।

আজ বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থা চরম দেউলিয়াত্ব ও সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ সর্বত্রই বুর্জোয়া রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শাসন-প্রশাসন, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-চিকিৎসা, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা সবকিছু কালিমাখা খোলা চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে। যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টি, অস্ত্রব্যবসা বিস্তার, মধ্যপ্রাচ্য থেকে যুদ্ধের আগুনের লেলিহান শিখা সম্প্রসারণ, অপসংস্কৃতির প্রসার, ১% মানুষের হাতে ৯৯% মানুষের সম্পদ জমতে থাকা, বুর্জোয়াদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত এককালের ছুঁড়ে ফেলা আবর্জনা-জঞ্জালসমূহ যেমন : আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদ, ধর্মান্ধ জঙ্গিবাদ ইত্যাদি ইতিহাসের আস্তাকুঁড় থেকে আবার টেনে আনা—সবই চলছে বেপরোয়াভাবে। মানুষ, বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষ, শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্তি চায়, বিভ্রান্তির বাতাবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চায়। এ চাওয়া পূরণের দিশা অক্টোবর বিপ্লবের শিক্ষার মধ্যে রয়েছে। শ্রমিক শ্রেণি ও তাদের পার্টি এবং নেতৃত্বের সঠিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মধ্যে তা সাধিত হবে।

সমাজতন্ত্র উচ্চতর গণতন্ত্রে পরিচালিত একটি শাসন ব্যবস্থা। বুর্জোয়া শ্রেণি এর মূল তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক প্রায়োগিক দিক এর শ্রেণিগত উদ্দেশ্য লক্ষ্যকে আড়াল করে একে বিকৃতরূপে হাজির করে। বুর্জোয়া শাসনে পুঁজিবাদের স্থায়িত্ব রক্ষা ও বিকাশ সাধনে অর্থাৎ জনগণের নামে বাস্তবে মুষ্টিমেয় ৫ ভাগ শাসক-শোষক শ্রেণির স্বার্থে তাদের গণতন্ত্র কার্যকর রাখে। আর শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চেষ্টা রুখতে বুর্জোয়া শ্রেণি চালায় একনায়কত্ব—তা যে রূপেই প্রকাশ পাক। এমনকি পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যেই জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবি ও আন্দোলনের ওপরও চালায় স্বৈরাচারী নিপীড়ন। অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে গণতন্ত্র ৯৫ ভাগ শ্রমজীবী শোষিত সংগ্রামী মানুষের স্বার্থে শোষণহীন ব্যবস্থা তথা সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করতে ও এগিয়ে নিয়ে যেতে ক্রিয়াশীল হয়, পাশাপাশি এই ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টাকে প্রতিহত করতে শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বও চালু থাকে। এক কথায় উৎপাদন-বিলিবণ্টন এবং শাসন প্রশাসনের সকল

ক্ষেত্রে জনগণের প্রত্যক্ষ মতামতে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হলে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হয়। লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী শোষক বুর্জোয়া শ্রেণির কোন অংশ জনগণের উপর শোষণের প্রক্রিয়ায় শাসন চালাবে কয়েক বছর পর পর তার অনুমোদন নেওয়ার নামই বুর্জোয়া গণতন্ত্র। যেমন : ধরা যাক, একটি কারখানায় ৫ হাজার শ্রমিক কাজ করে, একজন ব্যক্তি বা ১টি পরিবার তার মালিক। এখন এই কারখানায় মূলধন, কাঁচামাল, গুণে-পরিমাণে পণ্য উৎপাদন, মজুরি ও মুনাফা, পণ্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা ও পরিচালনা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মতামত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন ভূমিকা থাকে না। লোহার মেশিনের পাশাপাশি মানব মেশিনগুলো কাজ করে যায়। কিন্তু সমাজতন্ত্রে কারখানা, ক্ষেত-খামার, প্রশাসনিক শাখা-প্রশাখা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সর্বত্র সংশ্লিষ্ট সকল কায়িক ও মানসিক শ্রমজীবীদের মতামতে ও সিদ্ধান্তে সেগুলি পরিচালিত হয়। এটাই নীতি। কোথায়ও লঙ্ঘিত হলে তা ব্যতিক্রম।

সমাজতন্ত্র শুধু জনগণের ক্ষমতায়নের গণতন্ত্রই প্রতিষ্ঠা করেনি। বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরও অনেক অসংগতি দূর করতে সহায়তা করেছে। যেমন : ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের আগে পর্যন্ত গণতন্ত্রের সূতিকাগার দাবিদার ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় অর্ধেক জনসংখ্যা নারীদের ভোটাধিকার ছিল না। ১৯২০ সালে ও ১৯২৮ সালে এই দুই দেশে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। পুঁজির কাছে সমর্পিত মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ যেমন : অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কাজকে মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার হিসেবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের লগ্নেই স্বীকৃতি দিয়ে নিশ্চিত করা হয়েছিলো। পুঁজিবাদে তা সম্ভব নয় সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রের প্রভাবে এবং বিপ্লবের আঘাত থেকে পুঁজিবাদকে রক্ষা করার তাগিদে কিছু কিছু জনকল্যাণমূলক সংস্কারও তাদের করতে হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা ভেঙে পড়া ও দুর্বল হওয়ার প্রেক্ষিতে এখন সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলো—সেগুলো গুটিয়ে নিচ্ছে ক্রমাগত। শোষণ থেকে শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির দৃষ্টান্তই শুধু নয়; শ্রমিক শ্রেণির হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা চলে যাওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবাত্মক সংগ্রামের গতিকে শ্লথ করা ও পুঁজিবাদের দীর্ঘায়ু সাধনের লক্ষ্যে রুশ বিপ্লবের দুই বৎসর পর ১৯১৯ সালে মালিক, শ্রমিক, সরকার দর কষাকষির প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন হিসেবে তারা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও প্রতিষ্ঠা করে। শ্রমিক শ্রেণির ট্রেড ইউনিয়ন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মেনে নেয়। যদিও এখন তাদের অনুসৃত নীতির বেশির ভাগ স্বীকৃত বিধানাবলিই কোন দেশের বুর্জোয়া শ্রেণি পালন করে না। শিক্ষা-সংস্কৃতি, গবেষণাসহ বহু ক্ষেত্রে অগ্রগতি বিশেষ করে; মানবসম্পদের মর্যাদা ও উন্নয়ন তথা মানুষের মানুষ হয়ে উঠার পথ এতটাই বিস্তৃত হয়েছিলো যা অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে অনেক বুর্জোয়া মনীষী বুদ্ধিজীবীরা সমাজতন্ত্রের গুণগান করেছেন। উদারপন্থি পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালিত ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কিছু মালমসলা নিয়ে অন্নব্যঞ্জনের চেষ্টাও বহু বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ করে গেছেন। ফলাফল : দিনের শেষে বুর্জোয়াদের ঘরেই জমা পড়েছে। তাই রুশ বিপ্লবের শিক্ষা নিয়ে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার নিরিখে আজ প্রয়োজন বিপ্লবী আন্দোলনকে পুনর্গঠিত ও বিন্যস্ত করা; যাতে বিপ্লবী সংগ্রামের গতি বৃদ্ধি পায়। জনগণ আশার আলো

দেখতে পায়। আমাদের দল থেকে আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে করণীয় হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয় তুলে ধরেছিলাম–

১। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি প্লাটফর্ম আন্তর্জাতিক-আঞ্চলিক ও জাতীয় পরিসরে গড়ে তোলা ২। বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী দলসমূহের মধ্যে মতবাদিক বিতর্ক ও নিজ নিজ সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে একটি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে–আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় ফোরাম গড়ে তোলা ৩। কর্পোরেট পুঁজির হাত থেকে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনকে রক্ষা ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক ও জাতীয়ভাবে শ্রমিক সংহতি সংস্থা গড়ে তোলা। এরই অনুরূপ কৃষক সংহতি সংস্থা গড়ে তোলা ৪। সামরিক ব্যয়, অস্ত্রবাণিজ্য বন্ধ, যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলনে ও সর্বজনীন শিক্ষা-স্বাস্থ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ছাত্র সংহতি গড়ে তোলা। একইভাবে আন্তর্জাতিক নারী সংহতি, পেশাজীবী সংহতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। সে লক্ষ্য পূরণে রুশ বিপ্লবের শতবর্ষে আমরা বিশ্বের সকল কমিউনিস্ট, বাম প্রগতিশীল দল ও শক্তিসমূহের প্রতি পুনরায় আহ্বান রাখছি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা ও গণআকাঙ্ক্ষা রুশ বিপ্লবের শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়া বাধা পুঁজিবাদের শৃঙ্খল থেকে মানুষের মুক্তির দিশা যোগাবে বলে আমরা আশা করি।

রুশ বিপ্লবের শতবর্ষে আজকের প্রজন্মের কাছে ও বাম প্রগতিশীল মানুষের কাছে রুশ বিপ্লবের পটভূমি ও তার আনুপূর্বিক ইতিহাসের একটা সাধারণ চিত্র তুলে ধরার প্রয়াসে আমরা এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করছি। আমরা সর্বস্তর ও মহলের কাছ থেকে মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

খালেকুজ্জামান
তারিখ : ১৫ জুলাই ২০১৭ ইং
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কমিটি

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

গত বছর ২০১৭ সালের ৭ নভেম্বর ছিল মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একশত বর্ষ পূর্তি। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষ এবং কমিউনিস্ট-বামপন্থি পার্টিসমূহ বছরব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করেছে। বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশিত হয়েছে। মানবজাতির ইতিহাসে অক্টোবর বিপ্লব এক মহান অর্জন। এই বিপ্লব মানবসভ্যতাকে এক সুউচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। বর্তমানে ও ভবিষ্যতে শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির সংগ্রাম এগিয়ে নেয়া, বেগবান করা ও সফল করতে অক্টোবর বিপ্লবের শিক্ষা মানবজাতিকে পথ দেখাবে। মানব ইতিহাসের এই অনন্যসাধারণ ঘটনা একদিনে হঠাৎ ঘটেনি। এর পেছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট এক অগ্রসর দর্শন চিন্তা, রয়েছে সেই মতাদর্শেরভিত্তিতে নিরন্তর সংগ্রাম ও সংগঠন গড়ে তোলে আন্দোলন পরিচালনার ইতিহাস। যা আমাদের জানা অত্যন্ত জরুরি। ইতিহাসের সেই শিক্ষাকে যেমন জানতে হবে, তেমনি অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের যে বিশাল অর্জন মানব জাতি করেছিল তাও নব প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা আবশ্যক। আবার এত বড় অর্জন যে সঠিক নীতি পদ্ধতিতে ও নেতৃত্বে পরিচালিত না হলে বিপর্যস্ত হয় তারও এক দৃষ্টান্ত সোভিয়েতব্যবস্থা পতনের মাধ্যমে বিশ্ববাসী-শ্রমজীবী মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে।

ফলে সমাজতন্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের সঠিক কারণ অনুধাবন ছাড়াও আজকে শোষণ মুক্তির সংগ্রাম এগিয়ে নেয়া যাবে না।

এ প্রেক্ষিতেই বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের পক্ষ থেকে অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষের প্রাক্কালে ২০১৭ সালের জুলাই মাসে 'শর্তবষে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব-ইতিহাস-অর্জন ও শিক্ষা' শিরোনামে পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। যাতে নতুন প্রজন্মের মানুষ অক্টোবর বিপ্লবের সঠিক ইতিহাস, তাঁর অর্জনসমূহ ও তা থেকে শিক্ষা নিয়ে সংগ্রামের পথ রচনা করতে পারে এই প্রত্যাশায়।

প্রকাশনাটি পাঠক মহলে বেশ সমাদৃত হয়েছে এবং দ্রুত নিঃশেষ হওয়ায় বিভিন্ন মহল থেকে পুনরায় প্রকাশের তাগিদ থেকে পুস্তিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংকলণে 'রাশিয়ায় শ্রমিক আন্দোলনের যাত্রা' উপশিরোনামটি পরিবর্তন করে 'রাশিয়ার প্রাক-বিপ্লব পরিস্থিতি, বিপ্লবী আন্দোলন এবং মার্কস-এঙ্গেলস' এই শিরোনামে নতুন করে লেখা হয়েছে।

একই সাথে 'সংশোধনবাদের অভ্যুত্থান এবং সোভিয়েতের পতন' উপশিরোনামে সংশোধনবাদ অনুপ্রবেশ করার আরও কিছু কার্যকারণসহ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপ এবং স্তালিন পরবর্তী নেতৃত্বের পদক্ষেপ কীভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করতে করতে ভেঙে ফেললো তার বিবরণ যুক্ত করা হয়েছে। আশা করি পুস্তিকাটি সমাজতন্ত্রের আন্দোলনে যুক্ত কমিউনিস্ট-বামপন্থি আন্দোলনের কর্মীদেরকে সঠিক ইতিহাস জানতে এবং সংগ্রামের দিক দিশা দিতে একটা ভূমিকা রাখবে।

মার্চ ২০১৮ ইং, ঢাকা
ধন্যবাদান্তে
খালেকুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক, বাসদ, কেন্দ্রীয় কমিটি

শতবর্ষে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব
ইতিহাস, অর্জন ও শিক্ষা

পটভূমিকা

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোকে সমাজ বিকাশের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যখন কার্ল মার্কস উপস্থিত করলেন তখন তিনি দেখালেন যে, সমাজ বিকাশের ইতিহাস হলো 'উৎপাদন' বা 'উৎপাদন পদ্ধতি' বিকাশের ইতিহাস। উৎপাদন পদ্ধতির একটি দিক হলো উৎপাদিকা শক্তি। উৎপাদনের জন্য যে হাতিয়ার ব্যবহার করা হয় এবং তার সাথে যে মানুষ তাঁর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়, এই দুইয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে উৎপাদিকা শক্তি। মার্কস বললেন-

'উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষ শুধু প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করে না, একজন আর একজনের সাথেও ক্রিয়া করে। ... উৎপাদন করার জন্য মানুষ একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং শুধুমাত্র এই সামাজিক যোগাযোগ ও সম্পর্কের ভেতরে থেকেই প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করলে উৎপাদন সংঘটিত হয়।' (মার্কস ১৮৪৯ পৃ-১৫৯)

ফলে, উৎপাদন বা উৎপাদন পদ্ধতির অন্য আর একটি দিক হলো—'উৎপাদন সম্পর্ক'। কিন্তু, উৎপাদনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো তা ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে বিকশিত হয়, আর এই বিকাশ শুরু হয় উৎপাদনের হাতিয়ারের উন্নতির মধ্য দিয়ে, যার ফলে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। যদিও উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্ক একে অপরের সাথে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে যুক্ত থাকে, একে অপরকে প্রভাবিত করে। উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির সাথে উৎপাদন সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়। তার সাথে সমাজব্যবস্থারও পরিবর্তন আসে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা স্টিম ইঞ্জিনের পাশাপাশি আবিষ্কার করে যান্ত্রিক তাঁত (power loom), ঘূর্ণন যন্ত্র (spinning machines) এবং অন্যান্য নানা যান্ত্রিক প্রযুক্তি। এই সব আবিষ্কার উৎপাদিকা শক্তির ক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে এবং বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তিকে প্রয়োগ করে বিপুল পরিমাণে শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। সূচনা ঘটে শিল্প-বিপ্লবের। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে ইংল্যান্ডে এই শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইতিহাসে সর্বপ্রথম

বিপুলাকারে সর্বহারা শ্রেণির উৎপত্তি ঘটে। শিল্প বিপ্লব শুরু হওয়ার আগে দক্ষ কারিগররা ছোট ছোট যন্ত্র, যেমন : হস্তচালিত তাঁত ইত্যাদি, দিয়েই উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। নব উদ্ভাবিত যন্ত্র এবং সেই যন্ত্র চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ শক্তির যোগানদাতা হিসাবে স্টিম ইঞ্জিনের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ না করে এই উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। এই কারণে সমাজে সঞ্চিত বড় পুঁজির মালিকদেরই একমাত্র উৎপাদনের কাজে এই সব যন্ত্র ব্যবহারের সক্ষমতা ছিল। এইসব নব আবিষ্কৃত যন্ত্রের ব্যবহারে উৎপাদিকা শক্তি বহুগুনদ্ধি পেয়ে গোটা উৎপাদন ব্যবস্থাকেই আমূল পরিবর্তন করে ফেলল। ফলস্বরূপ, এর আগে পর্যন্ত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ছোট ছোট হাতিয়ারের মালিক হিসাবে যে সমস্ত দক্ষ কারিগররা সংযুক্ত ছিলেন তাদের আর এই নতুন উৎপাদন যন্ত্র বা হাতিয়ারের উপর কোন অধিকার থাকল না। প্রথমে বয়ন শিল্প দিয়ে শুরু হয়ে এই প্রক্রিয়া অচিরেই অন্যান্য ক্ষেত্র, যেমন ধাতুশিল্প, মৃৎশিল্প (pottery), খনিজ পদার্থ আহরণ ইত্যাদি, ক্ষেত্রেও দ্রুত প্রসার লাভ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই শিল্প বিপ্লবের সূচনায় যে হাজার হাজার গ্রামীণ ভূমিহীন মানুষকে শিল্পে নিযুক্ত করা হলো, তাদের মধ্য থেকেই নতুন শ্রেণি হিসাবে উপস্থিত হলো সর্বহারা শ্রেণি—বেঁচে থাকার জন্য একমাত্র কায়িক শ্রম বিক্রি করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় তাদের থাকল না। এই নতুন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মজুর শুধুমাত্র উৎপাদনের হাতিয়ারের উপর তাঁর মালিকানার অধিকার হারালো তাই নয়, তার সাথে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কথা এঙ্গেলস বলেছেন। আগে উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় একজন দক্ষ কারিগর একটি পণ্য তৈরি করার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সংযুক্ত থাকত। শুধু তাই নয়, উৎপাদনের সাথে যুক্ত থাকত কারিগরের মেধা, মনন ও সৃষ্টির আনন্দ। তার পরিবর্তে এখন একজন শ্রমিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত হতে থাকল কেবলমাত্র পণ্যের কোন একটি বিশেষ অংশ বারংবার উৎপাদনের জন্য, অর্থাৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম বিভাজন ঘটল অভাবনীয় আকারে।

এই শ্রম বিভাজনের কারণে একজন শ্রমিকের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে আর সৃজনশীলভাবে যুক্ত থাকার কোন সম্ভাবনা থাকল না। বরং এই শ্রমদান ছিল একঘেয়ে, আনন্দহীন ও একই কাজের যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি। কিন্তু এই শ্রম বিভাজন প্রক্রিয়ায় ফ্যাক্টরিব্যবস্থা পুঁজির মালিকদের জন্য ছিল একেবারে আদর্শ স্থানীয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অনেক বেশি গতি আনা সম্ভব হলো অর্থাৎ দ্রুত ও বিপুল পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হলো, উৎপাদন খরচ কমানো গেলো বহুলাংশে এবং পণ্যের মানের উন্নতিসাধন সম্ভব হলো। পূর্বে গিল্ডব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল যে শিল্পোৎপাদনের পরিকাঠামো ছিল তাকে সরিয়েই হস্তশিল্প কারখানার মধ্য

দিয়ে এক প্রকার মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমাজে গড়ে উঠেছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিই গিল্ডকর্তাদের সমাজ থেকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল। এই নব্য ও আধুনিক বুর্জোয়ারা সেই হস্তশিল্পের মালিকদের সরিয়ে নিয়ে এলো নতুন ফ্যাক্টরিব্যবস্থা। স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তি কারিগরের পণ্য উৎপাদনের কুটির শিল্প থেকে শুরু করে হস্তশিল্পগুলোও (handicrafts) পুঁজি বিনিয়োগের ফ্যাক্টরিব্যবস্থার আওতায় চলে আসতে থাকল দ্রুত এবং সেই অনুসারে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অধিক মাত্রায় শ্রম বিভাজন ঘটতে থাকল।

এঙ্গেলস এই সম্পর্কে লিখেছেন—'এই প্রক্রিয়া আরো বেশি মাত্রায়, বিশেষত : ক্ষুদ্র হস্তশিল্পে নিযুক্ত পুরানো মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের ধ্বংস করে ফেলল; মজুরদের অবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে ফেলল; এবং দুটি নতুন শ্রেণির জন্ম দিল যারা ধীরে ধীরে অন্যদের গিলে ফেলল। এরা হলো :

(১) বড় পুঁজির মালিক, যারা সমস্ত সভ্য দেশগুলোতে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনের উপায়, উপকরণ (যথা, যন্ত্রপাতি বা কারখানা ইত্যাদি) ও রসদ ইতিমধ্যেই প্রায় নিজেদের একচ্ছত্র অধিকারে নিয়ে এলো। এরা হলো বুর্জোয়া শ্রেণি বা বুর্জোয়া।

(২) বুর্জোয়াদের অনুগৃহীত সম্পূর্ণভাবে সম্পত্তিহীন ভিন্ন একটি শ্রেণি যারা জীবনধারণের বিনিময়ে বুর্জোয়াদের কাছে শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এরাই সর্বহারা শ্রেণি বা সর্বহারা।' (এঙ্গেলস ১৮৪৭, পৃ-৮২)

এই নব উদ্ভূত সর্বহারা শ্রেণির জীবনযাপনের মান ছিল অবর্ণনীয়। বুর্জোয়াদের নির্দয় শোষণ নিপীড়নের কারণে সর্বহারা বা শ্রমিক শ্রেণির দুর্দশার কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। চার্লস ডিকেন্সসহ অনেকের গল্প-উপন্যাসে এই সময়ের নির্দয় সমাজের চিত্র ধরা আছে। সেই সময়ের ইতিহাসের বর্ণনাতেও জনজীবনের যে ভয়াবহতার কথা আমরা পাই তা হলো এই রকম :

'কারখানায় কাজ করা পুরুষদের অবস্থাকে যদি খারাপ বলি, তাহলে নারী ও শিশুদের অবস্থা ছিল সীমাহীন নিকৃষ্ট। খনিতে নারী এবং যুবতীরা শুধুমাত্র লম্বা পায়জামা (wearing only trousers) পরা থাকত এবং কোমরে থাকত বেল্ট যা থেকে একটা শিকল দুই পায়ের মাঝখান থেকে গলিয়ে বাঁধা থাকত যা কিনা তাদের ট্রাকে টেনে তুলতে ব্যবহার করা হতো। সপ্তাহে মাত্র তিন শিলিং মজুরির বিনিময়ে কারখানায় দৈনিক পনেরো, ষোল এবং এমন কি আঠারো ঘণ্টা ছিল তরুণ বালক-বালিকাদের কাজের সময় এবং তাঁরা শুধুমাত্র বারো বা তেরো বছর বয়সের শিশু ছিল না, তাদের মধ্যে ছিল পাঁচ বা ছয় বা তার উপরের বয়সের অসহায়, অবোধ গরিব শিশু। আজকের দিনে একজন মানুষের জীবনের মুখ্য সময়ে এত ঘণ্টা কাজের

সময় অসম্ভব বলে নিন্দিত হবে; কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পূর্ণ স্বাধীনতার সময়ে শ্রমে নিয়োজিত ব্রিটিশ নর-নারী, এবং শিশুদের সাথে ভারবাহী পশুদের থেকেও নিকৃষ্ট আচরণ করা হতো। কাজের জায়গায় বেতের বাড়ি, চাবুক, এবং অন্যান্য বিভিন্ন নির্দয় উপায়ে তাদের জাগিয়ে রাখা হতো। কাজ থেকে ছাড়া পেলে টলমল পায়ে তাঁরা বাসার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করত ঠিকই, কিন্তু শরীরে আর কোন জীবনী শক্তি অবশিষ্ট থাকতো না বলে পথের ধারের গর্তে গড়িয়ে পড়ে ঘুমিয়ে থাকত। মূর্খ এবং কপর্দক শূন্য শিশুরা ছিল আইনসম্মত যন্ত্রের খাদ্য এবং এই কারণে এটা খুব কম আশ্চর্যের বিষয় যে এই সব হতভাগ্য গরিব মানুষগুলোর মৃত্যুর হার ছিল ভয়ঙ্কর রকম বেশি। অভিভাবকের আশ্রয় ও দেখভালের বাইরে সর্বস্বান্ত এই সব মানুষগুলো নর-নারী নির্বিশেষে যে ধরনের অত্যন্ত অনৈতিক ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গাদাগাদি করে জীবনপাত করত, তাতে এটাই স্বাভাবিক ছিল যে এই সমস্ত শিশুরা খারাপ অভ্যাসের শিকার হবে এবং পর্যায়ক্রমে তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে অধঃপতন এমনই শোচনীয় মাত্রায় দেখা যেত যা থেকে তাঁরা বেড়ে উঠত পঙ্কিল, বেহিসাবি জীবনে অভ্যস্ত এবং শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে। ন্যূনতম প্রতিবাদ ছাড়াই খ্রিস্টান ইংল্যান্ড প্রায় অর্ধ শতাব্দী সময়কাল এই অবস্থাকে সহ্য করেছে।' (মারখাম ১৯৩০, পৃ-৩)

এই সমস্ত বর্ণনা কোন সমাজতন্ত্রী বক্তার শ্রোতাদের করুণাসিক্ত অশ্রুবারি দেখার জন্য বলা নয়। তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন রিপোর্ট, যেমন Report of the Committee on Factory Children's Labour (1831-2), Report of a Royal Commission (1842) ev Report on Trades and Manufacture (1843) ইত্যাদিতে যে সব তথ্য দেওয়া আছে, তার ভিত্তিতেই এই বর্ণনা এখানে লেখক তুলে ধরেছেন।

'ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা' শিরোনামে ১৮৪৫ সালে এঙ্গেলস একটি বই লেখেন। একুশ মাস ধরে ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে ঘুরে ঘুরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাদের দুরবস্থার কথা তিনি এই বইতে বর্ণনা করেন। নিজস্ব অভিজ্ঞতার সাথে সাথে তৎকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত নানা প্রতিবেদন, সরকারি নথিপত্র, দলিল ইত্যাদি থেকে বাস্তব পরিস্থিতির যে বিবরণ তিনি তুলে ধরেন তা পাঠ করলে শিহরিত হতে হয়। লন্ডন নগরীর হোয়াইট চ্যাপেল এবং বেথনাল গ্রিন ছিল শ্রমিকদের সবচেয়ে ঘনবসতি অঞ্চল। সেখানকার শ্রমিকদের থাকবার অবস্থা সম্পর্কে তিনি একজন পাদরির বর্ণনা তুলে ধরেছেন :

'এখানে বাস করে ১২০০০ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ২৭৯৫টি শ্রমিক পরিবার ১৪০০ ঘরে। এই বিপুল সংখ্যার মানুষ যে স্থানে বাস করে তার পরিমাণ ৪০০ বর্গ গজের চেয়েও কম এবং এটা খুব বিরল ঘটনা নয় যে যদি দেখা যায় একজন শ্রমিক

তার স্ত্রী, চার বা পাঁচ জন সন্তান এবং কখনও কখনও দাদা-দাদিসহ থাকা-খাওয়া ও কাজকর্মের জন্য ব্যবহার করছে দশ বা বারো বর্গ ফুটের একটি ঘর।' নটিংহ্যাম, শেফিল্ড, বার্মিংহ্যাম, ডার্বি, গ্লাসগো সর্বত্রই ছিল একই চিত্র। সরকারি কমিশনার জে. সি. সাইমন্সের তদন্ত প্রতিবেদনের একটি অংশ উদ্ধৃত করে এঙ্গেলস বুঝিয়েছেন শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থার কথা : 'আমি ইংল্যান্ডে এবং বিদেশে মানুষের নিকৃষ্টতম অধঃপতিত অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি, কিন্তু কোন একটি সভ্য দেশে এত বিপুল পরিমাণ আবর্জনা, অপরাধ, দুর্দশা, এবং অসুখ থাকতে পারে তা গ্লাসগোর গলিতে না গেলে বিশ্বাস করতাম না। নিচের থাকবার বাড়িগুলোর মেঝেতে পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে বিভিন্ন বয়সের দশ, বারো বা কখনও কখনও বিশজন মানুষ প্রায় নগ্ন হয়ে ঘুমিয়ে থাকে। এগুলো সাধারণত এতটাই নোংরা, স্যাঁতস্যাঁতে এবং ভাঙাচোরা যে, কোন মানুষ ঘোড়াকেও রাখার জন্য আস্তাবল করবে না।' (এঙ্গেলস ১৮৪৫, পৃ-২৯)

সমাজতন্ত্রের ধারণার জন্ম

জনজীবনের এই ভয়ঙ্কর ও অবর্ণনীয় দুর্দশা, দুঃখ-কষ্টের কারণে জনমনে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবেই অসন্তোষ গড়ে উঠতে থাকে। তাছাড়া সমাজের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণির পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘাতও ছিল অনিবার্য। নব উত্থিত বুর্জোয়া ও দুর্দশাক্লিষ্ট শোষিত মজুর শ্রেণির পাশাপাশি ক্ষমতা হারানো সামন্ত অভিজাত শ্রেণিও এর মধ্যে ছিল। ক্ষমতা হারানো অভিজাত শ্রেণিরা, বিশেষত ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরোধিতা করতে এবং নিজেদের পুরনো ক্ষমতা ফিরে পেতে মজুরদের দুর্দশার অবস্থার বর্ণনাকেই হাতিয়ার করেছিল।

'নিজেদের ঐতিহাসিক অবস্থানের কারণেই ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের অভিজাতদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে প্রচারপত্র (pamphlets) রচনা করা। ...সহানুভূতি উদ্রেকের জন্য অভিজাত শ্রেণি আপাতদৃষ্টিতে নিজেদের স্বার্থের দিকে না তাকাতে এবং শুধুমাত্র শোষিত শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অভিযোগ খাড়া করতে বাধ্য হয়েছিল। এইভাবে অভিজাতরা নিজেদের নতুন প্রভুদের নিয়ে ব্যঙ্গ-গাঁথা গেয়ে এবং আসন্ন প্রলয়ের অলক্ষুণে ভবিষ্যৎ বাণী প্রভুদের কানে কানে গুঞ্জন করে প্রতিশোধ নিতে থাকল। এইভাবে উদয় হলো সামন্ত সমাজতন্ত্রের : অর্ধেক বিলাপ, অর্ধেক ব্যঙ্গ; অর্ধেক অতীতের প্রতিধ্বনি, অর্ধেক ভবিষ্যতের শাসানি; কখনো সখনো এদের তিক্ত, রসাত্মক ও সুতীক্ষ্ম সমালোচনা বুর্জোয়াদের মর্মে গিয়ে আঘাত করত ঠিকই, কিন্তু আধুনিক ইতিহাসের অগ্রগতি উপলব্ধি করতে না পারার সর্বাঙ্গীণ অক্ষমতার কারণে ফল হতো সর্বদাই হাস্যকর।' (মার্কস-এঙ্গেলস ১৮৫০, পৃ-৭৭)

মার্কস-এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ইশতেহারে দেখিয়েছেন যে, সামন্ত অভিজাতরা ছাড়াও আরও কোন কোন শ্রেণি এই বুর্জোয়াদের উত্থানের কারণে অস্তিত্বের সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল মধ্যযুগের এক বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণি (medieval burgesses) যাঁরা থাকত শহরে এবং একমাত্র তাঁরাই পূর্ণ নাগরিকত্বের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করত। এ ছাড়া গ্রামীণ অঞ্চলে ছিল সামান্য ভূসম্পত্তির অধিকারী ক্ষুদ্র কৃষকেরা। নব্য বুর্জোয়ারা যদিও এই সব শ্রেণি থেকেই বিকশিত হয়েছিল, তথাপি যে সমস্ত দেশ শিল্প-বাণিজ্যে ততোটা অগ্রসর হতে পারেনি, সেই সমস্ত দেশে নব্য বুর্জোয়াদের পাশাপাশি এই দুই শ্রেণিরও অলস অস্তিত্ব বজায় ছিল। আবার, যে সমস্ত দেশে বুর্জোয়া ব্যবস্থা পূর্ণ বিকশিত হয়েছে ইতিমধ্যেই, সেই সমস্ত দেশে বুর্জোয়া ও সর্বহারাদের মাঝখানে দোদুল্যমান সুবিধাভোগী এক নতুন শ্রেণির জন্ম হয়েছিল—যাদেরকে অভিহিত করা হয়েছে পাতি-বুর্জোয়া বলে। এই পাতি-বুর্জোয়ারাও নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার বিষয়ে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকত। কারণ তারাও ভবিষ্যতের এমন দিন দেখতে পাচ্ছিল, যখন তাদের আর কোন স্বাধীন অস্তিত্ব থাকবে না। এই মধ্যবর্তী, দোদুল্যমান, সুবিধাভোগী অবস্থান থেকে একদল বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরোধিতা করতে শ্রমিক শ্রেণির দুর্দশাকে হাতিয়ার করে এক প্রকার সমাজতন্ত্রের ধারণা—'পাতি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র'—জন্ম দিয়েছিল, ফ্রান্সের সিসমন্ডি যাদের গুরু ছিলেন।

ফ্রান্সের এই সমাজতান্ত্রিক ধারণা যখন জার্মানিতে গিয়ে পৌঁছাল, তখনও সেখানে বুর্জোয়ারা ক্ষমতা দখল করতে পারেনি, বরং সামন্ত স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ারা সবে তাদের লড়াই শুরু করেছে। ইতিহাসের অগ্রযাত্রার কোন বিজ্ঞানসম্মত ধারণা না থাকায়, জার্মানির দার্শনিক ও ভাবুকরা ফ্রান্স থেকে আসা সমাজতন্ত্রের ধারণার সাথে নিজেদের মনগড়া ধারণা যুক্ত করে প্রচার করতে থাকল 'খাঁটি সমাজতন্ত্র' বা 'জার্মান সমাজতন্ত্র' বলে। বরং, স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলো এই সমাজতন্ত্রের প্রচার-পুস্তিকায় লেখা বুর্জোয়াদের সম্পর্কে কঠোর সমালোচনাগুলোকে এই সুযোগে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াইতে কাজে লাগিয়েছিল। এই সমস্ত সমাজতন্ত্রের ধারণাগুলোকেই মার্কস-এঙ্গেলস উল্লেখ করেছেন 'প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্র' বলে।

অন্যদিকে, বুর্জোয়াদের মধ্যে একটা অংশ আবার বুর্জোয়া ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই জনজীবনের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের কথা বলতে শুরু করেছিল। এঁরা জন্ম দেয় আর এক ভিন্ন জাতের সমাজতন্ত্রের ধারণা, যাকে মার্কস-এঙ্গেলস উল্লেখ করেছেন 'রক্ষণশীল' বা 'বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র' বলে। প্রুঁধো *দারিদ্রের দর্শন (Philosophie de la Misère)* বই প্রকাশ করে হয়ে উঠেছিলেন যার প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্র। এদের দর্শন অনুযায়ী 'অবাধ বাণিজ্য, শ্রমিক শ্রেণির

সুবিধার্থে। সংরক্ষণশীল শুল্ক, শ্রমিক শ্রেণির সুবিধার্থে। কারাগারের সংস্কার, শ্রমিক শ্রেণির সুবিধার্থে। বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের এটাই শেষ এবং একমাত্র অর্থবহনকারী গুরুত্বপূর্ণ কথা। এক বাক্যে সারকথা হলো : বুর্জোয়ারা বুর্জোয়াই–শ্রমিক শ্রেণির সুবিধার্থে।' (মার্কস-এঙ্গেলস, ১৮৫০ ক, পৃ-৮৮)

সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে, ওয়েন প্রমুখ হাজির হয়েছিলেন অন্য আর এক সমাজতন্ত্রের ধারণা নিয়ে যা ছিল 'ইউটোপিয়ান'। এরা প্রচার করত এমন এক সমাজতন্ত্রের দর্শন যা নাকি সমাজের সকল শ্রেণির অবস্থা উন্নত করবে এবং সেই সমাজতন্ত্রের জন্য তাঁরা আবার শাসক শ্রেণির কাছে আবেদন করত। এঁরা ছিল এক শান্তিপূর্ণ পথের দিশারি এবং সমস্ত প্রকার বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার ঘোরতর বিরোধী।

সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানসম্মত পথের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে তাঁরা দেখতে পাননি। সমাজতন্ত্র কোন কাল্পনিক আকাঙ্ক্ষা, নৈতিক তাড়না বা কোন ব্যক্তির সদিচ্ছাপ্রসূত সমাজ ব্যবস্থা নয়। এই সমস্ত অবৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক ধারণার বিরুদ্ধে মার্কস-এঙ্গেলস ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত ও বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যার সাহায্যে দেখালেন কেন এবং কীভাবে বুর্জোয়ারা যে সর্বহারাদের জন্ম দিয়েছে তারা শ্রেণি হিসাবে ভবিষ্যৎ ইতিহাসে শোষণহীণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনের নিয়ামক শক্তি হিসাবে সমাজে আবির্ভূত হয়েছে। তাঁরা দেখালেন এর আগে যতবার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন হয়েছে তাতে এক শোষক শ্রেণির ক্ষমতা লোপ করে শোষক হিসাবে অন্য এক শ্রেণি ক্ষমতা দখল করেছে। সমাজের পরিবর্তন হলেও শোষণের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। এইবার, ইতিহাসে এই প্রথম পুঁজি, সম্পত্তি বা উৎপাদনের হাতিয়ারের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার বিলোপ করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা হবে সমাজতন্ত্র কায়েমের মধ্য দিয়ে। তাঁরা বললেন—'পুঁজিপতি হয়ে ওঠা শুধুমাত্র কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, পুঁজিপতি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একটি সামাজিক অবস্থান। পুঁজি একটি যৌথ সৃষ্টি, শুধুমাত্র অনেক মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, তাই বা কেন, শেষ বিচারে সমাজের সকল মানুষের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগেই পুঁজিকে কাজে লাগাতে পারা যায়।'

পুঁজি তাই শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয়, একটি সামাজিক শক্তি

এই কারণে পুঁজিকে যখন সাধারণ সম্পত্তিতে, সমাজের সকল সদস্যের সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়, তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করা হয় না। সম্পত্তির যে সামাজিক বৈশিষ্ট্য সেটার রূপান্তর ঘটে। তার শ্রেণি চরিত্র লোপ পায়।' (মার্কস-এঙ্গেলস ১৮৫০ খ, পৃ. ৬৩-৬৪)

সমস্ত রকম মেকি, অবৈজ্ঞানিক ও ইউটোপিয় সমাজতান্ত্রিক দর্শনের বিভ্রান্তির সাথে মতবাদিক সংগ্রামে জয়যুক্ত হয়ে ইতিহাসে মার্কস এবং এঙ্গেলসের হাত ধরে যথার্থ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তত্ত্ব ও দর্শন শ্রমিক শ্রেণির করায়ত্ত হয়েছিল। রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণি কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে এই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিল নভেম্বর বিপ্লব সফল করে সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

রাশিয়ার প্রাক-বিপ্লব পরিস্থিতি, বিপ্লবী আন্দোলন এবং মার্কস-এঙ্গেলস

মার্কস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *দাস ক্যাপিটাল*-এর প্রথম খণ্ডে পুঁজিবাদের বিকাশের নিয়ম বিশ্লেষণের জন্য শিল্পোন্নত পুঁজিবাদের আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন মূলত ইংল্যান্ডকে। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে আলোচনার পর্যায়ে তিনি রাশিয়া ও আমেরিকার অর্থনৈতিক বিকাশের ইতিহাসের প্রতি খুব আগ্রহী হয়ে ওঠেন। জার শাসিত রাশিয়া ছিল ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় তো বটেই, সার্বিকভাবেই পিছিয়ে পড়া দেশ। উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকেও ভূমিদাসত্বের উপর ভিত্তি করে জমিদারি ব্যবস্থাই ছিল অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য, কল ও কারখানা ছিল হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র। ১৮৬১ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের পর জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের সম্ভাবনা প্রতিহত করতে স্বৈরাচারী শাসক জার দাস প্রথা বিলোপ করতে একরকম বাধ্য হয়। এই সুযোগে ইউরোপের সংবাদ মাধ্যম, মার্কস-এঙ্গেলসের ভাষায় প্রতিক্রিয়ার দুর্গ ('gendarme of European reaction') হিসাবে বিবেচিত রাশিয়ার শাসক জারের এই সিদ্ধান্তকে 'মহান কাজ' এবং জারকে 'মুক্তিদাতা' হিসাবে প্রচার করছিল। মার্কস ও এঙ্গেলস বিশ্লেষণ করে বললেন যে এই কারণে কৃষকদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন কিছু ঘটেনি, শুধুমাত্র আগের মতো তাদের আর অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবে কেনা-বেচা করা যাবে না।

১৮৬১ সালে কৃষি বা ভূমি ব্যবস্থায় ভূমিদাসত্ব রদ করার ঘোষণার পর চেরনিশেভস্কি (Chernyshevsky) বা বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের লেখা ছাড়াও ইতিহাস, রাজনৈতিক অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে রাশিয়ার ইতিহাসবিদ ও বৈজ্ঞানিকদের লেখা তিনি অধ্যয়ন শুরু করেন। রাশিয়ার পরিস্থিতি ভালোভাবে বোঝার জন্য নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ পাঠের আগ্রহের কারণেই তিনি রাশিয়ান ভাষা শেখেন। শুধুমাত্র তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরিতেই রাশিয়ান ভাষায় লেখা ১২০টির মতো বই ছিল। রাশিয়ার সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত গভীরে বোঝার জন্য তিনি যে কতখানি আগ্রহী ছিলেন তা বোঝা যায় *Transaction of Tax Commission*-এর বিভিন্ন খণ্ড পাঠ করে বিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ করা তাঁর চারটি নোট বই দেখলে।

তিনি সামগ্রিকভাবে সমাজ এবং পুঁজিবাদের বিকাশের যে তাত্ত্বিক কাঠামো

ইতিমধ্যেই নির্মাণ করেছিলেন তাঁর এই পাঠ ছিল তার সাথেই সম্পর্কযুক্ত। এঙ্গেলহার্থের *ফ্রম দি কান্ট্রিসাইড* বইয়ের একপাশে নোটে মার্কস লিখেছিলেন– 'রাশিয়ার পরিস্থিতি। মজুর, বুর্জোয়া শ্রেণির উৎপত্তি, পুঁজি, খাজনা (রাশিয়াকে একটি উদাহরণ হিসাবে)।' বোঝা যায় রাশিয়ার পরিস্থিতিকে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করে তার তাত্ত্বিক কাঠামোর বিশ্লেষণের পরিকল্পনা তাঁর ছিল। মার্কসের এই আগ্রহের কারণ হলো রাশিয়ার ভূমি ও কৃষি ব্যবস্থা। সেখানে নানা রকমের কৃষি উৎপাদকের উপস্থিতি, নানা প্রকারের ভূমি সম্পর্কে আবদ্ধ কৃষক সমাজ। উপরন্তু মার্কসের জীবনের শেষ দশক সময়কালে রাশিয়া অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া ভূমিদাসত্ব ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলছিল। একই সাথে সেখানে অভূতপূর্ব তীব্র শ্রেণি-দ্বন্দ্বের উন্মেষ এবং বিপ্লবী আন্দোলনের দ্রুত বিকাশ লাভ ঘটছিল। রাশিয়ার এই বিশেষ পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদের বিকাশের ধারাটি অনুসন্ধান করার ইচ্ছাই মার্কসকে রাশিয়ার সমাজ, ইতিহাস, কৃষিব্যবস্থা, শ্রেণিদ্বন্দ্বের স্বরূপ, বিপ্লবী আন্দোলনের উন্মেষের চরিত্র ইত্যাদির প্রতি আগ্রহী করে তোলে। *দাস ক্যাপিটাল*-এর তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় এঙ্গেলস লিখেছেন–'প্রথম খণ্ডে শিল্পে মজুরি-শ্রমিকদের পরিপ্রেক্ষিতে ইংল্যান্ড যে ভূমিকা পালন করেছে, রাশিয়ার কৃষি উৎপাদকদের হরেক রকম শোষণ ও ভূমি সম্পর্ক, জমির খাজনা সম্পর্কিত বিষয় ইত্যাদির কারণে এই দেশটির সেই ভূমিকা পালন করার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ তাঁর ঘটেনি।'

সেই সময় রাশিয়ায় সাধারণ মানুষের অধিকার বলতে কিছু ছিল না, অত্যাচার ছিল সীমাহীন। আর গোটা দেশটা ছিল একটা কয়েদখানা। শাসক জার-সরকার পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও ঘৃণা জাগিয়ে তুলত। অন্য জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে রাশিয়ানদের মনোভাব যেমন ছিল ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ, তেমনি আবার তাতার বা আর্মেনিয়ান একে অপরের বিরুদ্ধে জাতি বিদ্বেষ পোষণ করত। সেই মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে জার-সরকার এক জাতি গোষ্ঠীকে অন্য জাতি গোষ্ঠির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লাগিয়ে দিত। ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার শিল্প বলতে ছিল বয়ন শিল্প, কয়লা খনি, লোহা ও ইস্পাত। এই সমস্ত শিল্প মূলত : ছিল মস্কো, সেন্ট পিটার্সবুর্গ, বলটিক ও মধ্য রাশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে। অর্থনীতি ছিল মূলত : কৃষিনির্ভর এবং চাষ হতো সেকেলে পদ্ধতিতে।

রাশিয়ার বিপ্লবী ভাবনার উন্মেষ ঘটেছিল অবশ্য অনেক আগে থেকেই, বলা চলে চল্লিশের দশকের শেষ দিক থেকেই। এই সমস্ত বিপ্লবীদের অধিকাংশই ছিল বুদ্ধিজীবী শ্রেণির এবং মার্কস-এঙ্গেলসের সাথে যোগাযোগও ছিল। প্রুঁধোর ফিলসফি

অব পভার্টি সম্পর্কে মার্কসের অভিমত জানতে চেয়ে এন্নেকভের (Annenkov) চিঠির উত্তরে ১৮৪৬ সালে মার্কস, প্রুঁধোর 'ফিলসফি অব পভার্টি' হাতে পাওয়ার দুইদিন পরেই, এক দীর্ঘ পত্রে এন্নেকভকে লিখেছিলেন—'To be frank, I must admit that I find the book on the whole poor, if not very poor.।' মার্কস *পভার্টি অব ফিলসফি* বইয়ে যে ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন তারই আগাম একটি সার সংক্ষেপ হলো এই চিঠির বয়ান। আবার সকলেই জানেন যে মার্কসের অর্থনৈতিক ভাবনা যা পূর্ণাঙ্গভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল *দাস ক্যাপিটাল*-এ, *পভার্টি অব ফিলসফি* বইতে তারই আগাম রূপরেখা রচিত হয়েছিল। *কমিউনিস্ট ইশতেহার* রিচিত হওয়ার আগেই, মার্কসের সাথে রাশিয়ার তরুণ বিপ্লবীদের এই সব মতামত বিনিময় প্রমাণ করে যে সেই সময় রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীরা অত্যন্ত অগ্রসর শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবের তত্ত্ব ও সেই আন্দোলনের ধারার সাথে পরিচিত ও যুক্ত ছিলেন। এই কারণেই এটা খুব বেশি চমকপ্রদ ঘটনা নয় যে সর্বহারা শ্রেণির বিকাশের সাপেক্ষে ইউরোপের অগ্রসর দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে পড়া রাশিয়াতেই *দাস ক্যাপিটাল*-এর প্রথম অনুবাদ প্রকাশ হয়েছিল। রাশিয়ার অনগ্রসর শিল্প কল-কারখানা ও বিপুল সংখ্যায় শ্রমিকের অনুপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও এই দেশেই ক্যাপিটালের প্রথম অনুবাদের ঘটনা বৈপ্লবিক তাৎপর্য বহন করে। জারের চর এবং সেন্সারের চোখকে এড়িয়ে বিক্রিও হয়েছিল অনেক সংখ্যায় যা স্বয়ং কার্ল মার্কসকেও হতবাক করেছিল। বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদী চিন্তায় এবং নারদনিক মতবাদে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে এক শ্রেণির তরুণের মধ্যে রাশিয়ায় বিপ্লবের মাধ্যমে স্বৈরতান্ত্রিক জারের শাসনের অবসানের আকাঙ্ক্ষা ছিল তীব্র। ১৮৭০ সালে ফ্লেরোভস্কি (Flerovsky) সহ রাশিয়ার একদল তরুণ বিপ্লবী মার্কসকে প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনারেল কাউন্সিলে রাশিয়াকে প্রতিনিধিত্ব করার অনুরোধ করেছিলেন এবং মার্কস তাদের সেই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন। (এঙ্গেলসকে লেখা চিঠি ২৪ মার্চ ১৮৭০) এই ফ্লেরোভস্কি আগের বছরই প্রকাশ করেছিলেন *The Condition of the Working Class in Russia* বইটি।

নভেম্বর বিপ্লবের আলোচনায় রাশিয়ার প্রাক-বিপ্লব পরিস্থিতি বিকাশের এই সমস্ত ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ হলো এই যে নভেম্বর বিপ্লবের আলোচনায় অনেকেই মনে করেন যে রাশিয়ায় বিপ্লবের সম্ভাবনার জমি প্রস্তুত ছিল না এবং এই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে পরিস্থিতি পরিপক্ক হয়ে ওঠার আগেই। অনেকে বলেন যে এই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল হঠাৎ করেই—এইটি ইতিহাসের একটি দুর্ঘটনা। কেউ কেউ এমন অভিমতও ব্যক্ত করেন যে নভেম্বর বিপ্লব আসলে কোন সমাজ পরিবর্তন নয়, সমাজ বিকাশের অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় তা ঘটেনি, এইটি আসলে অল্প

সংখ্যক মানুষের দ্বারা সামরিক কু। অনেকে এমন মতও ব্যক্ত করেছেন যে এই নভেম্বর বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে মার্কসের উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব বিকাশের পথে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার চিন্তার বিরুদ্ধে গিয়ে। যেমন ইতালিয়ান কমিউনিস্টনেতা গ্রামশি ১৯১৭ সালে (তখনো কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়নি) বলেছিলেন—'It's a revolution against Karl Marx's Capital'। তাহলে জারের রাশিয়ায় অভ্যন্তরে যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটছিল, বিশেষত : ১৮৬১ সালের পরে, তার বাস্তবতায় বিপ্লবের সম্ভাবনা কি কোনভাবেই উপস্থিত ছিল না?

এই প্রসঙ্গেই ১৮৮২ সালে *কমিউনিস্ট ইশতেহার* রাশিয়ান অনুবাদের ভূমিকায় মার্কস-এঙ্গেলস যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেই বিশ্লেষণ খুবই উল্লেখযোগ্য। তাঁরা লিখেছিলেন—'১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবের সময় শুধু ইউরোপিয় রাজন্যবর্গ নয়, ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণি পর্যন্ত সদ্য জাগরণোন্মুখ প্রলেতারিয়েতের হাত থেকে উদ্ধার পেতে রাশিয়ার হস্তক্ষেপকেই একমাত্র উপায় হিসাবে দেখেছিল। জারকে তখন ঘোষণা করা হয়েছিল ইউরোপের প্রতিক্রিয়ার প্রধান নেতা হিসাবে। সেই জার আজ বিপ্লবের কাছে গাৎচিনায় যুদ্ধবন্দির মতন, আর ইউরোপের বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রদূত হয়ে উঠেছে রাশিয়া (Russia forms the vanguard of revolutionary action in Europe)।

আধুনিক বুর্জোয়া সম্পত্তির আসন্ন বিলুপ্তির অপরিহার্যতা ঘোষণা করাই ছিল *কমিউনিস্ট ইশতেহার*-এর উদ্দেশ্য। কিন্তু রাশিয়াতে দেখি দ্রুত বর্ধিষ্ণু পুঁজিবাদী জুয়াচুরি ও বিকাশোন্মুখ বুর্জোয়া ভূ-সম্পত্তির মুখোমুখি রয়েছে দেশের অর্ধেকের বেশি জমি জুড়ে চাষিদের যৌথ মালিকানা। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে যে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে এলেও জমির উপর মিলিত মালিকানার আদি রূপ এই রুশ অবশ্চিনা কী কমিউনিস্ট সাধারণ মালিকানার উচ্চতর পর্যায়ে সরাসরি রূপান্তরিত হতে পারে? না কি পক্ষান্তরে তাকেও যেতে হবে ভাঙনের সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যা পশ্চিমের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে?

এর একমাত্র যে উত্তর দেওয়া আজ সম্ভব তা হলো এই : রাশিয়ার বিপ্লব যদি পশ্চিমে প্রলেতারিয় বিপ্লবের সংকেত হয়ে ওঠে যাতে দুই বিপ্লব পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে রুশদেশে ভূমির বর্তমান যৌথ মালিকানা কাজে লাগতে পারে কমিউনিস্ট বিকাশের সূত্রপাত হিসাবে'।

পরিষ্কার যে মার্কস-এঙ্গেলস রাশিয়ায় বিপ্লবের সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেননি তো বটেই, বরং তাদের এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে তাঁরা সমাজ বিকাশের ধারাকে কখনো সরল একরৈখিক মনে করেননি। বিজ্ঞানসম্মতভাবেই তাঁরা কোনদিনও এই রকম সিদ্ধান্ত করেননি যে দুনিয়ার সকল দেশেই ইউরোপের

তথা ইংল্যান্ডের মতো বুর্জোয়াশ্রেণির পরিপূর্ণ বিকাশ এবং বিপুল সংখ্যক সর্বহারার আবির্ভাব ঘটলেই একমাত্র সেই দেশে বিপ্লব সংঘঠিত হতে পারে এবং সেটাই একমাত্র সমাজবিকাশের ধারা। ১৮৭৭ সালেও মার্কস সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছিলেন–'উপসংহারে বলি, যেহেতু আমি "কোনকিছু অনুমান করার উপর" ছেড়ে দিতে পছন্দ করি না, সেইহেতু আমি সরাসরি এই বিষয়েই আসব। রাশিয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন উপলব্ধি করার জন্য যাতে আমি যোগ্যতা অর্জন করতে পারি, তারজন্য আমি রাশিয়ান ভাষা শিখেছি এবং তারপর বহু বছর ধরে রাশিয়ার সরকারি প্রকাশন এবং অন্যদের লেখাপত্র পড়াশোনা করেছি। আমি এই উপসংহারে পৌঁছেছি : রাশিয়া যদি ১৮৬১ সাল থেকে একই পথ অনুসরণ করে চলতে থাকে, তবে পুঁজিবাদী শাসনের সমস্ত মারাত্মক বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য, একটি জাতির কাছে ইতিহাসের দ্বারা প্রদত্ত সর্বোত্তম সুযোগটি রাশিয়া হারাবে।' (If Russia continues to pursue the path she has followed since 1861, she will lose the finest chance ever offered by history to a nation, in order to undergo all the fatal vicissitudes of the capitalist regime.- *Otecestvenniye Zapisky* পত্রিকার সম্পাদককে লেখা চিঠি)

বরং তাঁরা রাশিয়ার ভূমিব্যবস্থার যে বিশেষত্ব ছিল, অর্থাৎ ভূমিদাসত্ব বিলুপ্ত করার পরও যে বিপুল পরিমাণ যৌথ মালিকানাধীন (commune land) জমি ছিল বিপ্লবের পর তাকেই সমাজতান্ত্রিক মালিকানায় রূপান্তরের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। ১৮৮২ সালে মার্কস এবং এঙ্গেলস যখন উপরের কথাগুলো লিখছেন তখনও মার্কসবাদকে দর্শন হিসাবে গ্রহণ করে কোন গ্রুপই রাশিয়াতে তৈরি হয়নি। প্লেখানভের নেতৃত্বে প্রথম মার্কসবাদী গ্রুপ গঠিত হয়েছিল তার পরের বছর। মার্কস এবং এঙ্গেলসের এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে যাঁরা নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে পরিস্থিতির অপরিপক্কতার কথা অথবা দাস ক্যাপিটালে সমাজবিকাশের মার্কসীয় ভাবনার বিরুদ্ধে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে বলে বলছেন তা হলো মার্কসবাদকে যান্ত্রিকভাবে বুঝবার ফল।

প্লেখানভের ইমানসিপেশন অব লেবার গঠন
ভ্রান্ত নারদনিক বিপ্লবী তত্ত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

১৮৭৫ সালে সাউথ রাশিয়ান ওয়ারকার্স ইউনিয়ন নামে প্রথম শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল ওদেসাতে যা জার সরকার প্রারম্ভেই ভেঙে দেয়। এরপর ১৮৭৮ সালে মার্কসের পরিচালিত প্রথম আন্তর্জাতিকের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন ছুতারের নেতৃত্বে সেন্ট পিটার্সবুর্গে গঠিত হয়েছিল 'নর্দার্ন ইউনিয়ন অব রাশিয়ান ওয়ারকার্স'। এই ইউনিয়নের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল 'চূড়ান্তভাবে অন্যায্য রাজনৈতিক

ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সমূলে ছুঁড়ে ফেলা'। জার সরকার এই ইউনিয়নকেও ধ্বংস করে। জার সরকারের দমন, পীড়ন ও নৃশংস অত্যাচারের মধ্যেই বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিকদের প্রতিবাদ সংগঠিত হতে থাকে। ১৮৮৫ সালের কর্মরত ৮ হাজার শ্রমিকের মোরোজোভ মিলের ধর্মঘট তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। শ্রমিক আন্দোলন, ধর্মঘট ইত্যাদি প্রসার লাভ করার এই সময়ই রাশিয়ায় প্রথম মার্কসবাদী সংগঠন গড়ে উঠতে শুরু করে।

মার্কসবাদী দর্শনের ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণির সংগঠন রাশিয়াতে গড়ে ওঠার আগেই সেখানে হঠকারী বিপ্লবী আন্দোলনে আস্থাশীল নারদনিক গোষ্ঠী খুবই তৎপর ছিল। নারদনিকরা ছিল মার্কসবাদ বিরোধী। জি. ভি. প্লেখানভ রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন এই নারদনিক গোষ্ঠীর একজন সক্রিয় বিপ্লবী সদস্য হিসাবে। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে জার সরকারের গ্রেপ্তার এড়াতে তিনি বিদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। বিদেশে পালিয়ে থাকার সময় তিনি মার্কস পাঠের সুযোগ পান এবং মার্কসের বিপ্লবী মতাদর্শ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নারদনিকদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তিনিই ১৮৮৩ সালে জেনেভাতে রাশিয়ার মার্কসবাদী আদর্শ অনুসারী প্রথম সংগঠন 'Emancipation of Labour' প্রতিষ্ঠা করেন। এই গোষ্ঠী যখন মার্কসবাদের ঝান্ডাকে রাশিয়াতে উর্ধ্বে তুলে ধরে তখনও পর্যন্ত রাশিয়ার অভ্যন্তরে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক[১] আন্দোলনের কোন অস্তিত্ব ছিল না। সেই কারণে রাশিয়ায় শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রাথমিক কাজ ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের উপযুক্ত তাত্ত্বিক ও আদর্শিক ভিত্তিভূমি তৈরি করা। এই কাজ অব্যাহত রাখতে এবং রাশিয়ার অভ্যন্তরে মার্কসবাদ প্রসারে অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল নারদনিকদের রাজনৈতিক দর্শন, যার প্রভাবে অগ্রসর শ্রমিকরা এবং বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি আস্থাশীল বুদ্ধিজীবীরা আচ্ছন্ন ছিল।

রাশিয়াতে মার্কসবাদ প্রচারের প্রাথমিক করণীয় কাজের পরিপ্রেক্ষিতে এই গোষ্ঠীর 'Emancipation of Labour' উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি আছে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস বইতে। তাঁরা মার্কস-এঙ্গেলসের লেখাগুলো রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করেন। তাদের অনূদিত *কমিউনিস্ট ইশতেহার*, *মজুরি-শ্রম-পুঁজি*, *সমাজতন্ত্র–ইউটোপিয়ান ও বৈজ্ঞানিক* ইত্যাদি বইগুলো বিদেশে ছাপা

১ 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলন বলেই অভিহিত করা হতো। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলগুলো লজ্জাজনক ভাবে বুর্জোয়াদের সাথে মৈত্রীর বন্ধন গড়ে সুবিধাবাদ ও সংস্কারবাদের রাস্তা গ্রহণ করলে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি সেই সমস্ত দলগুলোর সাথে সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করে নিজেদের কমিউনিস্ট নামে আখ্যায়িত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই সময় থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি পরিচিত হয়ে আসছে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে আপোষকামী সুবিধাবাদী শক্তি হিসাবে। (দ্রষ্টব্য : লেনিন, Letter to the Workers of Europe and America, 21 December, 1918'

হয়ে গোপনে রাশিয়ায় প্রচারিত হতে থাকে। তাছাড়া প্লেখানভ, জাসুলিচ, এক্সেলরড ও অন্যান্যরাও মার্কস-এঙ্গেলসের শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্বলিত অনেক লেখা লেখেন, যেগুলো রাশিয়ার অভ্যন্তরে শ্রমিকদের মধ্যে গোপনে মার্কসীয় মতবাদ প্রচারে সাহায্য করে এবং নারদনিকদের মতবাদকে পরাস্ত করতে মূল্যবান হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

রাশিয়াতে যেমন পুঁজিবাদের বিকাশের পথে শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠেছে, তার সাথে শ্রেণি হিসাবে চিন্তা-ভাবনায় অগ্রসর শক্তিশালী শ্রমিক শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানব সভ্যতা বিকাশের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় শ্রমিক শ্রেণি একমাত্র বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগঠিত বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনায় সক্ষম। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণির এই অগ্রণী ভূমিকার কথা নারদনিক দর্শনে ছিল না; তাঁরা মনে করত রাশিয়ার বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণি মুখ্য ভূমিকা পালন করবে না, বিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি হবে কৃষক শ্রেণি। তাদের বক্তব্য ছিল জার সরকার এবং জমিদারি ব্যবস্থাকে একমাত্র কৃষক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে শেষ করা সম্ভব। যেহেতু সমাজের সবচেয়ে বিপ্লবী এবং সর্বাপেক্ষা অগ্রসর শ্রেণি হিসাবে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী ভূমিকা সম্পর্কে এদের কোন ধারণা ছিল না, সেই কারণে তাঁরা জানত না যে শ্রমিক শ্রেণির সাথে ঐক্য না করে এবং শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে বিপ্লব সংগঠিত না করলে শুধুমাত্র কৃষক শ্রেণি বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারে না।

'Narod' কথার অর্থ 'জনগণ', সেই হিসাবে 'নারদনিক' কথার অর্থ 'জনগণের কাছে' (to the people)। এই জনগণের কাছে যেতে হবে বলে নারদনিক দর্শনে বিশ্বাসী তরুণ বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা দলে দলে গ্রামে যেতে থাকল। তাঁরা আশা করেছিল জার সরকারের বিরুদ্ধে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে বিপ্লব শুরু করতে পারবে। কিন্তু কৃষকদের সম্পর্কেও তাদের কোনো বাস্তব জ্ঞান ছিল না, যে কারণে কৃষকদের মধ্যে সমর্থন গড়ে তুলতে তাঁরা ব্যর্থ হয়। জার সরকারের পুলিশের হাতে ধরা পড়ল অনেকেই। জনগণ বা গ্রামের কৃষকদের মধ্যে সমর্থন না পেয়ে নারদনিকরা গুপ্ত হত্যা ও ব্যক্তি সন্ত্রাসকে স্বৈরতান্ত্রিক জার সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবী রাস্তা হিসাবে গ্রহণ করল। কিন্তু এই হঠকারী ও অবৈজ্ঞানিক নীতি তাদের আরও বড় ভুল কর্মপন্থার দিকে নিয়ে গেল এবং বিপ্লবের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াল। ১৮৮১ সালে তাঁরা এমনকি জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকেই হত্যা করতে সমর্থ হয়েছিল কিন্তু তার দ্বারা জনগণের কোন লাভ হয়নি। নতুন জার তৃতীয় আলেকজান্ডার ক্ষমতায় এলে শ্রমিক ও কৃষকের উপর অত্যাচারের মাত্রা বরং আরো বৃদ্ধি পায়। একজন ব্যক্তিকে হত্যা করে যে স্বৈরতান্ত্রিক জার সরকার বা সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি ব্যবস্থার অবসান ঘটানো যাবে না, নারদনিকরা তা মানত না। বরং তাঁরা মনে করত ইতিহাস

সৃষ্টি করে বীরেরা (heroes), আর জনগণ (তাদের ভাষায় mob) সব সময় নিশ্চেষ্টই (passive) থাকে।

জার সরকারের আক্রমণের মুখে নারদনিকদের গুপ্ত সমিতির শক্তি কমে গেলেও বিপ্লবী মানসিকতা সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাদের প্রভাব অনেকদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। নারদনিকদের যে শক্তি তখনো টিকে ছিল তাই দিয়েই তাঁরা রাশিয়ায় মার্কসবাদের প্রসারের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিল, যার কারণে শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। রাশিয়াতে মার্কসবাদের প্রসার ও শক্তি অর্জন বহুলাংশে সম্ভব ছিল নারদনিক মতবাদকে আদর্শগতভাবে পরাস্ত করে। এই লড়াইয়ে অংশ নিয়ে প্লেখানভ খুব সঙ্গত কারণেই নারদনিকদের রাজনীতি ও দর্শন কীভাবে শ্রমিক শ্রেণির যথার্থ আন্দোলন গড়ে তোলার পথে বাধা সৃষ্টি করছে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে তার ব্যাখ্যা উপস্থিত করার কাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। প্লেখানভ তাঁর লেখায় দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছিলেন যে যদিও নারদনিকরা নিজেদেরকে সমাজতন্ত্রী বলে দাবি করে, তবু তাদের রাজনীতির সাথে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কোন সাদৃশ্য নেই। এই সময় প্লেখানভ একদিকে নারদনিকদের ভ্রান্ত রাজনীতি উন্মোচন করেছিলেন, অন্যদিকে বিজ্ঞানসম্মত বৈপ্লবিক মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তার স্বপক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। সমাজ বিকাশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়মগুলো নারদনিকদের বোধের মধ্যে ছিল না বলেই তাঁরা মনে করত যে রাশিয়াতে 'পুঁজিবাদ' একটি আকস্মিক ঘটনা। সেই কারণে তাঁরা মনে করত যে, পুঁজি ও সর্বহারা শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশের কোনো সম্ভাবনা রাশিয়াতে নেই।

নারদনিকদের এই ভ্রান্ত দর্শনের প্রসার প্রতিরোধ করতে, এই দর্শনের যথার্থ স্বরূপ উন্মোচিত করতে এবং মার্কসীয় বিপ্লবীদের শিক্ষিত করে তুলতে প্লেখানভ *Socialism and the Political Struggle*, *Our Differences*, *On the Development of the Monistic View of History* ইত্যাদি বইগুলো এই সময় লেখেন এবং রাশিয়াতে মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করেছিলেন। বিশেষভাবে শেষের বইটি উল্লেখ করে লেনিন লেখেন এই বই 'রাশিয়ান মার্কসবাদীদের একটি সমগ্র প্রজন্মকে গড়ে তুলেছে'[২]। নারদনিকদের বিরুদ্ধে প্লেখানভের এই মতবাদিক লড়াই বিপ্লবী বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে নারদনিকদের প্রভাব খর্ব করেছিল তবে আদর্শগতভাবে তাদের চূড়ান্ত পরাস্ত করার কাজটি তখনো অসম্পূর্ণ ছিল। লেনিন উল্লেখ করেছেন যে, প্লেখানভের 'শ্রমিক মুক্তি সংঘ (The Emancipation of Labour group) শুধুমাত্র সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলনের তত্ত্বগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং শ্রমিক

২ 'rear a whole generation of Russian Marxists.'

শ্রেণির সংগ্রামের দিকে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিল।' (লেনিন ১৯১৪, পৃ-২৭৮) তবে, নারদনিকদের চিন্তার কিছু কিছু প্রভাব প্লেখানভ ও তাঁর সহযোগীদের মধ্যেও থেকে গিয়েছিল, যে কারণে পরবর্তীকালে মেনশেভিকদের রাজনৈতিক আদর্শের মধ্য দিয়ে সেই চিন্তার প্রকাশ ঘটেছিল। নারদনিকদের প্রভাবকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করতে এবং নারদনিকদের রাজনৈতিক দর্শনকে 'মার্কসবাদের শত্রু' হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চূড়ান্ত লড়াইয়ের কাজটি সম্পন্ন করেন কমরেড লেনিন।

লেনিন এবং মার্কসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা

সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহর থেকে নারদনিকদের একটি মাসিক পত্রিকা (*Russkoye Bogatstvo*) দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হতো। ১৮৯০ সালের পর থেকে এই পত্রিকা নিয়মিতভাবে সাধারণভাবে মার্কসবাদ এবং বিশেষভাবে রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিরূপ সমালোচনা করে আসছিল। একই সাথে তাঁরা জারের সরকারের সাথে আপোষ করার ওকালতি করত। এই পত্রিকার পাঠক সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার, বিভিন্ন জায়গায় তাদের নিজস্ব রিডিং রুম ছিল, লাইব্রেরি ছিল এবং সংগঠনের বিস্তারও ছিল বহুদূর পর্যন্ত। যে কারণে প্রচারের মাধ্যম হিসাবে এই পত্রিকা ছিল খুবই শক্তিশালী। নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধে মতবাদিক বিতর্কের জন্য এই পত্রিকা *our so-called Marxists, or Social-Democrats*-এই শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাশিয়ায় অর্থনৈতিক বিকাশের সমস্যা ইত্যাদি প্রসঙ্গে মার্কসবাদের তীব্র সমালোচনা করে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে।

নারদনিকদের মতবাদিক আক্রমণের জবাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে লেনিন ১৮৯২-৯৩ সাল থেকেই প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এই সময় তিনি সামারার মার্কসিস্ট সার্কেলে উদারনৈতিক ও মার্কসবাদ বিরোধী নারদনিকদের সমালোচনামূলক কয়েকটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাও তাঁর পরিকল্পিত প্রচার পুস্তিকার রসদ সংগ্রহের কাজে আসে। ১৮৯৪ সালে এদের উত্থাপিত প্রশ্নগুলো ধরে ধরে লেনিন একটি বৃহদাকার প্রচার পুস্তিকা তিনটি ভাগে লেখেন—'*What the Friends of the People Are and How They Fight the Social-Democrats* (Reply to Articles in Russkoye Bogatstvo Opposing the Marxists)।' ১৮৯৪ সালের শরৎকালে তিনি এই প্রচার-পুস্তিকা প্রথম পাঠ করেন। এই প্রচার-পুস্তিকায় লেনিন শুধুমাত্র নারদনিক তত্ত্বের অন্তঃসারশূন্যতা তুলে ধরেন তাই নয়, পরবর্তী সময়ে রাশিয়ান বিপ্লবের তাত্ত্বিক কাঠামোর প্রাথমিক কাজটিও সেরে ফেলেন। এই প্যামফ্লেট সম্পর্কে ক্রুপস্কায়া তাঁর লেনিনের স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন 'এটা আমাদের সবাইকে কীভাবে যে শিহরিত করেছিল। এই প্যামফ্লেট প্রশংসনীয় স্বচ্ছতায় লড়াইয়ের উদ্দেশ্য স্থির করে দিয়েছিল। পাঠের পরে হেক্টোগ্রাফ প্রতিলিপি 'The Yellow Copy-Books'

নাম দিয়ে হাতে হাতে প্রচার করা হয়েছিল। কারো কোন স্বাক্ষর থাকত না। বহু পঠিত এই প্যামফ্লেট তরুণ মার্কসবাদীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।'[3]

রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের এই পর্বে (১৮৮৪-৯৪) মার্কসীয় তত্ত্ব, মার্কসীয় বিপ্লবী ভাবনা এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক কার্যক্রম ইত্যাদি সবেমাত্র আত্মপ্রকাশ করেছে এবং রাজনৈতিক পরিসরে জায়গা করে নিতে শুরু করেছিল। তখনো পর্যন্ত মার্কসীয় আন্দোলন কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপ বা সার্কেলে বিভক্ত এবং ব্যাপকতর শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে হয় সম্পর্কহীন অথবা উল্লেখ করার মতো সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। আবার, রাশিয়ায় মার্কসবাদী আন্দোলনের সূচনা করা এবং মার্কসবাদ অনুসারী বহু বিপ্লবী তৈরি করা ইত্যাদি কাজ প্লেখানভ প্রতিষ্ঠিত 'Emancipation of Labour' যথোপযুক্তভাবে করলেও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভুলও তাদের চিন্তার মধ্যে ছিল। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব সমাধা করার জন্য শ্রমিক শ্রেণিকেই কৃষকদের নেতৃত্ব দিতে হবে এবং তার জন্য যে কৃষক শ্রেণির সাথে মৈত্রী গড়ে তোলা অত্যন্ত আবশ্যক সে কথা প্লেখানভের তত্ত্বে ছিল না। প্লেখানভ মনে করতেন যে রাশিয়ার বিপ্লবে উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের কাছে থেকে অস্থায়ীভাবে হলেও কখনো কখনো সমর্থন পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু কৃষক শ্রেণির সমর্থনকে তিনি গুরুত্বই দেননি। তিনি লিখেছিলেন 'বুর্জোয়া এবং সর্বহারা ছাড়া দেশে আর কোন সামাজিক শক্তি আমাদের ধারণায় নেই যাদের থেকে বিপ্লবী জোট সমর্থন পেতে পারে।' (প্লেখানভ, পৃ-১১৯) এই বিভ্রান্তি পরবর্তী সময়ে মেনশেভিকদের রাজনৈতিক অবস্থানের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। রাশিয়াতে মার্কসবাদী আন্দোলনকে সংঘবদ্ধ করা এবং প্লেখানভ গোষ্ঠীর ভুল-ত্রুটিগুলিকে কাটিয়ে ওঠার কাজটি করেন কমরেড লেনিন।

১৮৮৭ সাল। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় ভ্লাদিমির ইলিচ উইলিয়ানভ, পরবর্তীকালে যিনি কমরেড লেনিন নামে পরিচিত হন, প্রথম বিপ্লবী ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং একটি মার্কসীয় গোষ্ঠীতে যোগ দেন। বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে গ্রেপ্তার হন এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়ে সামারা শহরে স্থানান্তরিত হন। অচিরেই সেই শহরে প্রথম মার্কসীয় সার্কেল তিনি গড়ে তোলেন। কয়েক বছর পর ১৮৯৩ সালে লেনিন যান সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহরে। সেই শহরে রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনায় অত্যন্ত অগ্রসর শ্রমিকদের নিয়ে তৈরি মার্কসীয় সার্কেলগুলো মার্কসীয় তত্ত্ব সম্পর্কে লেনিনের বিস্ময়কর গভীর জ্ঞান,

৩ দুর্ভাগ্যজনক যে প্রথম ও তৃতীয় ভাগ পাওয়া গেলেও বিপ্লবের পরে দ্বিতীয় ভাগটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রজ্ঞাদীপ্ত প্রয়োগ, শ্রমিক শ্রেণির বিজয় সম্পর্কে তাঁর স্থির প্রত্যয় এবং অসামান্য সাংগঠনিক দক্ষতা ইত্যাদির কারণে তিনি অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে পরিগণিত হন। সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহরের শ্রমিক-পাঠচক্রগুলোতে লেনিন নিয়মিত মার্কসীয় রাজনীতির ক্লাস নিতে থাকেন। ১৮৯৫ সালে তিনি এই শহরের সমস্ত মার্কসীয় চক্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে 'League of Struggle for the Emancipation of the Working Class' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এইভাবেই তিনি শ্রমিক শ্রেণির মার্কসীয় বিপ্লবী দল প্রতিষ্ঠার পথ রচনা করেন।

'লিগ অব স্ট্রাগল' প্রতিষ্ঠার পরই লেনিন লিগের জন্য শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তৈরি করা এবং সেই আন্দোলনগুলোতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়ার লক্ষ্য স্থির করেন। ভাবনায় অগ্রসর শ্রমিকদের থেকে বাছাই করে কয়েকজনের মধ্যে মার্কসবাদ প্রচারের যে কর্মসূচি নিয়ে এতদিন কাজ হচ্ছিল তার থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে সেই সময়ের শ্রমিকদের দাবিকে ভিত্তি করে বৃহত্তর শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে রাজনৈতিক বিক্ষোভের জন্ম দিতে সচেষ্ট হওয়ার কর্মসূচি নির্ধারণ করেন তিনি। এই কর্মসূচি যে গণবিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল তা পরবর্তী সময়ে রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছিল। কাজের পরিবেশের উন্নতি, শ্রম ঘণ্টা কমানো এবং মজুরি বৃদ্ধি ইত্যাদি অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার সাথে জারতন্ত্র উচ্ছেদের রাজনৈতিক দাবিকেও যুক্ত করে 'লিগ অব স্ট্রাগল' শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয় এবং শ্রমিক শ্রেণিকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করে তুলতে শুরু করে।

নব্বইয়ের দশকে দ্রুত কলকারখানা প্রসার ঘটছিল এবং তার সাথে শ্রমিকদের সংখ্যাও বেড়ে চলছিল। নারদনিকদের তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করে বিপ্লবী আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং উত্তরোত্তর তাঁরা নেতৃত্বকারী ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে। লেনিনের পরিচালনায় সেন্ট পিটার্সবুর্গের 'লিগ অব স্ট্রাগল'-ই প্রথম যারা শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের সাথে সমাজতন্ত্রের দাবিকে যুক্ত করে। লেনিন এই কারণেই সেন্ট পিটার্সবুর্গের 'লিগ অব স্ট্রাগল'-কে বলেছেন 'একটি বিপ্লবী পার্টির যথার্থ ভ্রূণাবস্থা যা শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের সমর্থনে গড়ে উঠেছিল' (real rudiment of a revolutionary party which was backed by the working class movement)। লেনিন পরবর্তী সময়ের মার্কসিস্ট সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গড়ে তোলার শিক্ষা এই সময়ের বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকেই গ্রহণ করেন।

লেনিন এবং তাঁর সহযোগিরা অনেকেই এই সময়ে জারের পুলিশের হাতে

গ্রেপ্তার হন। তাঁরা যখন কারাগারে তখন তরুণ বিপ্লবীদের নিয়ে বহু নতুন নতুন মার্কসিস্ট সার্কেল গড়ে উঠতে থাকে এবং মার্কসবাদের প্রতি আকর্ষণে এইসব তরুণ বিপ্লবীদের অনেকে 'লিগ অব স্ট্রাগল'-এর আন্দোলনের সাথেও যুক্ত হন। এঁরা নিজেদেরকে উল্লেখ করত 'Young' বলে এবং লেনিন ও তাঁর সহযোগিদের উল্লেখ করত 'Old Fellows' নামে। এই অর্বাচীন বিপ্লবীরা শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে এক নতুন বিভ্রান্তির জন্ম দিল। তাঁরা ঘোষণা করল যে, শ্রমিকরা শুধুমাত্র মালিকদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য সংগ্রাম করবে। তাদের বক্তব্য ছিল, রাজনৈতিক দাবি উত্থাপন শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তাঁরা বিশ্বাস করত রাজনৈতিক আন্দোলন করার দায়িত্ব উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের, সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজ উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। এই অর্বাচীন বিপ্লবীদের হাত ধরেই রাশিয়ার মার্কসীয় আন্দোলনের মধ্যে 'অর্থনীতিবাদী' নামে প্রথম আপোষকামী ও সুবিধাবাদী ধারার অনুপ্রবেশ ঘটে।

প্রথম কংগ্রেস, অর্থনীতিবাদের বিরুদ্ধে লেনিনের সংগ্রাম এবং ইস্ক্রার প্রকাশ

সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহর ছাড়া 'লিগ অব স্ট্রাগল' মস্কো, কিয়েভ ও অন্যান্য শহরে সংগঠিত হওয়ায় এদের সবাইকে এক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে নিয়ে এসে পার্টি গঠনের উদ্দেশ্যে বুঁদ (Bund)[৪] কে সাথে নিয়ে কংগ্রেস আহ্বান করা হয়। ১৮৯৮ সালের মার্চ মাসে মিনস্ক শহরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি বা R.S.D.L.P-র প্রথম কংগ্রেস হিসাবে পরিচিত। লেনিন সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত হওয়ার কারণে কংগ্রেসে যোগদান করতে পারেননি। প্রথম কংগ্রেস সমস্ত দিক থেকেই উদ্দেশ্যপূরণে ব্যর্থ হয়। কারণ, কংগ্রেসে যে ইশতেহার গৃহীত হয় তাতে সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কথা, সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কথা এবং জারতন্ত্র ও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামে মিত্রশ্রেণি নির্ধারণ করা প্রসঙ্গ ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলোর কোন উল্লেখ ছিল না। ফলে, কংগ্রেস থেকে ঘোষণার মাধ্যমে R.S.D.L.P পার্টি গঠিত হয় ঠিকই, তবে সমস্ত মার্কসিস্ট সার্কেলকে ঐক্যবদ্ধ করা, সাধারণভাবে বিপ্লবের কর্মসূচি ঠিক করা, পার্টির নিয়মাবলি তৈরি করা এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গঠন করা ইত্যাদি কোনকিছুই চূড়ান্ত না হওয়ায় পার্টির অভ্যন্তরে চরম বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এই বিভ্রান্তিকর ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের মধ্যে সুবিধাবাদী অর্থনীতিবাদের ('Economism') প্রবক্তারা প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। পরবর্তী সময়ে বিপ্লবী পত্রিকা 'ইস্ক্রা'-কে হাতিয়ার করে বহু বছর ধরে নিরলস

৪ The full name of the Bund is the General League of Jewish Workers of Lithuania, Poland and Russia বা General Jewish Labour Union in Russia and Poland

সংগ্রাম চালিয়ে কমরেড লেনিন সুবিধাবাদী অর্থনীতিবাদকে পরাস্ত করেন এবং রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে যথার্থ কমিউনিস্ট বিপ্লবী দল হিসাবে গঠন করার পথ তৈরি করেন।

সাইবেরিয়াতে নির্বাসন কালে কমরেড লেনিন প্রথমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ- '*The Development of Capitalism in Russia*' বইটি সম্পূর্ণ করেন। এই বইটি নারদনিকদের ভ্রান্ত অর্থনীতিবাদের স্বরূপ উন্মোচন করার উদ্দেশ্যেই লেখা, কিন্তু কৃষিনির্ভর অনগ্রসর দেশে পুঁজিবাদের বিকাশের প্রশ্নটি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে কীভাবে বিবেচনা করতে হবে তার মূল্যবান ও মৌলিক ব্যাখ্যা কমরেড লেনিন এই বইতে উপস্থিত করেন। এই কারণে মার্কসীয় সাহিত্যে এই বইটির গুরুত্ব অপরিসীম। নারদনিক অর্থনীতিবিদরা প্রচার করত যে রাশিয়ায় পুঁজিবাদ বিকাশের সুযোগ নেই। তার কারণ হিসাবে তাদের অন্যতম যুক্তি ছিল যে গ্রামীণ অর্থনীতির সংকটের কারণে অভ্যন্তরীণ দেশীয় বাজার ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে এবং রাশিয়ায় পুঁজি বিকাশের সূচনা ইউরোপের তুলনায় অনেক পরে হওয়ার কারণে বিদেশের বাজার পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এমতাবস্থায় পুঁজিপতিদের উদ্বৃত্ত উসুল (realisation of surplus) করার কোন উপায় নেই। তাদের মতানুসারে রাশিয়ার পুঁজিবাদ এক জন্ম-মৃত শিশু।

তাদের যুক্তির উত্তরে মার্কসীয় ব্যাখ্যা উল্লেখ করে লেনিন দেখান যে, সামাজিক শ্রম-বিভাজনের অগ্রগতিই পণ্য অর্থনীতি এবং পুঁজিবাদ বিকাশের সমগ্র প্রক্রিয়ার ভিত্তি। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদের বিকাশ শুরু হলে কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে হ্রাস পায়। তৃতীয়ত, সমাজে এতদিন যাঁরা নিজেদের উৎপাদন যন্ত্র বা হাতিয়ারের সাহায্যে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করত, সেইসব ক্ষুদ্র উৎপাদকরা উৎপাদন ব্যবস্থায় টিকে থাকতে না পেরে শ্রমিকে পরিণত হতে থাকে এবং দেশের অভ্যন্তরে বাজার ব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে। লেনিন দেখান যে, ইউরোপের পুঁজিবাদের তুলনায় অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া হলেও সামাজিক শ্রমবিভাজন, শিল্প-বাণিজ্যে নির্ভরশীল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, ক্ষুদ্র উৎপাদক ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন এবং বাজার গড়ে ওঠা ইত্যাদি সমস্ত নিয়ামকের বিচারেই রাশিয়ার অভ্যন্তরে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের উল্লেখযোগ্যভাবে বিকাশ ঘটেছে। লেনিন বলেন যে, 'নারদনিক তাত্ত্বিকেরা, যাঁরা ঘোষণা করে যে, এইসব প্রক্রিয়া আসলে কৃত্রিম ব্যবস্থা গ্রহণের ফল, এইগুলো প্রকৃত অবস্থা থেকে কিছু 'বিচ্যুতি' (deviation from the path) মাত্র, তাঁরা রাশিয়ার শ্রমের সামাজিক বিভাজনের তথ্য আড়াল করার চেষ্টা করছে বা এর গুরুত্বকে খাটো করতে চাইছে।' (লেনিন ১৮৯৯ ক, পৃ-৩৯)

লেনিন তথ্য-পরিসংখ্যান উপস্থিত করে দেখান যে 'রাশিয়ার কৃষকরা বর্তমানে যে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে আছে তা হলো পণ্য অর্থনীতি। এমনকি প্রধান কৃষি বলয় (দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত শিল্পাঞ্চলের তুলনায় যা সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে থাকা স্থান) অঞ্চলের কৃষকেরাও সম্পূর্ণভাবে বাজারের অধীনস্ত; তাঁর নিজস্ব ভোগ এবং চাষাবাদ, উভয়ের জন্যই সে বাজারের উপর নির্ভরশীল, কর দেওয়ার কথা যদি নাও বলি।' (লেনিন ১৮৯৯ ক, পৃ-১৭২)

এই সময়ে কমরেড লেনিন মার্কসবাদীদের মধ্যে 'অর্থনীতিবাদ'–এর বিপ্লব বিরোধী প্রভাব নিয়েই বেশি ব্যস্ত ছিলেন। তিনি জানতেন যে, এই মতবাদই আপোষকামী ও সুবিধাবাদী মতাদর্শের মূলকেন্দ্র এবং যদি শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে এই মতবাদের অনুপ্রবেশ প্রতিহত না করা যায়, তবে তা সর্বহারার বিপ্লবী আন্দোলনকে ভেতর থেকেই দুর্বল করে দেবে এবং শেষ পর্যন্ত মার্কসবাদের পরাজয় ঘটবে। তিনি তাই কালবিলম্ব না করেই তাদের বিরুদ্ধে মতবাদিক লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কমরেড লেনিন 'অর্থনীতিবাদী' মতাদর্শকে পরাস্ত করতে অন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচারপুস্তিকা *The Tasks of the Russian Social-Democrats* নির্বাসিত অবস্থাতেই লেখেন। অর্থনীতিবাদীরা বলত যে, রাজনৈতিক আন্দোলন উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের কাজ, শ্রমিকশ্রেণির কর্তব্য শুধু তাদের সমর্থন করা। শ্রমিক শ্রেণি শুধুমাত্র তাদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনে সীমাবদ্ধ থাকবে। লেনিনের মতে এই নীতি গ্রহণ করার অর্থ মার্কসবাদকে পরিত্যাগ করা, শ্রমিক শ্রেণির নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা এবং শ্রমিকশ্রেণিকে বুর্জোয়াদের লেজুড়ে পরিণত করা।

এই প্রচার-পুস্তিকায় লেনিন বলেন যে–'বর্তমান সময়ে সর্বাপেক্ষা জরুরি বিবেচ্য হলো, আমাদের মতে, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের বাস্তব কর্মসূচির বিষয়টি। আমরা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির বাস্তব কর্মসূচির উপর জোর দিচ্ছি এই কারণে যে, তত্ত্বের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন সময় ইতিমধ্যে আমরা পেছনে ফেলে এসেছি–যে সময়ে একদিকে বিরোধীরা একগুঁয়ে মনোভাব নিয়ে বাস্তবতাকে স্বীকার করতে প্রবলভাবে অস্বীকার করছিল এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির নতুন ধারা মাথা তুলতে চাইলেই তাকে দমিয়ে রাখতে সবরকম প্রচেষ্টা গ্রহণ করছিল। অন্যদিকে, সেই সময় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির মূল তত্ত্বকে রক্ষা করতে আমাদের দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজও করতে হচ্ছিল। কিন্তু আজকে অবস্থা ভিন্ন, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের তাত্ত্বিক ভাবনার মূল এবং প্রাথমিক বিষয়গুলো সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা ইতিমধ্যে দেওয়া হয়ে গেছে।' (লেনিন ১৮৯৮ , পৃ-৩২৭)

শ্রমিক শ্রেণির একটি যথার্থ পার্টি গড়ে তোলার কাজটি তখনো সম্পূর্ণ হয়নি।

সেই কাজ সম্পন্ন করাই তখন লেনিনের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী কর্ম হয়ে উঠেছিল। লেনিন এই প্যামফ্লেটের মধ্য দিয়ে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সেই কাজ সম্পন্ন করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

তিনি লিখলেন—'সুতরাং কমরেড কাজ করতে হবে। আমরা যেন মূল্যবান সময় নষ্ট হতে না দেই। উজ্জীবিত সর্বহারাদের প্রয়োজনে রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের অনেক কিছু করার আছে—শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনকে সংগঠিত করা, বিপ্লবী গ্রুপগুলোকে শক্তিশালী করা ও তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা, বিক্ষোভ আন্দোলনের স্বপক্ষে প্রচার করার জন্য শ্রমিকদের লেখা যোগান দেওয়া এবং রাশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শ্রমিক সার্কেলগুলো ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক গ্রুপগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে একটা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি গড়ে তোলা।' (লেনিন ১৮৯৮, পৃ-৩৪৭)

বিপ্লবী মার্কসবাদী আদর্শের সরাসরি বিরোধীতা করে ১৮৯৯ সালে 'অর্থনীতিবাদী' মতবাদে বিশ্বাসী একদল অর্থনীতিবিদ একটি ইশতেহার প্রকাশ করে এবং দাবি করে যে সর্বহারার স্বাধীন রাজনৈতিক দল গঠন ও শ্রমিক শ্রেণির স্বাধীন রাজনৈতিক দাবি উত্থাপনের কার্যক্রম পরিত্যাগ করতে হবে। শুধুমাত্র নিজস্ব মালিকের বিরুদ্ধে লড়াই করাই শ্রমিক শ্রেণির জন্য যথেষ্ট। লেনিনের বোন এই ইশতেহার (Credo) গোপনে সাইবেরিয়াতে লেনিনের কাছে পাঠিয়ে দেন। এই ইশতেহারের বক্তব্য পড়ে লেনিন সাইবেরিয়ার আশেপাশে যে সমস্ত মার্কসবাদীরা নির্বাসনে ছিলেন তাদের একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন এবং আলোচনা শেষে 'অর্থনীতিবাদী'দের বক্তব্যকে খারিজ করে একটি বিবৃতি প্রকাশ করলেন। লেনিনের খসড়া করা এই বিবৃতি দেশের সর্বত্র মার্কসবাদীদের মধ্যে প্রচার করা হয়, যা মার্কসবাদী ভাবনা প্রসারে এবং মার্কসবাদী পার্টি গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

সেই বিবৃতিতে লেনিন নির্দিষ্ট করে ঘোষণা করলেন : 'শ্রমিক মুক্তি সংঘের (প্লেখানভের প্রতিষ্ঠিত Emancipation of Labour group) প্রতিষ্ঠাতাদের, অগ্রগণ্য যোদ্ধাদের ও সদস্যদের সাথে সাথে নব্বইয়ের দশকের রাশিয়ান শ্রমিকদের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেখাপত্রে রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির ঘোষিত মৌলিক নীতিগুলো থেকে সরে আসার এক প্রবণতা সম্প্রতি রাশিয়ান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইশতেহার Credo-কে কতিপয় তরুণ রাশিয়ান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটের মৌলিক ভাবনার প্রকাশ বলে মনে করা হচ্ছে। হ্যাঁ, এই 'নতুন ভাবনা' সুসংবদ্ধ ও নির্দিষ্ট করেই ইশতেহারে উদ্ভাসিত হয়েছে। ...কোন সন্দেহ নেই যে রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে এই প্রকার

ভাবনার অনুগামী আছে, যদিও সংখ্যায় অনেকে আছেন কি না জানি না। আছে বলেই, আমরা নির্দিষ্টভাবে এই ভাবনার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি, এবং রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা যে পথ ইতিমধ্যেই ঠিক করেছে সেখান থেকে এমন ভয়ঙ্কর বিচ্যুতি সম্পর্কে সমস্ত কমরেডদের হুঁশিয়ার করে দিতে চাই—সর্বহারা শ্রেণির এই মুহূর্তের লক্ষ্য হলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা, সেই উদ্দেশ্যে শ্রমিক শ্রেণির একটি স্বাধীন রাজনৈতিক পার্টি গড়ে তোলাই হলো সেই পথ, যা সর্বহারার শ্রেণি সংগ্রামের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত।' (লেনিন ১৮৯৯ খ, পৃ-১৭১-৭৫)

রাশিয়ার বাইরে সুবিধাবাদী বার্নস্টাইন মতানুসারীরাও শ্রমিক শ্রেণির পার্টি গঠন ও তার কর্মসূচি সম্পর্কে অর্থনীতিবাদীদের মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করত। কার্যত, লেনিনের এই লড়াই সেই অর্থে ছিল আন্তর্জাতিক চরিত্রের। রাশিয়ার বিপ্লবকে এই বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা এবং সর্বহারাদের রাজনৈতিক পার্টি গঠনের উদ্দেশ্যে অর্থনীতিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখা ছিল অত্যন্ত জরুরি।

১৯০০ সালের প্রথম দিকে লেনিনসহ অন্যান্য 'লিগ অব স্ট্রাগলের' নির্বাসিত বিপ্লবীরা সাইবেরিয়া থেকে ছাড়া পেয়ে রাশিয়াতে ফিরে আসেন। সমস্ত রাশিয়া জুড়ে প্রচার করা যাবে এমন একটি পার্টি পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা লেনিন উপলব্ধি করেন। দেশ জুড়ে তখন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মার্কসীয় গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল যাদের নিজেদের মধ্যে কোন সংযোগ ছিল না। স্তালিনের ভাষায় এই সময়ে 'পার্টির অভ্যন্তরীণ জীবনে আদর্শগত বিভ্রান্তি ছিল মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য'। লেনিন উপলব্ধি করেন এই বিভ্রান্তি দূর করে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করতে হলে পার্টির একটি হাতিয়ার চাই এবং সেই হাতিয়ার হবে 'ইস্ক্রা'। কিন্তু রাশিয়াতে বসে জারের গুপ্তচর আর পুলিশের চোখ এড়িয়ে এই পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। লেনিন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এই পত্রিকা বিদেশে ছাপা হবে এবং কোন কোন সংখ্যা বাকু, কিসিনেভ এবং সাইবেরিয়ার গোপন ছাপাখানায় প্রয়োজনে পুনর্মুদ্রিত করা হবে। লেনিন বিদেশে গিয়ে প্লেখানভ, এক্সেলরড, জাসুলিচ প্রমুখের সাথে যোগাযোগ করে ইস্ক্রা প্রকাশের বন্দোবস্ত করলেন এবং ডিসেম্বর মাসে ইস্ক্রার প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করে লেইপজিগ (Leipzig) শহর থেকে যার প্রথম পাতার উপরে লেখা ছিল পুশকিনের উদ্দেশ্যে লেখা কবি ওদোয়েভস্কির (Odoyevsky) কবিতা থেকে নেওয়া একটা লাইন—'The Spark Will Kindle a Flame'। পরবর্তীকালে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় কখনো মিউনিখ, কখনো লন্ডন বা জেনেভা থেকে। সম্পাদকমণ্ডলিতে ছিলেন লেনিন (Editor-in-Chief), প্লেখানভ, মার্তভ, এক্সেলরড, পোত্রেসভ এবং জাসুলিচ। দ্বিতীয় সংখ্যার সময় থেকেই প্রধান দপ্তর সচিব পদে ছিলেন ক্রুপস্কায়া। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস লেখার সময় স্তালিন ইস্ক্রার প্রকাশকে অত্যন্ত

গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে তা ছিল এক নতুন কাল-পর্বের সূচনা। অর্থনীতিবাদীদের ভ্রান্ত ধারণাকে পরাস্ত করে পারস্পরিক যোগাযোগহীন গোষ্ঠী ও সার্কেলগুলোকে একত্রিত করে একটি মাত্র রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল ইস্ক্রাকে হাতিয়ার করে।

রাশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলনের অভ্যুত্থান

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই একদিকে উঠতি বুর্জোয়া, অভিজাত সামন্ত প্রভু, নিস্পেষিত কৃষক শ্রেণি, শহুরে মধ্যবিত্ত ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণিগুলোর আন্তঃসম্পর্কে দ্বন্দ্বের জটিলতা, অন্যদিকে জারের দুঃসহ স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মেহনতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা রাশিয়ার সমাজ মানসিকতায় পরিবর্তনের আবহ তৈরি করেছিল। সমাজ জীবনের স্থবিরতার ভাঙাগড়া, আত্মজিজ্ঞাসা, পথানুসন্ধানের অস্থিরতার প্রতিফলন সেই সময়ের সাহিত্যে আমরা দেখতে পাই। 'ঔপন্যাসিক দস্তয়ভস্কি-ও একবার রাজনৈতিক শাসক হত্যার মামলায় আসামি হয়েছিলেন; গুলি করে তাঁকে হত্যা করার আদেশ হয়েছিল, শেষ মুহূর্তে রক্ষা পান। তরুণদের ভেতর পথানুসন্ধানের ব্যগ্রতা দেখা দিয়েছিল; এ খবর দস্তয়ভস্কির উপন্যাসে আছে, বেশ ভালোভাবেই পাওয়া যায় টলস্টয়ের রচনাতে। টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসে নায়কদের একজন হচ্ছে পিয়র, দেখা যায় নিজের জমিদারিতে ভূমিদাসদের মুক্তি দিচ্ছে; পরবর্তী রচিত উপন্যাস 'আন্না কারেনিনা'-তে প্রতি-নায়ক লেভিন কৃষকদের সঙ্গে কায়িক শ্রম পর্যন্ত করছে, এমনটা দেখি আমরা। সে উপন্যাসে সাবেক সেনা আমলা ভ্রনস্কি কৃষিতে মনযোগ দিয়েছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করছে পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে। ঐ উপন্যাসেই লেভিনের ভাইদের একজনকে দেখা যাচ্ছে বিপ্লবীদের গোপন দলে যোগ দিয়েছে। পুনরুত্থান উপন্যাসে সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত বিপ্লবীদের একজনকে দেখতে পাই পরম যত্নে বই পড়ছে কার্ল মার্কসের। টলস্টয় নিজেও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি ত্যাগ করে এবং বাড়িঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রী হয়েছিলেন। পুরাতন ভূমিব্যবস্থার বদল আসছে, ব্যবসায়ীরা জমিদারদের বাগানবাড়ি কিনে নিচ্ছে, এখবর চেখভের নাটকে পাওয়া যাচ্ছে। পাওয়া যাচ্ছে অন্যদের উপন্যাসে। মোট কথা রুশ সাহিত্যে দার্শনিক পথানুসন্ধানের বিস্তর নিদর্শন বিদ্যমান এবং বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে এই ব্যাপারটা যে, ওই সাহিত্যের প্রভাব শিক্ষিত সমাজের উপর ছিল ব্যাপক ও গভীর। সাহিত্যিকরা সমাজের নিষ্ঠুরতা ও অন্তর্বস্তুর অভাবকে উন্মোচিত করে দিচ্ছিলেন, সেখানে পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতির। বিক্ষুব্ধ ছিল কৃষক। ভূমিমালিকদের নানা রকমের অত্যাচারে তারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। বিশেষভাবে দুঃসহ ছিল নারী নির্যাতন।' (চৌধুরী, ২০১৭, পৃ-১৫)

বিরাজমান এমনই একটি আবহের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের ইউরোপের শিল্পে সংকটের ধাক্কা এসে লাগে রাশিয়াতেও। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কল-কারখানা বন্ধ হতে থাকে। ১৯০০ থেকে ১৯০৩ সালের মধ্যে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় তিন হাজারের মতো কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায় এবং লক্ষাধিক শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়। যে সব শ্রমিক ছাঁটাই হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন তাদের মজুরিও এই পরিমাণে কমে যায় যে জীবনধারণের পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না। সাধারণভাবে শ্রমিকদের এই নিদারুণ দুর্দশা শ্রেণি হিসাবে শ্রমিকদের দলে দলে আন্দোলনে শামিল করল। প্রথমে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে শুরু হলেও ক্রমেই শ্রমিক আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হলো। দাবি উঠল 'জারের স্বৈরশাসন ধ্বংস হোক '(Down with the tsarist autocracy!'। সেন্ট পিটার্সবুর্গ, বাকু, টিফলিস, বাটুম, ওদেসা, কিয়েভ ইত্যাদি শিল্পাঞ্চলে একটার পর একটা শ্রমিক ধর্মঘটে উত্তাল হয়ে উঠল। R. S. D. L. P. -এর স্থানীয় কমিটিগুলো এই সব ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিতে থাকল। শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাব পড়ল কৃষকদের মধ্যে, ইউক্রেন ও ভলগাতে কৃষকরা বিদ্রোহ করল, ভূস্বামীদের জমি দখল করল, খামারে আগুন দিতে থাকল। এই বিদ্রোহ দমন করতে সৈন্য বাহিনী নামানো হলো, অসংখ্য কৃষককে গুলি করে হত্যা করা হলো, সমস্ত নেতাদের গ্রেপ্তার করা হলো কিন্তু কোন ফল হলো না। বিদ্রোহ বেড়েই চলল। শ্রমিক এবং কৃষকদের আন্দোলনের সমর্থনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যোগদান করলে সেই আন্দোলন দমনেও গুলি চলল। জার সরকারের বাহিনীর হাতে অনেক ছাত্রের মৃত্যু হলো। সরকার ছাত্র আন্দোলনকে স্তিমিত করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিল।

ছাত্রদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন নেমে এলে উদারনৈতিক বুর্জোয়া ও জমিদারদের মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি হলো, কারণ এদের ঘরের সন্তানরাও এই সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করত। এবার এরাও জার-সরকারের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করল। জার সরকার সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়ার পরও যখন শ্রমিক আন্দোলন দমন করতে ব্যর্থ হলো তখন শ্রমিক সংগঠনের নামে পুলিশকে দিয়ে ভুয়া সংগঠন গড়ে তুলতে শুরু করল, যাকে বিপ্লবী শ্রমিকরা ডাকতে শুরু করল 'পুলিশ সমাজতন্ত্র' নামে। একজন পাদরির উদ্যোগে 'Assembly of Russian Factory Workers of St. Petersburg' নামে যে সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল সেটা এই চরিত্রের। সমস্ত ঘটনা পরম্পরা এবং শ্রমিক-কৃষকদের বিপ্লবী আন্দোলন দেখে লেনিন বললেন যে, পরিস্থিতি পরিণত হয়ে উঠছে এবং রাশিয়ায় বিপ্লব আসন্ন।

কিন্তু, আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, এই বিপ্লবকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যথার্থ

বিপ্লবী পার্টি হিসাবে R.S.D.L.P. তখনও গড়ে ওঠেনি যদিও ১৮৯৪ সাল থেকেই লেনিন একটি মার্কসীয় সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা করে আসছিলেন, কিন্তু সফল হননি। ১৮৯৫ সালে গ্রেপ্তার হয়ে প্রথমে কিছুকাল কারারুদ্ধ ও পরে যখন সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত ছিলেন সেই সময় প্রথম কংগ্রেসের (১৮৯৮) মাধ্যমে R.S.D.L.P. পার্টির সূচনা ঘটলেও কর্মসূচি প্রণয়ন ও সাংগঠনিক রূপের বিচারে শ্রমিক শ্রেণির যথার্থ পার্টি হিসাবে অনেক অসম্পূর্ণতা ছিল—যে কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। পক্ষান্তরে, লেনিনের অনুপস্থিতির সুযোগে ১৮৯৮ সালের পর 'অর্থনীতিবাদ'-এর প্রভাবের কারণে দল আরও বেশি মাত্রায় সাংগঠনিক ও আদর্শগত বিভ্রান্তির কবলে পড়ে। নারদনিকদের নৈরাজ্যবাদী রাজনৈতিক দর্শনের পাশে রাশিয়ার রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে মার্কসবাদীদের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা এবং শ্রমিক শ্রেণির অতুলনীয় লড়াই-আন্দোলন জনসাধারণকে, বিশেষভাবে তরুণ বুদ্ধিজীবীদেরকে, মার্কসবাদ সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। এর ফলশ্রুতিতে তরুণ বিপ্লবীরা দলে দলে R.S.D.L.P. সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট হলেও মার্কসবাদ এদের কাছে ছিল ফ্যাশানের মতো।

এই সময়ের বর্ণনায় বলশেভিক পার্টির ইতিহাসে বলা হয়েছে 'এর ফলশ্রুতিতে মার্কসিস্ট সংগঠনগুলোর মধ্যে তরুণ বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা দলে দলে ভীড় জমাতে শুরু করল। এদের তাত্ত্বিক উপলব্ধি ছিল দুর্বল এবং এরা রাজনৈতিক সংগঠনে ছিল অনভিজ্ঞ। মার্কসবাদ সম্পর্কে ভাসাভাসা ধারণা তাঁরা শিখেছিল সংবাদ মাধ্যমে ছেয়ে থাকা 'আইনি মার্কসবাদী'-দের লেখা থেকে এবং তার অনেকাংশই ছিল আবার অসত্য। আইনি মার্কসবাদীদের সুবিধাবাদী ধারার সংক্রমণের কারণে আদর্শগত বিভ্রান্তির প্রকোপ বৃদ্ধি, রাজনৈতিক দোদুল্যমানতা এবং সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা ইত্যাদির ফলশ্রুতিতে এই সমস্ত মার্কসিস্ট সংগঠনগুলোর তত্ত্বগত ও রাজনৈতিক মানের অধোগতি ঘটে।' (লেনিন ১৯০২ পৃ-৩৬৯)[৫]

একটি পার্টি গঠন করার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সার্কেলের সদস্যদের মধ্যে মত ও পথের বিভ্রান্তি। তখনো অর্থনীতিবাদীদের দুইটি পত্রিকা

৫ বর্তমানকালের কোন কোন মার্কসবাদী পার্টি তাদের সদস্যদের মধ্যে তত্ত্বগত মানের অবনমনের সপক্ষে অজুহাত হিসাবে আবার বলশেভিক ইতিহাসের এই অংশ পাঠ করে বলে বেড়ায় যে লেনিন নাকি মনে করতেন কমিউনিস্ট পার্টির যত সাংগঠনিক বিস্তৃতি ঘটবে তত পার্টির তত্ত্বগত মানের অবনমন অবধারিত। এই কথা মার্কসবাদ নয়, অদৃষ্টবাদ। মার্কসবাদ অনুযায়ী একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টির যত সাংগঠনিক বিস্তৃতি ঘটবে, তত বেশি পরিমাণে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে শ্রেণিচেতনা বিকাশ লাভ করবে। উন্নত তত্ত্বগত অর্জন ছাড়া শ্রেণিচেতনা বিকাশ লাভ করতে পারে না। কমিউনিস্ট সদস্যদের তত্ত্বগত মান যদি কোন কারণে নেমে যায়, তা ঘটবে অন্য কোন কারণে, তার সাথে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক বিস্তৃতি লাভের কোন সম্পর্ক কল্পনা করা অদৃষ্টবাদী বা ভাববাদী চিন্তা। রাশিয়ান বিপ্লবের এই সময় সত্যিকারের মার্কসীয় দলই গড়ে ওঠেনি। তত্ত্বগত মানের অধোগতির যে কথা এখানে লেনিন বলেছিলেন সেটা ছিল মার্কসবাদের নাম নিয়ে চলা অসংখ্য মেকি সংগঠনের প্রসঙ্গে।

The Workers, Cause (*Rabocheye Dyelo*) এবং *TheWorkers, Thought* (*Rabochaya Mysl*) খুবই সক্রিয়ভাবে পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে প্রচার করছিল। তাই, কীভাবে একটা ঐক্যবদ্ধ পার্টি গঠন করা যাবে তা নিয়ে মতাদর্শগত বিরোধ উপস্থিত হলো। অনেকের মত ছিল যে R.S.D.L.P.- এর দ্বিতীয় কংগ্রেস আহ্বান করা হোক যেখান থেকে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে পার্টি গঠন করা হোক। লেনিন এই মতকে সমর্থন করলেন না। তিনি জানালেন যে, কংগ্রেসের আগে পার্টির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্পর্কে পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন। পার্টিকে সততার সাথে খোলাখুলি জানাতে হবে যে দলের অভ্যন্তরে দুইটি ভিন্ন মত আছে এবং 'অর্থনীতিবাদী' মতের ভিন্নতা নির্দিষ্ট করতে হবে।

লেনিন বললেন—'এখনও রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে তত্ত্বগত ঐক্য গড়ে তোলা বাকি এবং আমাদের মতে, সেই উদ্দেশ্যে বার্নস্টাইন, বর্তমান সময়ের 'অর্থনীতিবাদী', এবং সমালোচকদের তোলা রণনীতি ও রণকৌশলগত মৌলিক প্রশ্নগুলোর খোলা মনে সামগ্রিক আলোচনা প্রয়োজন। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আগে, এবং যাতে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি, আমদের অবশ্যই সর্বাগ্রে দৃঢ় ও সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দিতে হবে। অন্যথায়, আমাদের ঐক্য হবে সম্পূর্ণভাবে মনগড়া, তা বিদ্যমান বিভ্রান্তিগুলোকে আড়াল করবে ও তাকে নির্মূল করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।' (লেনিন ১৯০০,পৃ-৩৫৪)

একমাত্র বিপ্লবী তত্ত্ব সুনির্দিষ্ট করার কাজটি সম্পন্ন করার পরই লেনিন পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ লেনিন জানালেন যে, 'বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া কোন বিপ্লবী আন্দোলন হতে পারে না। ...অগ্রণী ভূমিকা কেবল একটি দল দ্বারা পরিপূর্ণ হতে পারে যা সর্বাধিক উন্নত তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়।' (লেনিন ১৯০২ পৃ-৩৬৯-৭০)

তখনও পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রুপগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলছিল বলে লেনিন প্রথমে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে ইস্ক্রার *কোথা থেকে শুরু?* শিরোনামে এক প্রবন্ধে তাঁর মত ব্যক্ত করলেন। এই মতই পরবর্তীকালে তিনি বিস্তৃত করেন তাঁর 'কি করতে হবে' বইতে। নভেম্বর বিপ্লবের ইতিহাসে তো বটেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ তত্ত্ব হিসাবে এই বইটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই বইতে (১) মার্কসীয় চিন্তার বিকাশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সুবিধাবাদের আদর্শগত ভিত্তিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল; (২) শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনকে বিপ্লবী আন্দোলনে রূপান্তরিত করা ও পরিচালনা করার জন্য সচেতনতা (consciousness), তত্ত্ব ও দলের অসামান্য গুরুত্বের দিকটি উন্মোচিত করা হয়েছিল; (৩) একটি মার্কসবাদী পার্টির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়েছিল। যে থিসিস এই বইতে লেনিন ব্যক্ত

করেছিলেন তাই ইতিহাসে বলশেভিকবাদের রূপ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। লেনিন এই বইতেই ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিলেন যে, শ্রমিক শ্রেণির সচেতনতা যথার্থ শ্রেণি চেতনা হতে পারে না যদি না 'জীবনের সমস্ত দিককে ব্যপ্ত করে বস্তুবাদী বিশ্লেষণ ও বিচার ব্যবহারিক কাজে প্রয়োগ করতে শেখে' (unless they learn to apply in practice the materialist analysis and the materialist estimate of all aspects of the life)। এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা থেকেই মার্কসবাদ শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক দর্শন নয়, হয়ে ওঠে সর্বাঙ্গিন জীবন-দর্শন।

দ্বিতীয় কংগ্রেস ১৯০৩
পার্টির অভ্যন্তরে বলশেভিক-মেনশেভিক বিতর্কের সূত্রপাত

একটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার জন্য যে সাংগঠনিক পরিকল্পনা লেনিনের ভাবনায় ছিল তার জন্য প্রাথমিক শর্তগুলো পূরণ করার আদর্শগত সংগ্রামে ইস্ক্রাকে হাতিয়ার করে বিজয় লাভ করার পর দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় জুলাই ১৯০৩ সালে। ব্রাসেলসে শুরু হলেও পুলিশের তাড়নায় সেখান থেকে অধিবেশন লন্ডনে সরিয়ে নিতে হয়। নভেম্বর বিপ্লব তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এই কংগ্রেস ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ একটি যথার্থ শ্রমিক শ্রেণির দলের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে বেশ কয়েকটি মৌলিক সিদ্ধান্ত এই কংগ্রেসে আলোচিত হয়। 'অর্থনীতিবাদীদের' মতাদর্শগত সংগ্রামে পরাস্ত করে ইস্ক্রা পথানুসারীরা মূলত এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করলেও 'অর্থনীতিবাদী' ভাবনার রেশ নিয়ে বেশ কিছু প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত ছিলেন। ইস্ক্রাপন্থিদের মধ্যেও লেনিনের মতের সাথে মার্তভের নেতৃত্বাধীন একটি গোষ্ঠীর বিরোধ ছিল। এ ছাড়া কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বুঁদের প্রতিনিধিদের মতামতের সাথেও লেনিনের নেতৃত্বাধীন ইস্ক্রাপন্থিদের বিরোধ ঘটে। সব মিলিয়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত কংগ্রেসকে দিয়ে সঠিক মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অনুমোদন করানোর কাজটি লেনিনের পক্ষে মোটেই সহজ ছিল না। কংগ্রেসে আলোচ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল পার্টি কর্মসূচি নির্ধারণ এবং একটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক রূপ কেমন হওয়া উচিত তা নিরূপণ করা। কর্মসূচি প্রসঙ্গে মূলত তিনটি বিষয়ে সুবিধাবাদীদের সাথে গুরুতর মতভেদ তৈরি হয়। এক) সুবিধাবাদীরা সর্বহারার একনায়কত্বকে কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধী ছিল; দুই) সুবিধাবাদীরা কৃষক শ্রেণির দাবিকে কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধী ছিল, যে কারণে কার্যত শ্রমিক শ্রেণির সাথে কৃষকদের শ্রেণিমৈত্রী গড়ে তোলার বিষয়টি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়; তিন) সুবিধাবাদীরা জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বিরোধী ছিল। এইসব প্রশ্নে গরিষ্ঠ অংশ লেনিনের মত

ও ব্যাখ্যাকে সমর্থন করায় শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী কর্মসূচি দ্বিতীয় কংগ্রেসে শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল, পার্টি শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়মাবলি তৈরি করা। এই বিষয়ে মার্তভদের সাথে গুরুতর বিরোধ দেখা দিল সদস্য হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে। একজন সদস্যের ন্যূনতম যোগ্যতা বিচারে প্লেখানভের সমর্থনে লেনিনের প্রস্তাব ছিল যে, যাঁরা পার্টির কর্মসূচি সঠিক বলে গ্রহণ করবে, অর্থ সাহায্য করবে এবং কোন না কোন পার্টি সংগঠনের কাজের সাথে যুক্ত থাকবে তাঁরাই পার্টির সদস্য হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু মার্তভ ও তাঁকে সমর্থনকারী এক্সেলরড, জাসুলিচ প্রমুখের প্রস্তাব ছিল যে, কোন সংগঠনের কাজের সাথে যুক্ত থাকতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন নেই। সদস্য হওয়ার যোগ্যতা বিষয়ে কংগ্রেসে মার্তভদের প্রস্তাবের কাছে লেনিনের প্রস্তাব পরাস্ত হয়। লেনিন একটি যথার্থ মার্কসবাদী পার্টির সংগঠনের রূপরেখা বিস্তৃত করেন কংগ্রেসের পরে ১৯০৪ সালে তাঁর '*One Step Forward Two Steps Back*' বইতে।

নভেম্বর বিপ্লবের ইতিহাসে এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনে মার্কসীয় মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারধারার নির্দিষ্ট রূপদানের পরিপ্রেক্ষিতে লেনিনের চারটি বই খুবই উল্লেখযোগ্য। (ক) বলশেভিক মতবাদের আদর্শগত ভিত্তি নির্দিষ্ট করার জন্য *What is to be done* (Feb 1902); (খ) সংগঠন সম্পর্কে লেনিনীয় নীতিগুলো সুস্পষ্ট আকারে ব্যক্ত করতে *One Step Forward Two Steps Back* (May 1904); (গ) বলশেভিক দলের রাজনৈতিক রণকৌশল সংক্রান্ত তত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য *Two Tactics of Social-Democracy in the Democratic Revolution* (July 1905); (ঘ) প্রত্যক্ষবাদী দর্শনে প্রভাবিত মার্কসবাদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে *Materialism and Empirio-Criticism* (March 1909)। এই *One Step Forward Two Steps Back* বইতে লেনিন বলেন যে, একটি সত্যিকারের শ্রমিক শ্রেণির দলকে হতে হবে শ্রেণি সচেতন, মার্কসীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ, স্বেচ্ছায় পার্টির নিয়ম মেনে চলা একদল পেশাদার বিপ্লবীর অত্যন্ত সুশৃঙ্খল একটি বিশেষ অগ্রণী বাহিনী (vanguard detachment)-যাদের সমাজ জীবন সম্পর্কে জ্ঞান আছে, শ্রেণি সংগ্রামের নিয়মগুলো জানা আছে এবং সেই কারণে তাঁরা শ্রমিক শ্রেণিকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে লেনিন জানতেন যে, বিপ্লবী আন্দোলনকে যদি শুধুমাত্র জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জনগণের অংশগ্রহণ যেমন প্রয়োজন আবার বিপ্লব সফল করার জন্য জনগণ বা শ্রমিক শ্রেণিকে নেতৃত্বদানকারী সুশৃঙ্খল পর্টির প্রয়োজন বলে

লেনিন সেই শৃঙ্খলার ধারণাকে সুনির্দিষ্ট করেন। লেনিনের মতানুসারে পার্টি অবশ্যই সংগঠিত হবে কেন্দ্রিকতার নীতি মেনে, নির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে যা সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। পার্টি কংগ্রেস হবে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক এবং দুই কংগ্রেসের মধ্যবর্তীকালে কেন্দ্রীয় কমিটি সর্বোচ্চ নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করবে। সমস্ত গণসংগঠন কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। সংখ্যাগুরুর মতামতের ভিত্তিতে পার্টিকে পরিচালিত হতে হবে এবং উচ্চতর বডির (body) সিদ্ধান্ত নিম্নতর বডি মেনে চলবে। লেনিনের মত ছিল, এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে পার্টি আর শ্রমিক শ্রেণির পার্টি হয়ে উঠবে না এবং বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারবে না।

মার্তভের নেতৃত্বে একদল লেনিনের এই নীতির বিরোধিতা করে যুক্তি করতে লাগল যে, পার্টি সম্পর্কে লেনিনের এই ধারণা 'নিয়মতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক'। সংখ্যালঘুকে সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্তকে মেনে চলার নীতিকে তাঁরা বললেন যে, দলের সদস্যের মতামতকে যান্ত্রিকভাবে দমিয়ে রাখার শামিল। দলের নিয়ম-শৃঙ্খলা সকলের মেনে চলার বাধ্যবাধকতাকে তাঁরা বললেন 'দাসত্ব'-কে স্বীকার করে নেওয়া। মার্তভের নেতৃত্বাধীন অংশ দলের কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে দাবি করেছিলেন স্বাধীকার (autonomism)।

এই কংগ্রেসেই দলের কর্মসূচি নির্ধারণ, সংগঠনের রূপরেখা, কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা এবং দলীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচন ইত্যাদি প্রতিটি প্রশ্নে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে পার্টি দুইটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। নভেম্বর বিপ্লবের ইতিহাসে এরপর থেকে লেনিনের নেতৃত্বাধীন অংশ পরিচিতি লাভ করে 'বলশেভিক' (রুশ ভাষায় Bolshinstvo অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ) নামে এবং লেনিনের বিরোধীরা পরিচিতি লাভ করে 'মেনশেভিক' (রুশ ভাষায় Menshinstvo অর্থ সংখ্যালঘিষ্ঠ) নামে। এই কংগ্রেস রাশিয়ায় বিদ্যমান বিভিন্ন মার্কসবাদী গ্রুপগুলোকে একত্রিত করে একটি পার্টি দাঁড় করাতে সক্ষম হয়, যদিও 'অর্থনীতিবাদীদের' প্রভাব থেকে পার্টিকে বিযুক্ত করতে সক্ষম হলেও সুবিধাবাদের নতুন এক ধারা আত্মপ্রকাশ করে এই কংগ্রেস থেকেই। এরপর থেকেই নভেম্বর বিপ্লবের ইতিহাসে সুবিধাবাদ নানা সংকট সৃষ্টি করে চলে, যার বিরুদ্ধে লেনিনকে সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হয় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

পার্টির অভ্যন্তরে বলশেভিক-মেনশেভিক অব্যাহত বিতর্ক

কংগ্রেসের পরেই মেনশেভিক মতবাদের সাথে লড়াই তীব্র হয়ে ওঠে। মেনশেভিকরা প্রথমে দাবি করতে থাকে যে দলের মুখপত্র *ইস্ক্রা*-র সম্পাদকমণ্ডলী এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে তাদের মতাবলম্বী যাঁরা কংগ্রেসে নির্বাচিত হতে পারেননি, সেই সব

প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সেই দাবি মেনে নিলে কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তের আর কোন গুরুত্ব থাকে না এবং পার্টি কংগ্রেসের কর্তৃত্বকে (authority) অস্বীকার করা হয়। স্বাভাবিক কারণেই তাদের দাবিকে নাকচ করে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় মেনশেভিকরা মৌলিক মতাদর্শগত বিরোধের নাম করে প্রথমে নেতৃত্বের অগোচরে (secretly from the Party, created their own anti-Party factional organization) দলের অভ্যন্তরেই গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্রমূলক পার্টি বিরোধী উপদল সৃষ্টি করে। তাদের এই প্রয়াস কার্যত দলের সংগঠনের কাঠামোকেই ছত্রখান করে দেওয়ার সমতুল্য। তাদের এই পদ্ধতিকে লেনিন উল্লেখ করেছেন 'to disorganize the whole Party work, damage the cause, and hamper all and everything.'

বলশেভিক পার্টির ইতিহাসে এই পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে : 'তাঁরা নিজেদেরকে Foreign League of Russian Social-Democrats দলের মধ্যে সঁপে দেয়, যাদের দশ ভাগের নয় ভাগই ছিল রাশিয়ার অভ্যন্তরে দলের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বিদেশে থাকা বুদ্ধিজীবী এবং সেই অবস্থান থেকে তাঁরা পার্টি, লেনিন ও লেনিনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে তোপ দাগাতে থাকে।' (সি-পি-এস-ইউ, ১৯৩৯, পৃ-৪৪)

দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্লেখানভ লেনিনের পক্ষ অবলম্বন করলেও কংগ্রেসের পরেই সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াইয়ের পরিবর্তে তিনি প্রথমে দুই মতের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করতে থাকেন। বলশেভিকদের পক্ষে সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে কোন আপোষে কমরেড লেনিন সম্মত না থাকায়, প্লেখানভ মেনশেভিকদের পক্ষ সমর্থন করে কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত নেতাদের ইস্ক্রার সম্পাদকমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিকে সমর্থন করেন। লেনিন ইস্ক্রার সম্পাদকমণ্ডলী থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। সেই সময় থেকে ইস্ক্রা মূলত মেনশেভিকদের মুখপত্রে পরিণত হয় এবং প্লেখানভ সেই সুবিধাবাদীদের নেতায় পরিণত হন। এই ঘটনা প্রসঙ্গে প্লেখানভ সম্পর্কে বলশেভিক পার্টির ইতিহাসে বলা হয়েছে যে এই পরিণতি ছিল অবশ্যম্ভাবী, কারণ সুবিধাবাদের সঙ্গে যেই আপোষ করার চেষ্টা করবে, শেষ পর্যন্ত সে নিজেই সুবিধাবাদীতে পরিণত হতে বাধ্য (whoever insists on a conciliatory attitude towards opportunists is bound to sink to opportunism himself)। প্লেখানভের মতো একজন মানুষের এমন পরিণতি সত্যি দুর্ভাগ্যজনক, কারণ তিনি রাশিয়ায় মার্কসবাদের গোড়াপত্তনে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। কিন্তু সুবিধাবাদের সাথে আপোষের মনোভাবের কারণে তাঁর এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থানে যাওয়া ছিল সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

মেনশেভিকদের দখলে যাওয়া দলের মুখপত্র 'ইস্ক্রা' তাই নতুন করে নানা সুবিধাবাদী দাবির সমর্থনে প্রচার চালাতে শুরু করল। তাদের মতের সমর্থনে প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকল, বিবৃতি ছাপতে থাকল। তাঁরা প্রচার করতে থাকল শ্রমিক শ্রেণির পার্টি একটি সংগঠিত একক সত্ত্বা (organized whole) হওয়ার প্রয়োজন নাই। স্বাধীন গ্রুপ বা ব্যক্তিও দলের সদস্য হতে পারবে। দলের কোন সংগঠনের সিদ্ধান্ত মেনে চলার বাধ্যবাধকতা থাকবে না কিন্তু দলের প্রতি সহানুভূতিশীল যে কোন বুদ্ধিজীবী, কোন ধর্মঘটে বা এমন কি শুধুমাত্র বিক্ষোভে অংশ নেয় এমন ব্যক্তিকেও দলের সদস্য করা যাবে। এইভাবে দলের অভ্যন্তরে শ্রমিক শ্রেণির দলের যথার্থ সাংগঠনিক রূপ কেমন হওয়া উচিত, একটি বিপ্লবী শ্রেণির দলের সদস্যের ন্যূনতম দায়, দায়িত্ব, কর্তব্য এবং মান কেমন হওয়া উচিত সেই সব প্রশ্নে বিতর্ক উপস্থিত হলো। লেনিন পরিস্কার করে বললেন 'আমাদের দল একটি শ্রেণি-দল'।

তিনি বললেন—'যখন আমি বলি পার্টি হলো কতকগুলো সংগঠনের যোগফল (শুধু পাটি গণিতের যোগফল না, জটিল কিছু) ...তার দ্বারা আমি নির্দিষ্টভাবে এবং পরিষ্কার করে বোঝাতে চাই যে পার্টি শুধুমাত্র সেই সমস্ত ব্যক্তিদের দলে স্থান দেবে যাঁরা অন্তত কোন সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।' (লেনিন ১৯০৪, পৃ-২৫৫-৫৬)

এই বিতর্কে অংশ নিয়ে জে. ভি. স্তালিন জানুয়ারি ১৯০৫ সালে লেনিনীয় নীতিকে সুস্পষ্ট করে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

তিনি সেখানে ব্যাখ্যা করে বলেন—'খামোখা আমাদের পার্টিকে কয়েকজন ব্যক্তির সমষ্টি না বলে নেতাদের সংগঠন বলা হয় না। আমাদের দল যদি নেতাদের সংগঠন হয় তাহলে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে শুধুমাত্র তাঁরাই এই দলের বা সংগঠনের সদস্য হিসাবে গণ্য হতে পারেন যাঁরা এই সংগঠনের মধ্যে কাজ করেন এবং তার দ্বারা নিজের ইচ্ছাকে পার্টির ইচ্ছার সাথে বিলীন (merge) করে দেওয়া তাদের কর্তব্য মনে করেন এবং পার্টির সঙ্গে একযোগে কাজ করেন। ... শুধুমাত্র যখন আমরা পার্টির কোন না কোন সংগঠনে যোগদান করি এবং তার দ্বারা আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে দলের স্বার্থের সাথে বিলীন (merge) করে দেই, তখনই আমরা দলের সদস্য হতে পারি এবং ফলস্বরূপ, সর্বহারা বাহিনীর প্রকৃত নেতা হয়ে উঠতে পারি। ...আমরা আরও বলি যে, আমাদের কর্মসূচি রূপায়ন করার জন্য যতটুকু লড়াই আমরা করি না কেন, ঐক্য ছাড়া লড়াই করা অসম্ভব, প্রতিটি সম্ভাব্য পার্টি সদস্যের কোন না কোন পার্টি সংগঠনে যোগদান করতে হবে, পার্টির সাথে অভিন্ন হয়ে নিজের ইচ্ছাকে পার্টির ইচ্ছার সঙ্গে বিলীন (merge) করে দিতে হবে।' (স্তালিন ১৯০৫, পৃ ৬৭-৭১)

ব্যক্তি স্বার্থকে দলের স্বার্থের সাথে বিলীন করে দেওয়ার ধারণা তাই কমিউনিস্ট আন্দোলনে নতুন নয়, নভেম্বর বিপ্লবের প্রস্তুতিকালে দল গড়ে তোলার সংগ্রামের যে ইতিহাস, তারই অন্যতম শিক্ষা।

লেনিন বলেছিলেন, 'লড়াইয়ে সর্বহারাদের কাছে সংগঠন ছাড়া অন্য কোন হাতিয়ার নেই। সর্বহারারা একমাত্র তখনই অপরাজেয় শক্তি হয়ে উঠতে পারে এবং অবশ্যই হয়ে উঠবে, যখন মার্কসীয় নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আদর্শগত ঐক্যকে বাস্তব সাংগঠনিক ঐক্যের দ্বারা সংহত করে লক্ষ লক্ষ সাধারণ শ্রমিককে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করে শ্রমিক শ্রেণি একটা বাহিনীতে পরিণত হবে।' কিন্তু সাংগঠনিকভাবে পার্টির পক্ষে এই অবশ্য করণীয় কাজটি সম্ভব হচ্ছিল না মেনশেভিকদের পার্টি ও পার্টি সংগঠন সম্পর্কে অমার্কসীয় ধারণার জন্য, কারণ ইতিমধ্যে 'ইস্ক্রার' সম্পাদকমণ্ডলী দখল করার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় কমিটিতেও তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায়, মেনশেভিক মতবাদকে পরাস্ত করে দলকে সংহত করার জন্য লেনিন সুইজারল্যান্ডে বলশেভিক অনুগামীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন এবং সেই কনফারেন্সে তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বান করার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সেই সময় এই প্রস্তাবই (To The Party) বলশেভিকদের কাছে হয়ে ওঠে তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বান করার সংগ্রামের কর্মসূচি। ইস্ক্রা পরিচালনার কর্তৃত্ব হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে ১৯০৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে লেনিন বলশেভিক মুখপত্র ভপ্রয়েড (*Vperyod*) প্রকাশ শুরু করেন। এরপর থেকেই রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির অভ্যন্তরে দুইটি সমান্তরাল গোষ্ঠীর মতবাদিক ও আদর্শিক সংগ্রাম শুরু হয়।

রুশ-জাপান যুদ্ধ : বলশেভিক- মেনশেভিক বিরোধ এবং তৃতীয় কংগ্রেস

চীন এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্রকরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যে তীব্র লড়াই শুরু হয়। এই অঞ্চলে জার্মান, জাপান, ফরাসি এবং ব্রিটিশ বাহিনীর পারস্পরিক লড়াইয়ের মাঝে রাশিয়াও আধিপত্য বিস্তারের অভিযানে নেমে পড়ে। জারের রাশিয়া চীনের কাছ থেকে পোর্ট আর্থার ছিনিয়ে নেয় এবং চীনের অভ্যন্তরে রেল লাইন পাতার অধিকার আদায় করে। উত্তর মাঞ্চুরিয়া রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর পদানত হয় এবং জার কোরিয়ায় আধিপত্য বিস্তারে অগ্রসর হতে থাকে। রাশিয়ার মতো সাম্রাজ্যবাদী জাপানও যেহেতু মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়া দখলের জন্য সচেষ্ট হয়, সেহেতু এই দুই শক্তির মধ্যে যুদ্ধ অবশম্ভাবী হয়ে ওঠে। যুদ্ধ ঘোষণা না করেই জাপান পোর্ট আর্থার দখলের জন্য জারের বাহিনীর উপর আক্রমণ শুরু করে এবং রুশ-জাপান যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। জারের ধারণা ছিল যে এই যুদ্ধ দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লবী পরিস্থিতি মোকাবিলায়

সাহায্য করবে। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে জাপানের হাতে একটার পর একটা পরাজয়ে পরিস্থিতি ভিন্ন খাতে বইতে থাকল এবং দেশের অভ্যন্তরে জারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল। জার সম্রাট জাপানের সঙ্গে অপমানজনক শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হয় এবং জাপান পোর্ট আর্থার ও কোরিয়া দখল করে নেয়।

এই সময়েই পার্টির অভ্যন্তরে রুশ-জাপান যুদ্ধ সম্পর্কে কী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হবে তাই নিয়ে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে চূড়ান্ত মতভেদ দেখা দেয়। ট্রটস্কিসহ মেনশেভিকরা আওয়াজ তোলে 'পিতৃভূমি' রক্ষা করতে হবে, অন্যদিকে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা বলেন যে, যুদ্ধের কারণে জারতন্ত্র দুর্বল হলে তা বিপ্লবী শক্তির জন্য সুবিধাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। লেনিন লেখেন 'পোর্ট-আর্থারের পতনের অর্থ স্বৈরতন্ত্রের পতনের সূচনা'। ১৯০০-১৯০৩ সাল পর্যন্ত দেশের অর্থনীতিতে বিরাজমান দীর্ঘকালীন সংকটের কারণে জনসাধারণের জীবনযাপনে এমনিতেই দুর্গতির শেষ ছিল না, তার সঙ্গে এই যুদ্ধ জনজীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। শ্রমিক-কৃষকসহ সকলেই তখন জারের শাসনের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। ১৯০৪ সালের ডিসেম্বরে বাকুতে তেল-শ্রমিকরা বলশেভিকদের নেতৃত্বে ধর্মঘট সংগঠিত করে এবং মালিকরা শ্রমিকদের সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হয়। বাকুর এই ধর্মঘট ছিল ঐতিহাসিক এবং এই ধর্মঘটের সফলতা রাশিয়ার সমস্ত অঞ্চলের শ্রমিকদের উজ্জীবিত করে তোলে। এই ঘটনার কয়েকদিন বাদেই ৪ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করার প্রতিবাদে সেন্ট পিটার্সবুর্গের সর্ববৃহৎ কারখানা পুটিলভে শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয়। অন্যান্য কলকারখানার শ্রমিকরাও এই ধর্মঘটে সামিল হতে থাকে এবং ধর্মঘট ক্রমশই সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত হয়।

সেন্ট পিটার্সবুর্গ ধর্মঘটের আগেই ১৯০৪ সালে জারের অনুচরেরা একজন পাদরি গাপনের সাহায্যে শ্রমিকদের একটি দালাল ইউনিয়ন দাঁড় করিয়েছিল–the Assembly of Russian FactoryWorkers। সেন্ট পিটার্সবুর্গে ধর্মঘট যখন সর্বাত্মক হয়ে উঠেছে, তখনই ধর্মঘট ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাদরি একটি চক্রান্তমূলক পরিকল্পনা পেশ করে। তাঁরা পরিকল্পনা করে যে, জানুয়ারির ৯ তারিখে (১৯০৫) শ্রমিকরা চার্চের ব্যানার সহযোগে জারের ছবি বুকে নিয়ে শীতকালীন প্রাসাদের সম্মুখে সমবেত হবে এবং দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি জারের কাছে পেশ করবে। বলশেভিকরা জানত আবেদন নিবেদনে কিছু হবে না। স্বৈরাচারী জার জনগণের দাবি মেনে নেবে না তো বটেই এমন কি এই সমাবেশের উপর গুলিও চালাতে পারে। কিন্তু বলশেভিকরা গরিষ্ঠ অংশের শ্রমিকদের এই কথা বুঝিয়ে স্বপক্ষে আনতে ব্যর্থ হয়। সেই দালাল ইউনিয়ন একটি আবেদনপত্রের খসড়া বয়ান তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিকসভা করতে থাকে। এই সমস্ত সভায় বলশেভিকরা অংশ নিতে

থাকে এবং নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে নানা সংশোধনী যুক্তি সহকারে পেশ করতে থাকে। বলশেভিক শ্রমিকরা তাদের সুস্পষ্ট দাবির স্বপক্ষে সাধারণ ধর্মঘটি শ্রমিকদের সমর্থন আদায় করে আবেদনপত্রে বেশ কিছু রাজনৈতিক দাবি অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হয়। যেমন সংবাদপত্র প্রকাশের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের অধিকার, রাশিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য গণপরিষদ গঠন, সমানাধিকারের আইনি বিধান, রাষ্ট্র পরিচালনায় চার্চের ভূমিকাকে দূর করা, যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘোষণা, ৮ ঘণ্টার শ্রমের দাবি স্বীকার করা, কৃষকের হাতে জমির অধিকার দেওয়া ইত্যাদি।

৯ জানুয়ারি খুব সকাল থেকেই নিরস্ত্র শ্রমিকরা তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ ধর্মীয় ভজন গাইতে গাইতে শান্তিপূর্ণভাবে শীতকালীন প্রাসাদের সামনে জড়ো হতে থাকে। কিন্তু, জার নিকোলাসের নির্দেশে শ্বেতপ্রাসাদে মজুত বাহিনী শ্রমিকদের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ শুরু করে। এই বর্বরোচিত আক্রমণে সহস্রাধিক শ্রমিক নিহত হয়। আহত হয় কয়েক হাজার। বলশেভিকরা পরিণামের কথা জানত, সমাবেশের কর্মসূচির সাথে তাদের সহমত ছিল না, তবু সাধারণ শ্রমিকদের সাথে থাকার জন্যই এই সমাবেশে বলশেভিক শ্রমিকরাও অংশ নিয়েছিল। অসংখ্য বলশেভিক শ্রমিকও নিহত হয়, গ্রেপ্তার করা হয় অসংখ্য বলশেভিককে। সেন্ট পিটার্সবুর্গের রাস্তা শ্রমিকের রক্তে ভেসে যায়। সেইদিন ছিল রবিবার। ইতিহাসে 'রক্তাক্ত কালো রবিবার' বলে এই দিনটি চিরকালের জন্য চিহ্নিত হয়ে থাকবে। শ্রমিকরা জীবন দিয়ে, বুকের রক্তের বিনিময়ে শিক্ষা অর্জন করে যে, আবেদন-নিবেদনে কোন কাজ হবে না, লড়াই-সংগ্রাম ছাড়া তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে না। জারের এই নৃশংস হত্যার কাহিনি দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সন্ধ্যার মধ্যেই সমস্ত শ্রমিক মহল্লায় ব্যারিকেড তৈরি হয়ে যায়। দেশের সর্বত্র শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে আসে। শ্লোগান ওঠে 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক'। শ্রমিকরা চিৎকার করে বলতে থাকে 'জার আমাদের যা দিয়েছে, এবার আমরা জারকে তাই ফেরত দেবো।' শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন এক নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়, রাশিয়ার প্রথম বিপ্লব (১৯০৫) শুরু হয়ে যায়।

৯ জানুয়ারির ঘটনার পর শ্রমিক আন্দোলন আরও বেশি তীব্র হয়ে ওঠে এবং অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার আন্দোলনের পরিবর্তে তা সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। জারের বাহিনীর বিরুদ্ধে কোন কোন শ্রমিক মহল্লায় সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে ওঠে, বিশেষত মস্কো, ওয়ারশ, রিগা, সেন্ট পিটার্সবুর্গ, বাকু ইত্যাদি বড় বড় শহরে যেখানে শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল বেশি। ধাতু শিল্পের শ্রমিকরা লড়াইয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সর্বহারা শ্রেণির আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিতে থাকে। ধর্মঘটে শ্রমিক

শ্রেণির অগ্রণী বাহিনী অপেক্ষাকৃত অসচেতন অংশকে উদ্বেলিত করে তোলে এবং সামগ্রিকভাবে শ্রমিকদের শ্রেণি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

এই বিপ্লবী পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণিকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল দৃঢ়বদ্ধ পার্টি এবং উপযুক্ত রণকৌশল। অনেকগুলো বিষয়ে মার্কসীয় রণকৌশল স্থির করা অত্যন্ত জরুরি ছিল—সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তোলার কৌশল, প্রভিশনাল বিপ্লবী সরকার গঠন প্রসঙ্গ, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সরকারে অংশগ্রহণের প্রশ্ন, কৃষক শ্রেণি ও উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়। কিন্তু, মেনশেভিকদের একদিকে দোদুল্যমানতা, সুবিধাবাদ ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, অন্যদিকে দলে বিভাজন আনার অপপ্রয়াসের কারণে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টির রণকৌশল স্থির করে ঐক্যবদ্ধভাবে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ার কাজ অসম্ভব হয়ে ওঠে। ঐক্যবদ্ধ পার্টি ছাড়া সাধারণভাবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য বিপ্লবী রণকৌশল নিয়ে চলা সম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় সমস্যার সমাধানে একমাত্র পথ ছিল কংগ্রেস আহ্বান করে পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পার্টিকে পরিচালিত করা। বলশেভিকরা ১৯০৪ সালের আগস্ট মাসে জেনেভাতে কনফারেন্স করে পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল এবং সেই অনুযায়ী তখন থেকেই পার্টির অভ্যন্তরে সেই দাবি করে আসছিল। কিন্তু কংগ্রেস আহ্বান করার প্রস্তাবে মেনশেভিকদের কোন উৎসাহ ছিল না। সেই কারণে বলশেভিকরা নিজেরাই পার্টি কংগ্রেস করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। বলশেভিক পার্টির ইতিহাসে লেখা হয়েছে 'পার্টি অনুমোদন করে এবং সকল সদস্যের কাছে বাধ্যতামূলক এমন কোন রণকৌশল ছাড়া পার্টিকে আর চলতে দেওয়া অপরাধ বিবেচনা করে বলশেভিকরা তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বান করার উদ্যোগ নিজেদের হাতে তুলে নেয়।' তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বান করে বলশেভিক ও মেনশেভিক সমস্ত সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও মেনশেভিকরা পার্টি কংগ্রেসে অংশগ্রহণ না করে নিজেরা স্বতন্ত্র সম্মেলন করবে ঠিক করে। বলশেভিকরা লন্ডনে ১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে তৃতীয় কংগ্রেসে মিলিত হয়।

তৃতীয় কংগ্রেসে অনেকগুলো রণকৌশলগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কংগ্রেস স্থির করে যে যদিও চলমান বিপ্লবের চরিত্র বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, যদিও পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে এই বিপ্লবকে একটি নির্দিষ্ট সীমার বেশি নিয়ে যাওয়া যাবে না, তবুও সর্বহারা শ্রেণি প্রাথমিকভাবে এই বিপ্লবকে সমাপ্ত করতে চায়। কারণ, সর্বহারা শ্রেণি নিজেকে সংগঠিত করতে, রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে বেড়ে উঠতে, খেটে-খাওয়া সাধারণ জনতাকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সঞ্চয় করতে এবং বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপ্ত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে এই বিপ্লবের

বিজয় সহায়ক হবে বলে মনে করে। বলশেভিকরা স্থির করে যে, সর্বহারা শ্রেণি এই বিপ্লবে মিত্র হিসাবে একমাত্র কৃষক শ্রেণির পূর্ণ সমর্থন পেতে পারে। উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা এই বিপ্লবের পূর্ণ বিজয় চায় না, কারণ শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির উপর আধিপত্য বজায় রাখতে জারের স্বৈরশাসনের সাহায্য তাদের প্রয়োজন আছে। সেই কারণেই জারের ক্ষমতা কিছু হ্রাস করে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র বজায় রাখাই তাদের কাম্য। একমাত্র সর্বহারা শ্রেণি এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারলে বিপ্লবকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

অপরদিকে মেনশেভিকরা কংগ্রেসে যোগদান না করে যে সম্মেলন করে সেখানে সিদ্ধান্ত করে যে, যেহেতু বিপ্লবের চরিত্র বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, সেহেতু উদারনৈতিক বুর্জোয়ারাই কেবলমাত্র এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারে। সর্বহারা শ্রেণি কখনোই কৃষক শ্রেণির ঘনিষ্ঠ মিত্র হতে পারে না, উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সাথেই শ্রমিক শ্রেণির সখ্যতা হতে পারে। এমন কিছু করা উচিৎ নয় যাতে উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা ভীত হয়, কারণ সেক্ষেত্রে বিপ্লব ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিপ্লব পরবর্তী পর্যায়ে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা কোন অবস্থাতেই সরকারে অংশগ্রহণ করবে না, কারণ তেমন সম্ভাবনা থাকলে বুর্জোয়ারা ভীত হয়ে পড়বে। শ্রমিক শ্রেণি শুধুমাত্র নিজেদের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার জন্য লড়াই করবে, বুর্জোয়া বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়া শ্রমিক শ্রেণির কাজ না। পূর্বে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মতপার্থক্য ছিল সংগঠন সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে, এখন বলশেভিক এবং মেনশেভিকদের মধ্যে নতুন করে রণকৌশলগত প্রশ্নেও বিভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে মে-দিবস পালন উপলক্ষে বিভিন্ন শহরে শ্রমিকদের সাথে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষ বেধে গেল। ওয়ারশতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিলে গুলি চালালে কয়েকশ শ্রমিক হতাহত হলো। সোশাল ডেমোক্র্যাট পার্টি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিলো। গোটা মে মাস জুড়েই ধর্মঘট, বিক্ষোভ অব্যাহত থাকল। রাশিয়া জুড়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এই ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিল। জুনের ২২-২৪ তারিখ পর্যন্ত পোলিশ[৬] বৃহৎ শিল্পাঞ্চল লোজ (Lodz) শহরে শ্রমিকরা ব্যারিকেড করে জারের বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। সাধারণ ধর্মঘটের সাথে সশস্ত্র প্রতিরোধ। এই লড়াইকে লেনিন রাশিয়ায় প্রথম সশস্ত্র লড়াই বলে উল্লেখ করেছেন।

এই সময়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল ইভানোভো-ভোজনেজেনস্ক (Ivanovo-Voznesensk) শ্রমিকদের ধর্মঘট, যা চলেছিল প্রায় আড়াই মাস ধরে—মে মাসের শেষ থেকে আগস্টের শুরু পর্যন্ত। বলশেভিক উত্তরাঞ্চল কমিটির নেতৃত্বে এই ধর্মঘটে অসংখ্য নারী শ্রমিকও অংশ নেয়। ভলগা নদীর ধারে প্রতিদিন হাজার

৬ পোল্যান্ডের একটি অংশ এবং ফিনল্যান্ড তখন জার সাম্রাজ্যের অধীন রাশিয়ার অন্তর্গত ছিল।

হাজার শ্রমিক জড়ো হতো। তাঁরা নিজেদের প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করত। বলশেভিকরা এই শ্রমিক সভাগুলোতে বক্তব্য রাখত। শ্রমিক ধর্মঘটকে ভাঙা এবং শ্রমিক জমায়েতকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য জারের প্রশাসন সৈন্যবাহিনীকে গুলি চালনার আদেশ দিলে কয়েকশ শ্রমিক নিহত হয়, আহত হয় ততোধিক। শহরে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও শ্রমিকরা ধর্মঘট অব্যাহত রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল এবং কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করল। শ্রমিক এবং তাদের পরিবার অনাহারে থাকতেও রাজি, কিন্তু কোনভাবেই হার মানতে রাজি নয়। প্রায় আড়াই মাস লড়াই চালানোর পর শ্রান্ত, ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত শ্রমিকরা ধর্মঘট তুলে নিতে বাধ্য হয়।

বলশেভিক পার্টির ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই লড়াই শ্রমিকদের ইস্পাতে পরিণত করেছিল। ধৈর্য, সাহস, দৃঢ়তা ও শ্রেণি সংহতির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এই লড়াই শ্রমিকদের যথার্থ রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিল। ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে ইভানোভো-ভোজনেজেনস্ক শ্রমিকরা নিজেদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কাউন্সিল গঠন করেছিল, যা ছিল রাশিয়ায় প্রথম শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই শ্রমিকরা অর্জন করেছিল তাদের ইস্পাতদৃঢ় চরিত্র, শ্রমিক শ্রেণির নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং লড়াইয়ের অনন্য সাধারণ হাতিয়ার সোভিয়েত। মার্কস কোলনে কমিউনিস্টদের বিচার উপলক্ষে শ্রমিকদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যে, দীর্ঘ শ্রেণি সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শ্রমিকরা শুধুমাত্র সমাজে পরিবর্তন আনবে না, তাদের নিজেদেরও পরিবর্তন করবে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তুলবে (not only to bring about a change in society but also to change yourselves, and prepare yourselves for the exercise of political power')। এই পরিপ্রেক্ষিতেই এঙ্গেলসের জার্মান ইডিওলজিতে বলা একটা কথার অর্থ আমরা বুঝতে পারি, যাকে কেন্দ্র করে বিরোধী ভাববাদীরা কমিউনিস্টদের খুব সমালোচনা করত বা এখনো করে। তিনি বলেছিলেন 'কমিউনিস্টরা একদমই নীতিশিক্ষা দেয় না'। (মার্কস-এঙ্গেলস ১৯৩২, পৃ-২৪৭) এঙ্গেলসের মতে কমিউনিস্টরা মানুষের কাছে নৈতিকতা দাবি করে না—'তোমরা একজন অপরজনকে ভালোবাসবে', 'তোমরা আত্মম্ভরী হয়ো না' ইত্যাদি বলে না। কারণ তাঁরা খুব ভালোভাবেই জানে যে, যেমন : 'স্বার্থপরতা', তেমনি 'পরার্থপরতা' নির্দিষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতার রূপ।[৭] শ্রমিক

৭ 'The Communists do not preach morality at all. . . . They do not put to people the moral demand: love one another, do not be egoists, etc.; on the contrary, they are very well aware that egoism, just as much as selflessness, is under definite conditions a necessary form of the self-assertion of individuals.'

শ্রেণি তাঁর চরিত্র নীতিশিক্ষা পাঠের মধ্য দিয়ে অর্জন করে না, করে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। রাশিয়ায় ইভানোভো-ভোজনেজেনস্ক শ্রমিকদের অকুতোভয় লড়াই এবং সংগ্রাম মার্কস-এঙ্গেলসের সেই কথাকেই প্রমাণ করেছিল।

শহরে শ্রমিকদের এই লড়াই যেমন সমস্ত দেশকে উজ্জীবিত করেছিল, গ্রামের কৃষকদেরও আলোড়িত করেছিল। গ্রামেও কৃষক শ্রেণি বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল। তাঁরা জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করল। খামারবাড়ি আক্রমণ করল, গোলা দখল করে ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে শস্য বিতরণ করল, জমি দখল করল। জমির উপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি তুলল। ভয়ে জমিদার-জোতদাররা শহরে পালালো প্রাণ বাঁচাতে। জার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করল কৃষক বিদ্রোহ দমন করতে। গুলিতে নিহত হলো অসংখ্য কৃষক, নেতাদের গ্রেপ্তার করে অত্যাচার চালানো হলো। কিন্তু বিদ্রোহ দমন করা গেল না। কৃষক বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল রাশিয়ার মধ্যাঞ্চলে, ভলগা অঞ্চলে এবং জর্জিয়ায়। এই কৃষক বিদ্রোহকে কেন্দ্র করেই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সংগঠিত হতে থাকল। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সংগ্রামরত কৃষকদের উদ্দেশ্যে এক আবেদন প্রকাশ করে।

শহরে শ্রমিক আন্দোলন, গ্রামাঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ এবং একই সাথে জাপানের হাতে উপর্যুপরি পরাজয়ের ঘটনা প্রভাব ফেলল জারের সৈন্যবাহিনীর উপর। জারতন্ত্রের রক্ষাপ্রাচীর কেঁপে উঠল বিপ্লবের বজ্রধ্বনিতে। জুন মাসে কৃষ্ণসাগরে অবস্থানরত পটেমকিন যুদ্ধজাহাজের নৌ-সেনারা বিদ্রোহ করে জাহাজকে ওদেসা বন্দরে নিয়ে এসে বিপ্লবী পক্ষের পাশে দাঁড়াল। সৈন্যবাহিনীর এই বিদ্রোহকে লেনিন অসম্ভব গুরুত্ব দিলেন এবং বলশেভিকদের বললেন এই বিদ্রোহকে নেতৃত্ব দিয়ে বিদ্রোহী শ্রমিক-কৃষক এবং স্থানীয় বিপ্লবীদের সাথে সংযোগ গড়ে তুলতে। পটেমকিন যুদ্ধজাহাজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সম্রাট জার বেশ কিছু যুদ্ধজাহাজ পাঠালেন কিন্তু তাঁরা বিদ্রোহী সেনাদের বিরুদ্ধে গোলাবর্ষণ করতে অস্বীকার করল। কয়েকদিন ধরে পটেমকিন যুদ্ধজাহাজের মাস্তুলে বিপ্লবের লালঝান্ডা উড়তে থাকল। কিন্তু বিদ্রোহী সেনাদের মধ্যে শুধুমাত্র বলশেভিকরাই ছিল না, ছিল মেনশেভিক ও নৈরাজ্যবাদে বিশ্বাসীরাও যাদের সাথে বলশেভিকদের রণকৌশলগত প্রশ্নে মৌলিক বিভেদ ছিল। বিপ্লব সম্পর্কে তাদের দোদুল্যমান অবস্থানের কারণেই শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহকে রক্ষা করা গেল না, পটেমকিন বিদ্রোহ ব্যর্থ হলো। তবে রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাসে এই প্রথম সেনারা শ্রমিক-কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল যার গুরুত্ব ছিল সুদূরপ্রসারী।

উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা এবং গ্রামের জমিদাররা বিপ্লবী উত্থানে ভীত হয়ে পড়ল। বুর্জোয়ারা জারকে বিপ্লবের ভয় দেখিয়ে তাঁর সাথে মীমাংসায় আসার চেষ্টা

করতে শুরু করল। অন্যদিকে, জনগণের ক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য জারের কাছে কিছু কিছু সংস্কারের দরবার করতে থাকল। গ্রামের জমিদারদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উদারনৈতিকরা বললো 'কিছু জমি যদি কৃষকদের দিতে হয় তাও ভালো, মাথা বাঁচুক।' লেনিন শ্রমিক শ্রেণির রণকৌশল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন 'সর্বহারারা লড়াই করছে আর বুর্জোয়ারা ক্ষমতা চুরি করতে চাইছে।' শুধুমাত্র দমন-পীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে বিপ্লবী শক্তিকে শেষ করা যাবে না উপলব্ধি করে জার একদিকে চর নিযুক্ত করে জনগণকে উত্তেজিত করে ইহুদি, তাতার, আর্মেনিয়ান ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্ট করতে সচেষ্ট হলো। অন্যদিকে, জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান ডুমা আহ্বান করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করল, যদিও বুলিগিন কমিশন[৮] নির্দিষ্ট এই ডুমায়[৯] সর্বসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করার কোন সুযোগ ছিল না এবং ভূমিকা ছিল জার সরকারকে শুধুমাত্র উপদেশ দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বলশেভিকদের অভিমত ছিল যে বিপ্লবী শক্তিকে বিভ্রান্ত করার জন্য জারের প্রতিশ্রুত ডুমায় জনগণের কোন ক্ষমতাই থাকবে না, সেই কারণে তাঁরা ডুমা বয়কট করার পক্ষে ছিল। মেনশেভিকদের অভিমত ছিল যে ডুমায় অংশগ্রহণ না করা হবে জনগণের সাথে বিশ্বাসহীনতা এবং সেই কারণে তাঁরা ডুমায় অংশগ্রহণের পক্ষে ছিল।

সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভিতর রণকৌশলগত মতপার্থক্য এবং মেনশেভিকদের অভিমতের অ-মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে লেনিন এই সময়ে তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রণকৌশলগত প্রস্তাবের আলোকে লেখেন *Two Tactics of Social-Democracy in the Democratic Revolution* বইটি। বইটি লেখা হয় ব্যাটেলশিপ পটেমকিনের ব্যর্থ বিদ্রোহের আগেই, কিন্তু প্রকাশিত হয় জুলাই মাসে। বইটি যদিও মেনশেভিকদের রণকৌশলের অ-মার্কসীয় চরিত্রের সমালোচনা করে লেখা, তবে এই বইয়েই তিনি গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসীয় ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। রাশিয়া এবং তার বাইরে আন্তর্জাতিক স্তরেও এই সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তি ছিল, মার্কসবাদী ব্যাখ্যার নামে নানা জনের সুবিধাবাদী অবস্থান ছিল। কেন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবেও সর্বহারা শ্রেণি নেতৃত্ব দিতে পারে এবং অবশ্যই নেতৃত্ব দিতে সচেষ্ট হবে, সেই মার্কসীয় ব্যাখ্যা উপস্থিত করে তিনি বুর্জোয়া বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণির অংশগ্রহণ সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূর করেন। তিনি বলেন, 'সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত, চূড়ান্তভাবে বাধাহীন এবং সর্বাধিক

৮ জারের আদেশে ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গঠিত কমিশন। তাঁরা রাশিয়ান ডুমা গঠনের সুপারিশ করেছিল যেখানে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার ছিল জমিদারদের, বুর্জোয়াদের এবং স্বল্পসংখ্যক কৃষকের। ডুমার আইন প্রণয়নের কোন ক্ষমতা ছিল না, শুধুমাত্র উপদেশ দেওয়ার অধিকার ছিল। কোনভাবেই এই ডুমায় জনগণের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ ছিল না।

৯ বুলিগিন ডুমা নামে পরিচিত।

মাত্রায় দ্রুত (broadest, freest and most rapid) পুঁজিবাদের বিকাশে সর্বহারা শ্রেণি সন্দেহাতীতভাবে আগ্রহী। পুঁজিবাদের প্রশস্ত, বাধাহীন এবং দ্রুত বিকাশের পথে অন্তরায় পুরোনো ব্যবস্থার সমস্ত অবশেষ অপসারণ শ্রমিক শ্রেণির কাছে সন্দেহাতীতভাবে সুবিধাজনক। বুর্জোয়া বিপ্লব এমন একটি নির্দিষ্ট বিপ্লব যা কিনা অতীতের জিইয়ে থাকা সবকিছু, ভূমিদাসত্বের অবশেষ (শুধু স্বৈরতন্ত্র নয়, রাজতন্ত্র তার অন্তর্গত) নির্মমভাবে ঝেটিয়ে বিদায় করে এবং সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত, চূড়ান্তভাবে বাধাহীন এবং সর্বাধিক মাত্রায় দ্রুত পুঁজিবাদের বিকাশকে নিশ্চিত করে।'

'এই কারণে বুর্জোয়া বিপ্লব সর্বহারাদের কাছে সবচেয়ে বেশি মাত্রায় সুবিধাজনক। সর্বহারাদের স্বার্থেই বুর্জোয়া বিপ্লব একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। বুর্জোয়া বিপ্লব যত সম্পূর্ণ, দৃঢ় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, সমাজতন্ত্রের জন্য বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সর্বহারাদের সংগ্রাম ততোই সুনিশ্চিত হবে।' (লেনিন ১৯০৫, পৃ-৪৫২)

সমাজ অগ্রগতি এবং সর্বহারা বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিবাদের বিকাশের এই ভূমিকা নির্দিষ্ট করার পর তিনি লেখেন–

'মার্কসবাদ এই শিক্ষা দেয় যে, বুর্জোয়া বিপ্লবে সর্বহারাশ্রেণি নির্লিপ্ত থাকতে পারে না, এই সম্পর্কে উদাসীন হতে পারে না, বিপ্লবের নেতৃত্ব বুর্জোয়াদের অধিকার করতে দিতে পারে না, বরং বিপ্লবকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহের সাথে তাতে অংশগ্রহণ করবে, সর্বাত্মক দৃঢ়তার সাথে সর্বহারা শ্রেণি প্রকৃষ্ট গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করবে।' (লেনিন ১৯০৫, পৃ-৪৫৪)

চলমান রাশিয়ান বিপ্লবের সম্ভাব্য দুইটি পরিণতির কথা লেনিন উল্লেখ করলেন। (১) বিপ্লব জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে চূড়ান্তভাবে বিজয় অর্জন করবে, জারতন্ত্রকে ছুঁড়ে ফেলে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে, অথবা (২) যদি শক্তি সমাবেশে ঘাটতি থাকে, তবে জনগণের বলিদানের বিনিময়ে জার এবং বুর্জোয়াদের মধ্যে ক্ষমতার ভাগ-বাঁটোয়ারা, এক ধরণের খণ্ডিত সংবিধান অথবা, যা ঘটার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা, সংবিধানের নামে রঙ-তামাশার মধ্য দিয়ে বিপ্লব শেষ হবে। সর্বহারা শ্রেণি এরমধ্যে অপেক্ষাকৃত ভালো পরিণতি অর্থাৎ জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় চায়। কিন্তু সেই পরিণতি তখনই সম্ভব যদি সর্বহারা শ্রেণি বিপ্লবের নেতা ও অগ্রদূত হয়ে উঠতে সক্ষম হয়। তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে[১০] বলশেভিকরা সর্বহারা শ্রেণির 'কর্তব্য কি এবং কেন' সম্পর্কে নীতি সুনির্দিষ্ট করেছিল। সেটাই ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণির করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির লেনিনিয় ব্যাখ্যা। মার্কসীয় জ্ঞানভাণ্ডারে এই ব্যাখ্যা লেনিনের মৌলিক

১০ 'the proletariat, being, by virtue of its very position, the most advanced and the only consistently revolutionary class, is for that very reason called upon to play the leading part in the general democratic revolutionary movement in Russia'

সংযোজন। (সি-পি-এস-ইউ, ১৯৩৯, পৃ-৬৯) সেপ্টেম্বর মাস থেকেই ধর্মঘট সমস্ত রাশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। অক্টোবরে মস্কো-কাজান রেলওয়ে শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করলে দেশের অন্যান্য রেলওয়ে শ্রমিকরাও ধর্মঘটে যোগ দেয়। ডাক ও তার বিভাগ অচল হয়ে পড়ে। প্রতিটি শহরে শ্রমিকদের বড় বড় জমায়েত হতে থাকে। ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়তে থাকে এক কারখানা থেকে আর এক কারখানায়, এক শহর থেকে আর এক শহরে। আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়ায় সাধারণ কর্মচারিরা, ছাত্ররা আর বুদ্ধিজীবীরা। সরকার এবং প্রশাসন অচল হয়ে পড়ে। বলশেভিকদের সাধারণ ধর্মঘটের রাজনৈতিক শ্লোগানের প্রতি বিপুল সমর্থন সর্বহারার আন্দোলনের শক্তি ও ক্ষমতা প্রমাণ করে। এই অবস্থায় বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে ভীত হয়ে জার সরকার মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশের অধিকার এবং সকলের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ডুমার নির্বাচন করার আশ্বাস দিয়ে এক ইশতেহার প্রকাশ করে। সাধারণ মানুষ অবশ্য জারের আশ্বাসকে বিশ্বাস করেনি এবং জারের দুরভিসন্ধি বুঝতেও মানুষের অসুবিধা হয়নি। বরং সাধারণ মানুষ গান বেঁধেছে যা সকলের মুখে মুখে ফিরত :

জার ভয় পেয়েছে, বের করেছে ইস্তেহার
মৃতদের দিয়েছে স্বাধীনতা, জীবিতের জন্য গ্রেপ্তার।।

বলশেভিকরা জার সরকারের এই ফাঁদের কথা প্রচার করার সাথে সাথে শ্রমিকদের সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত করতে থাকলো। জারতন্ত্রকে উচ্ছেদ করাই তখন শ্রমিকদের মূল লক্ষ্য। বিপ্লবের এই ঝড়ো দিনগুলিতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত—যা ছিল শ্রমিক বিপ্লবের সৃজনশীলতার চূড়ান্ত প্রকাশ। পৃথিবীর ইতিহাসে যা এর আগে কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। শ্রমিক শ্রেণির ক্ষমতা অর্জনের শক্তিশালী হাতিয়ার। বিভিন্ন কল-কারখানা থেকে নির্বাচিত শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হতো সোভিয়েত। বলশেভিকরা মনে করত সোভিয়েত হলো শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী শক্তির ভ্রূণাবস্থা। মেনশেভিকরা সোভিয়েতকে শ্রমিক শ্রেণির সশস্ত্র অভ্যুত্থানের হাতিয়ার হিসেবে বা বিপ্লবী শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেনি। ২৬ অক্টোবর ১৯০৫ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই রাতেই সোভিয়েতের প্রথম অধিবেশন বসে। এর পরেই মস্কোতে গঠিত হয় শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত। সেন্ট পিটার্সবুর্গ যেহেতু জার সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ শিল্পাঞ্চল ছিল, সেই কারণে সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহরের সোভিয়েতের ১৯০৫ সালের বিপ্লবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা উচিৎ ছিল। কিন্তু এই সোভিয়েতের নেতৃত্বের গরিষ্ঠ অংশ মেনশেভিক মতবাদের অনুসারীদের হাতে থাকায় সেই ভূমিকা পালন

করতে পারেনি। যখন প্রয়োজন ছিল ধর্মঘটী ও বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করা শ্রমিকদের সাথে সেনাদের আরও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলে শ্রমিকদের সশস্ত্র করে তোলা, তাঁরা তখন দাবি করল সেনা প্রত্যাহারের যা কিনা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির বিপক্ষে কাজ করেছিল।

মস্কো সোভিয়েতের নেতৃত্ব যেহেতু বলশেভিকদের হাতে ছিল, সেখানে ঘটল ঠিক বিপরীত ঘটনা। মস্কোর নেতৃত্ব শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের পাশাপাশি সৈন্য প্রতিনিধি নিয়েও সোভিয়েত গঠন করল। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বড় বড় শহরে এবং প্রায় সমস্ত শ্রমিক মহল্লায় এইভাবে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গড়ে উঠতে শুরু করল। অনেক জায়গায় গঠিত হলো কৃষক প্রতিনিধিদের নিয়ে সোভিয়েত। নাবিকদের এবং সৈন্যদের সোভিয়েত গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও চলছিল এবং শ্রমিক, কৃষক সোভিয়েতের সাথে তাদের ঐক্যস্থাপনের প্রয়াস বলশেভিকরা করছিল। এই সমস্ত সোভিয়েতগুলোর ঢিলেঢালা সাংগঠনিক কাঠামো সত্ত্বেও রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত গঠনের প্রভাব হলো সুদূর প্রসারী। কোন আইনি ভিত্তি ছাড়াই অনেক জায়গাতেই এরাই হয়ে উঠল সরকারি প্রশাসনিক শক্তি (governmental power)। সোভিয়েত ঘোষণা করল সংবাদপত্রের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার এবং শ্রমিকদের আট ঘণ্টার কাজের সময় নির্দিষ্ট করল। এমনকি কোন কোন জায়গায় সোভিয়েত সরকারি রাজস্ব বাজেয়াপ্ত করে বিপ্লবের প্রয়োজনে কাজে লাগাল। বিপ্লবী শক্তি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মুখে এসে দাঁড়াল। বলশেভিকরা জার এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে লড়াইয়ের আহ্বান জানাল। নভেম্বরের ৮ তারিখে লেনিন রাশিয়ার অভ্যন্তরে এসে পৌঁছালেন এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য পার্টিকে প্রস্তুত করার কাজ শুরু করলেন। বিপ্লবের দিক নির্দেশনা হিসাবে লেনিনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে *New Life* পত্রিকায়। ১০ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বরের (বন্ধ হয়ে যাওয়ার দিন) মধ্যে লেনিনের ১৪টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরিস্থিত পর্যালোচনা ও রণকৌশল নির্ধারণের জন্য ডিসেম্বরে ফিনল্যান্ডের টামারফর্সে লেনিন বলশেভিক সম্মেলন আহ্বান করলেন। এই সম্মেলনে পার্টির ঐক্য গড়ে তোলা প্রয়োজন বলে প্রস্তাব নেওয়া হয় এবং ডুমা বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সম্মেলন চলাকালীন সময়েই মস্কোতে অভ্যুত্থান শুরু হয়ে যায়। লেনিন সম্মেলন শেষ করে দিয়ে সবাইকে অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেন।

জার সরকার বিভিন্ন প্রদেশে সামরিক আইন জারি করল। মস্কো বলশেভিক কমিটি ও সোভিয়েতের আহ্বানে ২০ ডিসেম্বর থেকে সাধারণ ধর্মঘট শুরু হলো, কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত দেশে তা ছড়িয়ে দেওয়া গেল না। সেন্ট পিটার্সবুর্গ মস্কোর অভ্যুত্থানের সমর্থনে যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হলো। রেলওয়ে জার

সরকারের হাতে থেকে যাওয়ায় সরকার সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে মস্কোতে বিদ্রোহ দমনে সৈন্যবাহিনী পাঠাতে পারল সহজেই। ২২ ডিসেম্বর থেকে মস্কোতে ব্যারিকেড লড়াই শুরু হলো। মস্কোর রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করে শ্রমিকরা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও জারের বাহিনী সংখ্যায় কয়েকগুণ বেশি ছিল। মস্কো বলশেভিক কমিটির নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করল জার সরকার। কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ ছাড়া সশস্ত্র অভ্যুত্থান বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন লড়াইয়ে পর্যবসিত হলো। বিপ্লবীদের নিজেদের মধ্যে সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায় এবং কোনো সাধারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ সংঘটিত হওয়ার পরিবর্তে অভ্যুত্থান তখন হয়ে পড়ে আত্মরক্ষামূলক। মস্কো অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলো। অভ্যুত্থান শুধুমাত্র মস্কোতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কিন্তু সব জায়গাতেই জারের বাহিনী অভ্যুত্থানকে গুড়িয়ে দিতে সক্ষম হলো। প্রথম রুশ বিপ্লব ব্যর্থ হলো।

প্রথম রুশ বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো নির্দিষ্ট করে লেনিন যা বলেছিলেন তাও নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা। শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণি বা বিপ্লবের অন্যান্য মিত্র শক্তি বিদ্রোহে এগিয়ে আসলেই বিপ্লব সফল করা যায় না, তার জন্য নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত শ্রমিক শ্রেণির দল যেমন থাকতে হবে, তেমনি যথাযথ কৌশল নির্ধারণ ও প্রয়োগও একান্তই জরুরি। লেনিন যে কারণগুলো নির্দিষ্ট করে বলেছিলেন, তা হলো :

প্রথমত, জার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে শ্রমিক এবং কৃষকের মধ্যে তখনো পর্যন্ত সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলা যায়নি। কৃষকরা জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শ্রমিক শ্রেণির সাথে ঐক্য স্থাপনে আগ্রহী থাকলেও জারকে উচ্ছেদ করতে না পারলে যে জমিদারতন্ত্রকে শেষ করা যাবে না সেই চেতনা তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায়নি। এক বিরাট অংশের কৃষকের তখনো জারের উপর আস্থা ছিল এবং ডুমার উপর আশা নিয়ে বসে ছিল।

দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ সাধারণ সেনা, কৃষক পরিবার থেকেই আসত বলে জারতন্ত্রকে উচ্ছেদে কৃষক শ্রেণির অনীহা সেনাদের প্রভাবিত করেছিল, যে কারণে শ্রমিক ধর্মঘট জারতন্ত্রের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলছে দেখে সাধারণ সেনা সদস্যরা বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করেছিল।

তৃতীয়ত, শ্রমিকদের লড়াই যথোপযুক্ত সমন্বিত ছিল না, যে কারণে শ্রমিকদের মধ্যে অগ্রসর বাহিনী তীব্র লড়াই করলেও অপেক্ষাকৃত অসচেতন অংশ লড়াইতে যোগদান করার আগেই অগ্রসর বাহিনী হীনবল হয়ে পড়ে।

চতুর্থত, পার্টির মধ্যে গোষ্ঠী বিভাজনের কারণে পার্টি কর্মী-সদস্যদের মধ্যে অত্যন্ত আবশ্যিক ঐক্য ও সংহতির অভাব ছিল।

পঞ্চমত, পশ্চিম ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি স্বৈরাচারী জার সাম্রাজ্যকে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করেছিল।

ষষ্ঠত, সেপ্টেম্বর ১৯০৫ সালে জাপানের সাথে শান্তি স্থাপন উল্লেখযোগ্যভাবে জারের সহায়ক হয়েছিল। কারণ সীমান্তে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ায় জার সরকার সেনাদের বিদ্রোহ দমনে ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছিল।

ডুমা বয়কট : রণনীতি-রণকৌশলের মার্কসীয় ব্যাখ্যা

বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে মতভেদ আরও তীব্র আকার নিল। মেনশেভিকরা বলতে শুরু করল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কোনো প্রয়োজন ছিল না, বরং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্দোলন করলে সফল হওয়া যেতো। মস্কো অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার পর প্লেখানভ ও অন্যান্য মেনশেভিক প্রবক্তাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে লেনিন তাঁর 'মস্কো অভ্যুত্থানের শিক্ষা প্রবন্ধে লিখলেন :

'প্লেখানভের মতে ধর্মঘট শুরু করা উচিত হয়নি, ধর্মঘট ছিল অসময়োচিত, ধর্মঘটী শ্রমিকদের অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়া উচিত হয়নি ইত্যাদি। এর চেয়ে অদূরদর্শী মত আর কিছু হতে পারে না। বরং, আমাদের উচিত ছিল আরও দৃঢ়ভাবে, উৎসাহের সাথে এবং আক্রমণাত্মক উপায়ে অস্ত্র তুলে নেওয়া; আমাদের জনতাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলা উচিত ছিল যে শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের মধ্যে ঘটনাকে আবদ্ধ রাখা সম্ভব ছিল না এবং নির্ভীক ও নিরন্তর সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল অপরিহার্য।' (লেনিন ১৯০৬, পৃ- ১৭৩)

১৯০৫ সালের বলশেভিকরা ডুমা বর্জন করেছিল। জার সম্রাট আবার ডুমা[১১] আহ্বান করার কথা ঘোষণা করে অসন্তোষ ও বিক্ষোভকে স্তিমিত করার পথে অগ্রসর হলো। অন্যদিকে, শ্রমিকদের মধ্যে জারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পার্টির সমস্ত শক্তিকে সংহত করার দাবি উঠতে থাকল। টামারফর্স সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বলশেভিকরা ডুমা বয়কটের পক্ষে এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য শ্রমিকদের দাবি সমর্থন করে মেনশেভিকদের কংগ্রেস আহ্বান করার প্রস্তাব দিয়েছিল। পার্টির মধ্যে বোগদানভ, ক্রাসিনসহ অন্যান্য একদল বলতে শুরু করেছিলেন যে বলশেভিক এবং মেনশেভিকদের মধ্যে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ মতভেদ নেই, ঐক্য গড়ে তোলা কঠিন নয়। লেনিন জানালেন যে তিনি ঐক্যের পক্ষে, কিন্তু তেমন ঐক্যের পক্ষে যা বিপ্লবের প্রশ্নে মতভেদগুলো আড়াল করবে না। এপ্রিল ১৯০৬ সালে সুইডেনের স্টকহোলমে পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসে ঐক্য হলেও বাস্তবে তা ছিল নিয়মরক্ষা মাত্র, কেননা দুই পক্ষের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত মতভেদ এই কংগ্রেসে দূর হয়নি। তাছাড়া, চতুর্থ কংগ্রেস সাংগঠনিক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে বলশেভিকদের জন্য

১১ Witte Duma বা প্রথম ডুমা নামে পরিচিত

প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি করে। ৯ জনের কেন্দ্রীয় কমিটিতে বলশেভিক মতাবলম্বী অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলেন মাত্র তিনজন। বলশেভিকদের তার চেয়েও বেশি প্রতিকূলতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল দলের মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী। সেখানে কেউ ছিল না, নির্বাচিত সকলেই ছিল মেনশেভিক। ঐক্যবদ্ধ পার্টিতে ভয়ঙ্কর প্রতিকূল সাংগঠনিক পরিস্থিতির মধ্যেই কাজ করতে হবে জেনেও বলশেভিকরা দল ভেঙ্গে বেরিয়ে না গিয়ে দলের অভ্যন্তরে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার নীতিই যথাযথ হবে বলে স্থির করে।

পূর্বে বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ারে বুলিগিন ডুমা ভেসে গিয়েছিল এবং বলশেভিকদের সেই সময় বয়কটের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল বলেই প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯০৬ সালের ডুমাও বলশেভিকরা বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু সেই বয়কটের সিদ্ধান্ত যে ভুল ছিল সে কথা লেনিন পরবর্তী সময়ে উল্লেখ করেছেন। এই ব্যর্থতা থেকে যে শিক্ষা কমিউনিস্টরা সেদিন গ্রহণ করেছিল, রণকৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের কাছে আজো তা অনুধাবন যোগ্য।

লেনিন '*Left-Wing Communism, An Infantile Disorder*' বইতে এই প্রসঙ্গে আলোচনায় বলেছেন : '১৯০৫ সালের বলশেভিকদের 'পার্লামেন্ট' বয়কট বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণিকে অত্যন্ত মূল্যবান রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছিল এবং দেখিয়েছিল যে আইনি এবং বে-আইনি, পার্লামেন্টের ভেতরে এবং বাইরের সংগ্রামকে যুক্ত করার সংগ্রামের পদ্ধতিতে কখনো কখনো পার্লামেন্টারি পদ্ধতিকে বর্জন করা খুব কাজে দেয় বা অত্যন্ত অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করে এবং বিচার-বিশ্লেষণ না করেই ভিন্ন পরিবেশে ও ভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা অত্যন্ত মারাত্মক ভুল। যাই হোক, ১৯০৬ সালে বলশেভিকদের ডুমা বয়কট করার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল, যদিও তা ছিল গৌণ এবং সহজেই প্রতিকারযোগ্য। (যা কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যথোপযুক্ত সংশোধিত আকারে, রাজনীতি এবং দলের ক্ষেত্রেও তাই প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি কোন ভুল করে না, সেই জ্ঞানী তা নয়। তেমন কোন মানুষ নেই, থাকতে পারে না। সেই জ্ঞানী যিনি খুব গুরুতর ভুল করেন না এবং জানেন কীভাবে খুব সহজে ও দ্রুত সেই ভুল সংশোধন করা যায়।**—লেনিনের সংযোজিত পাদটীকা**) পরবর্তী সময়ে, ১৯০৭ বা ১৯০৮ সালে ডুমা বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিলে গুরুতর ভুল হতে পারত এবং সেই ভুলের প্রতিকার করাও ছিল দুরূহ। কারণ, একদিকে অতি বেগবান বিপ্লবী জোয়ার ছিল না এবং সেই জোয়ারকে অভ্যুত্থানে পরিণত করা প্রত্যাশিত ছিল না। অন্যদিকে, সামগ্রিক ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের (bourgeois monarchy) সংস্কারে নিবদ্ধ ছিল যা কিনা প্রকাশ্য (আইনি) ও গোপন (বেআইনি) বিপ্লবী কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা দাবি করছিল। আজ যখন আমরা সেই সময়ের

জটিল রাজনৈতিক পর্বের দিকে ফিরে তাকাই, পরবর্তী সময়ের ঘটনাবলির সাথে সেই পর্বের সম্পর্ক এখন যখন সম্পূর্ণ উন্মোচিত, তখন এটা বিশেষভাবে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে ১৯০৮-১৯১৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বলশেভিকরা সর্বহারা বিপ্লবী পার্টির দৃঢ়বদ্ধ মূল অংশকে (core) রক্ষা করতে পারত না (শক্তিশালী করা, বিকশিত করা বা অধিকতর চাঙা করা তো দূরের কথা), যদি না তাঁরা অত্যন্ত কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের সেই অভিমত তুলে ধরতে পারত যে, আইনি (প্রকাশ্য) এবং বে-আইনি (গোপন) সংগ্রামের পদ্ধতিকে যুক্ত করা সেই সময় ছিল অবশ্যপালনীয়। যদি না তুলে ধরতে পারত যে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল পার্লামেন্টে এবং প্রতিক্রিয়াশীল আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ কার্যকারিতাসম্পন্ন অন্যান্য নানা প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা সেই সময়ে ছিল অবশ্যপালনীয়।' (লেনিন ১৯২০, পৃ-৩৫-৩৬)

কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কাছে রণনীতি এবং রণকৌশলের ধারণা বলতে কী বোঝায়, নভেম্বর বিপ্লবের ইতিহাস থেকে আজো দেশে দেশে কমিউনিস্টরা সেই পাঠ গ্রহণ করেন। রণনীতি একটি দীর্ঘকালীন সময়ের বিষয় যা কেবলমাত্র অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটলেই পরিবর্তিত হয়। পক্ষান্তরে, রণকৌশল একটি নির্দিষ্ট রণনীতির পর্বে আন্দোলনের জোয়ার এবং ভাটার সাপেক্ষে নির্ধারিত হয়। নির্ধারিত হয় বিভিন্ন শক্তিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, আন্দোলনের প্রকৃতি ও উৎসাহ-উদ্দীপনা, প্রতিটি মুহূর্তে আন্দোলন প্রাঙ্গণের অবস্থা ইত্যাদির নিরিখে। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব সম্পন্ন করার আগে পর্যন্ত রণনীতি ছিল জার-সাম্রাজ্যের পতন। কিন্তু এই পর্বেই রণকৌশল পরিবর্তিত হয়েছে আন্দোলনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে।

এই কারণে স্তালিন বলেছেন—'যেহেতু এই সমস্ত উপাদানগুলি এক বাঁক থেকে অন্য বাঁকের মাঝের পর্বে স্থান ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তিত হয়, সেই কারণে সমগ্র যুদ্ধকে (whole war) পরিব্যাপ্ত না করে, যুদ্ধের জয় বা পরাজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এমন এক একটি নির্দিষ্ট লড়াই (individual battles) সাপেক্ষে সেই বিশেষ পর্বে রণকৌশল অসংখ্যবার পরিবর্তিত হয় বা হতে পারে।' (স্তালিন, ১৯৫৩, পৃ-৬৫)

কমিউনিস্টদের কাছে রণকৌশল নির্ধারণে বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি তা ডুমা বয়কটের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে লেনিন ব্যাখ্যা করেছেন। নভেম্বর বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিখতে পারি কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কাছে রণকৌশলের অর্থ কী। কেন লেনিন বলেছেন, ১৯০৫ সালের পার্লামেন্ট বয়কট অত্যন্ত সঠিক পদক্ষেপ ছিল, আবার ১৯০৬ সালের সেই একই পার্লামেন্ট বয়কটের কৌশল গ্রহণ করাকে কেন কমরেড লেনিন ভুল সিদ্ধান্ত বলেছেন। তার সেই ব্যাখ্যার সারমর্ম আজও কমিউনিস্টদের কাছে এক অমূল্য শিক্ষা।

তিনি লিখেছেন—'সেই সময় (১৯০৫ সাল) বয়কট করা যে সঠিক ছিল তা প্রমাণিত, কিন্তু এটা এই জন্য সঠিক ছিল না যে সাধারণভাবে প্রতিক্রিয়াশীল পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ না করা সব সময়ের জন্য সঠিক, বরং কারণ ছিল এই যে আমরা অত্যন্ত সঠিকভাবে বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করতে পেরেছিলাম যে গণ-ধর্মঘটগুলো অতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে রাজনৈতিক ধর্মঘটে, তারপরে বিপ্লবী ধর্মঘটে এবং তারপর অভ্যুত্থানের পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হচ্ছে।' (লেনিন ১৯২০, পৃ-৩৫)

পরবর্তী সময়ে বাস্তব পরিস্থিতির মূল্যায়নের ভিত্তিতে বলশেভিকরা যখন ডুমার[১২] নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন সেই সিদ্ধান্ত এই কারণে নেয়নি যে তাঁরা সংসদীয় গণতন্ত্রীদের (Constitutional-Democrats) সাথে পার্লামেন্টের ভেতরে জোট গঠন করবে যা মেনশেভিকদের অভিমত ছিল। বলশেভিকরা বিপ্লবের স্বার্থে পার্লামেন্টকে একটা মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করার পক্ষে ছিল। মেনশেভিকরা সংসদীয় গণতন্ত্রীদের সাথে নির্বাচনী সমঝোতার ভিত্তিতে ডুমায় তাদেরকে সমর্থনের পক্ষে যুক্তি করে, কারণ তাঁরা মনে করত যে ডুমা একটি আইন প্রণয়নকারী সংস্থা যা কিনা জার সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টি সংগঠন মেনশেভিক নীতির বিরুদ্ধে মত দেয়। এমতাবস্থায়, বলশেভিকরা পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করার দাবি জানায়। ১৯০৭ সালের মে মাসে পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় লন্ডনে।

নভেম্বর বিপ্লবের এবং বলশেভিক পার্টির ইতিহাসে পঞ্চম কংগ্রেস নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। '*Notes of a Delegate*' শিরোনামে ১৯০৭ সালের এক প্রবন্ধে কমরেড স্তালিন কেন এই কংগ্রেস উল্লেখযোগ্য তার ব্যাখ্যা দেন।

তিনি লেখেন—'সমগ্র রাশিয়ার অগ্রণী শ্রমিকদের যথার্থ ঐক্যের ভিত্তিতে একটি মাত্র বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টির পতাকার নিচে সমবেত করা—এটাই হলো লন্ডন কংগ্রেসের তাৎপর্য, এটাই হলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য।' (স্তালিন ১৯০৭, পৃ-৪৯)

সামগ্রিকভাবে পঞ্চম কংগ্রেসে বলশেভিক মত, নীতি ও উদ্দেশ্য বিজয় লাভ করলেও পার্টির অভ্যন্তরে মেনশেভিকদের সাথে মতবাদিক ও সাংগঠনিক সংগ্রামের তখনো অবসান হয়নি। বলশেভিক পার্টির ইতিহাস বইতে লেখা হয়েছে 'বলশেভিকরা জানত যে মেনশেভিকদের সাথে আরও লড়াই এখনও বাকি আছে।'

পঞ্চম কংগ্রেস সমাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই, রাশিয়ার প্রথম বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ায় উজ্জীবিত জার দ্বিতীয় ডুমা ভেঙ্গে দেয়। ডুমার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট সদস্যদের অভিযুক্ত করে বিচার শুরু করে এবং ডুমার ৬৫ জন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট সদস্যকে গ্রেপ্তার করে সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত করে। শুরু হয় কুখ্যাত স্তলিপিন

১২ দ্বিতীয় ডুমা

প্রতিক্রিয়ার অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। শ্রমিক-কৃষকের অর্জিত সমস্ত অধিকার হরণ করা হয়। বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করে চলতে থাকে নির্মম মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার। কয়েক হাজার বিপ্লবী শ্রমিক এবং কৃষককে হত্যা করা হয়। অবস্থা এমন হয় যে, ফাঁসির দড়িকে সবাই উল্লেখ করত 'স্তলিপিন নেক-টাই' বলে। এমন ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে লেনিনের পক্ষে দেশের মধ্যে আত্মগোপন করে বিপ্লবের কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফিনল্যান্ডে আত্মগোপন করে থাকা কমরেড লেনিন অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়েই আবার বিদেশে আশ্রয় নেন।

তৃতীয় ডুমার আইন এমনভাবে সংশোধিত করা হয় যাতে জমিদার শ্রেণি, বণিক ব্যবসায়ী শ্রেণি ও শিল্প পুঁজিপতিদের থেকে অধিক সংখ্যায় প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারে। একই সাথে, জার সরকার কৃষক বিক্ষোভ প্রতিহত করতে গ্রামাঞ্চলে ধনী চাষি কুলাকদের সাহায্য-সহযোগিতা আদায়ে উদ্যোগ নেয়। এই উদ্দেশ্যে স্তলিপিন সুপারিশ অনুযায়ী নতুন কৃষি আইন চালু করে যাতে কুলাকরা অবাধে জমি ক্রয় করতে পারে। জমি ক্রয় করার জন্য কুলাকদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থাও করে জার সরকার। ক্রমশ অভাবগ্রস্ত গরিব কৃষকদের হাত থেকে জমি কুলাকদের হাতে সঞ্চিত হতে থাকে এবং বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে গ্রামে তাঁরাই প্রভাবশালী ও জারের শাসনের প্রতিনিধি হয়ে উঠতে থাকে। যাই হোক, এসব সত্ত্বেও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টি ডুমার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং ৪৪২ সদস্যের ডুমায় ১৮ জন প্রতিনিধি নির্বাচনে জয়লাভ করে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, যখনই কোন মহৎ উদ্যোগ শত শত মানুষের রক্ত-অশ্রু, ত্যাগ-তিতিক্ষা-নিঃসঙ্কোচ আত্মবলিদান ইত্যাদির পরেও ব্যর্থ হয়েছে, তখনই তার প্রতিক্রিয়ায় ব্যর্থতার গ্লানি হতাশা সৃষ্টি করেছে। এই হতাশাকে পুঁজি করে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা-ভাবনা মাথা চাড়া দেয়। রাশিয়াতেও প্রথম বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার কারণে বিপ্লবী শক্তির মধ্যে ক্ষয়, ভাঙন ও সংশয় ডেকে আনে। বিশেষভাবে বুদ্ধিজীবী অংশ যাঁরা বিপ্লবের সময় এসে দলে যোগ দিয়েছিল, তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আক্রমণের মুখে দল ছেড়ে জারের শাসনের সাথে আপোষ করে চলতে থাকে। ব্যর্থতার দায় মার্কসবাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মার্কসবাদের সমালোচনা করা বেশ ফ্যাশান হয়ে উঠেছিল। মার্কসবাদের ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা দূর করে সংশোধনের কথাও অনেকে বলতে শুরু করে। এই রকম পরিস্থিতিতে বৈজ্ঞানিক মাখের দর্শন চিন্তা প্রত্যক্ষবাদ, বিশেষত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রবলভাবে মাথা চাড়া দেয়। বিপ্লবের আগে থেকেই প্রত্যক্ষবাদ ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করছিল। মাখের প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে না পেরে এক সময় আলবার্ট আইনস্টাইন, ম্যাক্স প্লাঙ্কের মতো বৈজ্ঞানিকরাও এই দর্শনের দ্বারা

প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই দর্শনের প্রভাবে বলশেভিক ও মেনশেভিক উভয় পক্ষের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই বিভ্রান্তি দেখা দেয় এবং এঁরা মার্কসবাদের নামে বিপ্লব বিরোধী নানারকম বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব প্রচার করতে শুরু করেন। এঁরা সকলেই ছিলেন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিশিষ্ট সদস্য—বোগদানভ, বাজারভ, লুনাচারস্কি, হেলফন্ড, বারম্যান, ম্যাক্সিম গোর্কি, ভ্যালেন্তিনভ, ইউশকেভিচ, শুভোরভ প্রমুখ। এঁদের সমালোচনা এই কারণে অন্য সকল সমালোচনা থেকে ভিন্ন গোত্রের ছিল যে এঁরা সকলেই বলত তাঁরা মার্কসবাদী, তবে তাঁরা মার্কসবাদকে উন্নত করতে চায়। এই কথার আড়ালে আসলে তাঁরা মার্কসবাদের মর্মবস্তু দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকেই সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু করে তুলেছিল।

বিপ্লবের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে এইসব মতাদর্শ যেন বর্ষার জল পেয়ে তরতর করে বেড়ে ওঠা গাছের মতো নানা শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে উঠতে থাকল। ৬ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে মার্কসবাদের আলোচনার নামে মূলত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে আক্রমণ করে চারখানা বই আত্মপ্রকাশ করল। এই বইগুলি প্রকাশের পর লেনিনের বিরক্তি চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল। এইগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল বজারভ, বোগদানভ, লুনাচারস্কি, বারম্যান, হেলফন্ড, ইউসকেভিচ এবং শুভারোভের লেখা সঙ্কলিত করে 'স্টাডিস ইন ফিলসফি অব মার্কসিজম', ইউসকেভিচের 'মেটিরিয়ালিজম এ্যান্ড ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজম', বারম্যানের 'ডায়ালেকটিকস ইন দ্য লাইট অব দ্য মডার্ন থিয়োরি অব নলেজ', এবং ভ্যালেন্টিনভের 'দ্য ফিলসফিক কনস্ট্রাকশন অব মার্কসিজম'। অবশ্য এর আগেই বোগদানভের *Empirio-Monism*-এর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ হওয়ার পর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে বোগদানভের ভ্রান্ত ধারণার বিপদ বুঝে লেনিন প্রথমে তাঁর কিছু বক্তব্য হাতে লিখে '*Notes of an Ordinary Marxist on Philosophy*' নামে সেন্ট পিটার্সবুর্গ শ্রমিকদের ক্লাসে পড়ানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন কিন্তু প্রকাশ করার জন্য সময় করে উঠতে পারেননি। এখন তিনি উপলব্ধি করলেন দর্শনের ক্ষেত্রে এই বিচ্যুতিকে উপেক্ষা করা যাবে না এবং এই ভ্রান্তির বিরুদ্ধে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম গড়ে না তুলতে পারলে বিপ্লবের ভয়ানক ক্ষতি হবে। প্রথমদিকে দর্শনের প্রশ্নে বোগদানভের সঙ্গে তাত্ত্বিক লড়াই চলছিল প্লেখানভের এবং লেনিন এই প্রসঙ্গে প্লেখানভের মতকেই সঠিক বলে মনে করতেন। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশ যে দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তাতে লেনিন বুঝলেন যে এখন শুধুমাত্র প্লেখানভের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না, তাকেও এই লড়াইতে নামতে হবে। এইরকম পরিস্থিতির মধ্যে 'প্রলেতারি' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে লেনিন ম্যাক্সিম গোর্কির একটি লেখা প্রকাশে আপত্তি করেন। বোগদানভ ও তাঁর অনুসারীরা লেনিনের বিরোধিতার কথা গোর্কিকে জানিয়ে লেনিনের সঙ্গে তাঁর বহুদিনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব নষ্ট করতে উদ্যত

হয়। লেনিন তাঁর আপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করে গোর্কিকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। সেই পত্রের একটি অংশ উদ্ধৃত করলে সেই সময়ের এই বিতর্ক এবং বিপদের কারণ বুঝতে সুবিধা হবে।

'এখন 'মার্কসবাদী দর্শনের পাঠ' নামে বইটি বের হয়েছে। শুভোরভের প্রবন্ধটি (যেটি এখন পড়ছি) ছাড়া আমি সমস্ত প্রবন্ধই পড়ে ফেলেছি এবং প্রত্যেকটি প্রবন্ধই আমাকে ক্রোধে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। না না, এসব মার্কসবাদ নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা-সমালোচনাবাদী, অভিজ্ঞতা-অদ্বৈতবাদী এবং অভিজ্ঞতা-সঙ্কেতবাদীরা পচা পাঁকে পড়ে দিশেহারা। পাঠককে বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে যে বহির্জগতের বাস্তবতায় 'বিশ্বাস' করা নাকি 'রহস্যবাদ' (বাজারভ); কান্টিয় মতবাদের সঙ্গে বস্তুবাদকে লজ্জাজনকভাবে গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে (বাজারভ ও বোগদানভ); নানা ধরনের অজ্ঞেয়বাদ (অভিজ্ঞতা-সমালোচনাবাদ) এবং ভাববাদ (অভিজ্ঞতা-অদ্বৈতবাদ) প্রচার করা হচ্ছে; শ্রমিকদের 'ধর্মীয় নাস্তিকতা' এবং উচ্চতর মানবিক গুণাবলিকে 'পূজা' করতে শেখানো হচ্ছে (লুনাচারস্কি); এঙ্গেল্‌সের দ্বন্দ্বতত্ত্ব সংক্রান্ত শিক্ষাকে রহস্যবাদ ঘোষণা করা হয়েছে (বারম্যান); ফরাসি প্রত্যক্ষবাদীর, অজ্ঞেয়বাদীর কিংবা অধিবিদ্যাবিদের পূতিগন্ধপূর্ণ কুঁয়ো থেকে 'চৈতন্যের সাঙ্কেতিক তত্ত্ব' তুলে আনছে (ইউসকেভিচ)! শয়তানে ধরেছে এদের। না, সত্যি, এসব খুব বাড়াবাড়ি। অবশ্যই, আমাদের মতো সাধারণ মার্কসবাদীদের দর্শন খুব ভালো আয়ত্তে নেই, তাই বলে মার্কসীয় দর্শনের নাম করে আমাদের পাতে এই সব জঞ্জাল পরিবেশন করে অপমান করা কেন! এইসব প্রচার করে তেমন কোন পত্রিকা বা গোষ্ঠীর সাথে সহযোগিতা করতে সম্মত হওয়ার চেয়ে আমি বরং নিজেকে সরিয়ে নেবো এবং আলাদা থাকব।' (লেনিন ১৯০৮ ক, পৃ-৪৫০)

প্রত্যক্ষবাদী দর্শন অনুযায়ী অভিজ্ঞতা থেকেই জ্ঞান জন্ম নেয়, অর্থাৎ অভিজ্ঞতার সার সঙ্কলনই জ্ঞান। অভিজ্ঞতা আবার ইন্দ্রিয় সংবেদনের উপর নির্ভর করে, সেই হিসাবে ইন্দ্রিয় সংবেদন থেকে জ্ঞানের সূত্রপাত। এর অর্থ দাঁড়াল, যার সম্বন্ধে আমাদের কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই নেই বা আপাতত সম্ভবও নয় তার অস্তিত্ব আছে কি নেই সে সম্পর্কে আমরা কিছু বলতে পারব না, কারণ বলতে গেলেই সেটা তাদের মতানুযায়ী হয়ে যাবে অধিবিদ্যা বা মেটাফিজিক্স। তাহলে,'আসন্ন বিপ্লব'-এর কথা বলা, সমাজতন্ত্রের কথা বলা, শোষণহীন সমাজের কথা বলা ইত্যাদি সব কিছুই হয়ে পড়ে অধিবিদ্যক ধারণা, কারণ সেই সব প্রত্যক্ষ করা তো তখনও সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় একটি বিষয়ও খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তা হলো, বোগদানভসহ সকলের বক্তব্য ছিল এঙ্গেলসের পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব আবিস্কারের কারণে বস্তু সম্পর্কে ধারণা এঙ্গেলসের রেখে যাওয়া দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে

আর ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। এঁরা দাবি করছিলেন যে মাখের দর্শন অনুযায়ী দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে উন্নত ও যুগোপযোগী করে আধুনিক বিজ্ঞানের নানা তত্ত্বের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা তাঁরা দাঁড় করাচ্ছেন।

লেনিনকে এই সময়ে তাই একটি কঠিন কাজ হাতে নিতে হলো। ১৯০৯ সালে লেনিন প্রকাশ করলেন '*Materialism and Empirio-criticism Critical Comments on a Reactionary Philosophy*' বই। রাশিয়ায় স্তালিনের নেতৃত্বে নভেম্বর বিপ্লবের ইতিহাস যখন লেখা হয় তখন এই প্রত্যক্ষবাদীদের বিরুদ্ধে লেনিনের এই সংগ্রাম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'লেনিনকে কেন্দ্র করে বলশেভিক নেতৃত্বের কেন্দ্রীয় অংশ যে পার্টি এবং তার বিপ্লবী নীতিকে রক্ষা করতে পেরেছিল তার কারণ এই যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শে ও বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত্ব করে ইস্পাতদৃঢ় হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।' (সি-পি-এস-ইউ ১৯৩৯, পৃ-১৪৩-৪৪)

অর্থাৎ, এই বইটি লেখা হয়েছিল বলে নভেম্বর বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল। এই বইতে দর্শনগতভাবে কান্ট এবং মাখসহ বিভিন্ন দর্শনের ভাববাদী স্বরূপ লেনিন উন্মোচন করেছিলেন। অন্যদিকে, যে আধুনিক বিজ্ঞানের, বিশেষত পদার্থবিদ্যার আবিষ্কৃত তত্ত্বকে ব্যবহার করে প্রত্যক্ষবাদ তার ডালপালা মেলছিল, সেইসব বিজ্ঞানের আবিষ্কার যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনকে আরো দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করছে লেনিন তাঁর ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন। নভেম্বর বিপ্লবের প্রস্তুতির কাজ নানা বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

স্তলিপিন প্রতিক্রিয়ার সময়েই পার্টির অভ্যন্তরে একদল (মেনশেভিক) সুবিধাবাদী আপোষকামী দাবি তুলেছিল যে পার্টির গোপন সংগঠনকে ভেঙে ফেলে প্রকাশ্য আইনি সংগঠনে পরিণত করা হোক (Liquidationist—বিলোপবাদী)। অন্য আর এক হঠকারী অতি-বিপ্লবী অংশ দাবি তুলেছিল সমস্ত আইনি পথে লড়াই বন্ধ করতে হবে, ডুমায় নির্বাচিত সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ডেপুটিদের বের হয়ে আসতে বলতে হবে (Otzovists)। প্রথমোক্ত সুবিধাবাদীরা প্রকাশ্যেই উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের দাবিকেই সমর্থন করছিল। কিন্তু, দ্বিতীয় সুবিধাবাদী প্রবণতা ছিল 'বামপন্থি বিপ্লবী' শ্লোগানের আড়ালে—তাঁরা দাবি করছিল আইনি পথে পার্টির কাজ করার যেটুকু সুযোগ আছে তা গ্রহণ করা চলবে না। লেনিনকে এই দুই সুবিধাবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করতে হয় এবং ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্যারিসে পঞ্চম All Russian Conference of the R.S.D.L.P. আহ্বান করে এই দুই প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। মেনশেভিকরা এই প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে পার্টির কর্মসূচি ও কৌশল ত্যাগ করে জার সরকারের সাথে আপোষ করে আইন সম্মত 'লেবার' পার্টি গঠনের দাবি জানাতে থাকে।

এই দুই প্রবণতা এবং ট্রটস্কিবাদের ভ্রান্তি থেকে বের হয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ পার্টি গঠন না করলে বলশেভিকদের বিপ্লবের প্রস্তুতির কর্মসূচি রূপায়ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। স্তলিপিন প্রতিক্রিয়ার সময়ে এদের ষড়যন্ত্রমূলক কাজ বিপ্লবের ক্ষতি করেছিল। তাছাড়া, সর্বহারা শ্রেণির পার্টিকে সংস্কার করার নীতিতে বিশ্বাসী মেনশেভিকদের সাথে একই পার্টিতে থাকার অর্থ তখন বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। এক যুগ ধরে মতাদর্শগত সংগ্রাম করার পর, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ রেখে বিপ্লবী পার্টি হিসাবে গঠন করার সমস্ত প্রয়াস নিঃশেষ করার পর লেনিন সিদ্ধান্ত করলেন বলশেভিকদের সংঘবদ্ধ করে একটি পার্টি গঠন করার সময় প্রস্তুত হয়েছে। ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাসে প্রাগে ষষ্ঠ All Russian Party Conference আহ্বান করলেন। এই সম্মেলনে মেনশেভিকদের পার্টি থেকে বহিস্কার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সুবিধাবাদ ও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াইতে আপোষহীন, বিপ্লবের জন্য অঙ্গিকারবদ্ধ এবং সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল এমন সংগঠনগুলো রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি (বলশেভিক)-এর নেতৃত্বে একত্রিত হলো। পার্টির অভ্যন্তরে যে চিন্তার দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল এক দশকেরও বেশি সময় ধরে মতাদর্শগত লড়াইয়ের পর প্রাগ কংগ্রেসে পার্টি বিভাজনের মধ্য দিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

বলশেভিক নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা এবং প্রাভদার প্রকাশ

ব্যর্থ বিপ্লবের হতাশা, শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনে ভাঙ্গন, স্তলিপিন প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ, মার্কসবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে নানা বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা ইত্যাদি যথার্থভাবে মোকাবিলা করে নতুন করে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনকে গড়ে তোলার কষ্টসাধ্য উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ছিল বলশেভিক পার্টি। ১৯১১ সাল থেকেই স্থানে স্থানে শ্রমিকদের ধর্মঘট ঘটতে শুরু করে। প্রাগ কনফারেন্সে পার্টি উল্লেখ করেছিল যে শ্রমিক শ্রেণির ঘুরে দাঁড়ানোর সূচনার লক্ষণ এইসব ধর্মঘট। লেনার সোনার খনির শ্রমিকরা মিছিল করে গিয়েছিল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করতে। জারের বাহিনী সেই শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর গুলি চালিয়ে পাঁচ শতাধিক শ্রমিককে হত্যা করে। এই ঘটনায় গোটা দেশে আলোড়ন পড়ে যায় এবং বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা ঘটে। ১৯১২ সালের এপ্রিল এবং মে মাসে রাজনৈতিক ধর্মঘট শুরু হয়। সেন্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো এবং অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা ধর্মঘট, বিক্ষোভ প্রদর্শন, সভা-সমাবেশের মাধ্যমে লেনার শ্রমিকদের আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসে। দীর্ঘদিন বাদে শ্রমিকশ্রেণি নতুন করে সংগ্রামে মুখর হয়ে ওঠে। এই কারণে কমরেড স্তালিন বলশেভিক সংবাদপত্র 'জভেজদা'-তে লিখেছিলেন—'লেনার গুলি চালনা নীরবতার বরফকে চূর্ণ করেছে এবং মানুষের আন্দোলনের নদী আবার বইতে শুরু করেছে। বরফ ভেঙেছে।'

বিলোপবাদীদের সমস্ত জল্পনাকে মিথ্যা প্রমাণ করে বলশেভিক বিপ্লবী নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলনে শ্লোগান উঠল—'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র চাই', 'শ্রমের সময় ৮ ঘণ্টা করতে হবে', 'ভূমি সংস্কার করতে হবে'—আন্দোলন খুব পরিস্কারভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নিল। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল অন্যান্য জায়গায়—ভলগা ও বালটিক অঞ্চলে, রাশিয়ার দক্ষিণে, পশ্চিম প্রান্তে, পোল্যান্ডে, ককেশাস অঞ্চলে। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সূচনাকালে যেমন পরিস্থিতি ছিল, সেই রকম পরিস্থিতি তৈরি হলো। শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার আবার কৃষকদের আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনতে সক্ষম হলো। তুর্কেস্তানের সৈন্যরা বিদ্রোহ করল, বালটিক সাগরের ও সেবাস্তাপোলের নাবিকদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল। এই আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য লেনিন প্যারিস থেকে রাশিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এসে থাকতে শুরু করলেন।

নতুন করে উজ্জীবিত শ্রমিক আন্দোলনে সাধারণ শ্রমিকদের মাঝে বলশেভিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য লেনিনের নির্দেশে ১৯১২ সালের ৫ মে সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল বলশেভিকদের পত্রিকা 'প্রাভদা' (সত্য)। প্রাভদার প্রকাশনা শুরু হওয়ার আগে বলশেভিকদের 'জভেজদা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। কিন্তু সেই পত্রিকা ছিল অগ্রণী শ্রমিকদের জন্য। আন্দোলনের এই নবজোয়ারের সময় প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল একটি দৈনিক পত্রিকার। প্রাভদা ছিল সেই পত্রিকা। নভেম্বর বিপ্লবের ইতিহাসে 'প্রাভদা'-র ভূমিকা অপরিসীম, প্রাভদা কাজ করেছিল বিপ্লবের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে। জার সরকার এই পত্রিকাকে ৮ বার নিষিদ্ধ করে, কিন্তু প্রতিবারই শ্রমিকরা ভিন্ন নামে সেই পত্রিকা প্রকাশ করে। প্রাভদা ছিল শ্রমিকদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকা, শ্রমিকদের জীবনের দুর্দশা, মালিকদের অত্যাচারের ঘটনা ইত্যাদি জানিয়ে শ্রমিকদের অনেক চিঠি প্রতিদিন থাকত। বিভিন্ন কারখানা বা শিল্পে শ্রমিকদের দাবি ও আন্দোলনের খবর থাকত। চতুর্থ ডুমা নির্বাচনে বলশেভিকরা অংশগ্রহণ করে এবং বলশেভিক শ্রমিক প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করতে প্রাভদা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। প্রাভদা প্রকাশের ঘটনাকে কমরেড স্তালিন বলেছিলেন ১৯১৭ সালের বিপ্লবের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাতকতা, ফেব্রুয়ারি বিপ্লব

বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছিল এবং তার সাথেই পুঁজিবাদের সংকটও ধীরে ধীরে ঘনীভূত হতে থাকে। কাঁচামালের যোগানের ক্ষেত্রগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার এবং লগ্নিপুঁজির বাজার দখল করাকে কেন্দ্র করে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে

দেশে দেশে স্বার্থের সংঘাত চরম আকার ধারণ করতে থাকে। বস্তুত প্রায় সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোই বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। যুদ্ধ প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে জোট গড়ে উঠতে থাকে একদিকে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, ইতালি[১৩] এবং তাদের সমর্থনে বুলগেরিয়া ও তুরস্ক; অন্যদিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়া। দুই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর ভেতর প্রবল স্বার্থের সংঘাত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে।

১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে স্টুটগার্টে সমাজতন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রতিনিধিরা যেমন উপস্থিত ছিলেন, তেমনি বার্নস্টাইন, কাউটস্কি প্রমুখ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে প্রস্তাবের প্রারম্ভেই উল্লেখ করা হয় 'বর্তমান কংগ্রেস পূর্বের সকল আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে সামরিকীকরণ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গৃহীত প্রস্তাব অনুমোদন করছে এবং পুনরায় ঘোষণা করছে যে সাধারণভাবে সামরিকীকরণের বিরুদ্ধে লড়াইকে সমাজতন্ত্র গঠনের শ্রেণি সংগ্রাম থেকে পৃথক করা যায় না।' (গ্যানকিন ও অন্যান্য, ১৯৪০, পৃ-৫৭) এরপর ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হয় 'কোন দেশেই শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে কোন বিভেদ বা বিবাদ নেই যা যুদ্ধ ডেকে আনতে পারে। আজকের দিনে যুদ্ধের কারণ হলো পুঁজিবাদ, বিশেষত : বিশ্ববাজারের জন্য পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে লড়াই, এবং সামরিকীকরণ যা কিনা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বুর্জোয়াদের শ্রেণি আধিপত্য বিস্তারের এবং শ্রমিক শ্রেণির উপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নির্যাতনের মূল হাতিয়ার।' (গ্যানকিন ও অন্যান্য ১৯৪০, পৃ-৭২) এরপর ১৯১২ সালে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসেও লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সেই কংগ্রেস থেকে প্রকাশিত ইশতেহারে বলা হয় 'পুঁজিবাদী মুনাফার সুবিধা (the benefit of the capitalist profits), তাদের সাম্রাজ্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা গোপন কূটনীতিক চুক্তির অধিকতর গৌরবের জন্য সর্বহারা একে অপরের বিরুদ্ধে গুলি চালানোকে অপরাধ বলে মনে করে।' (গ্যানকিন ও অন্যান্য ১৯৪০, পৃ-৮৪) যুদ্ধ যে আসন্ন সে কথা অনুভব করেই লেনিন যুদ্ধ শুরু হলে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের রণকৌশল স্থির করার জন্য খুবই উদ্‌গ্রীব ছিলেন। যুদ্ধ যে পুঁজিপতিদের মুনাফার জন্য, পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বার্থেই যুদ্ধ এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে কোন দ্বিধা ছিল না, কিন্তু যুদ্ধ শুরু হলে শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা কী হবে, দেশে দেশে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির রণকৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যে সুবিধাবাদী ও সংশোধনবাদী অংশ কী ভূমিকা নেবে তা নিয়ে লেনিনের মনে সংশয় ছিল। স্টুটগার্টের সম্মেলনেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের

১৩ যুদ্ধের সময় অবশ্য ইতালি এই পক্ষ ত্যাগ করে

এই সুবিধাবাদী অংশের সাথে লেনিনের মতভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। লেনিন লিখেছিলেন—

'সামগ্রিকভাবে স্টুটগার্ট কংগ্রেসে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলনের মধ্যে সুবিধাবাদীদের সাথে বিপ্লবী অংশের স্পষ্ট বিভাজন সামনে চলে আসে...' (লেনিন ১৯০৭, পৃ-৮১)

১৯১৪ সালের জুলাই মাসে জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যে সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদীরা আত্মপ্রকাশ করে। আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রীদের সমস্ত সম্মেলনে যেখানে ঘোষণা করা হয়েছিল যে এক দেশের সর্বহারাদের অন্য দেশের সর্বহারাদের বিরুদ্ধে গুলি চালানো অপরাধ, সেখানে দেখা গেলো যে ইউরোপের দেশে দেশে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা 'সামাজিক দেশপ্রেম', 'স্বাদেশিকতা' ইত্যাদির নাম করে নিজের নিজের দেশের 'জাতীয়তাবাদী' যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করছে। যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনটি মতাদর্শগত অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রথম অংশটি উগ্র স্বদেশিকতার পক্ষে এবং এঁরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। দ্বিতীয় একটি মধ্যপন্থি অংশ যার নেতৃত্বে ছিলেন কাউটস্কি, মার্তভ, তুরাতি ইত্যাদি। এঁরা উগ্র স্বাদেশিকতার বিরোধীতা করতে রাজি কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্ক রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে 'শান্তি' রক্ষার আন্দোলনের পক্ষে। তৃতীয় পক্ষে ছিলেন আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনের গৃহীত যুদ্ধবিরোধি নীতির অনুসারী রণকৌশলের সমর্থনে লেনিন, লিবনেখট্, রোজা লুক্সেমবার্গ, রাদেক, ক্লারা জেটকিন প্রমুখ।

তৃতীয় পক্ষের অভিমত ছিল যে, এই যুদ্ধে প্রতিটি দেশের সর্বহারাদের মূল শত্রু আছে তাদের দেশের অভ্যন্তরেই। যেমন 'জার্মান জনতার মূল শত্রু আছে জার্মানিতে—জার্মান সাম্রাজ্যবাদ, জার্মানের যুদ্ধবাজ পার্টি, জার্মান গোপন কূটনীতি। দেশের মধ্যে থাকা এই শত্রুর বিরুদ্ধে জার্মান জনসাধারণকে অবশ্যই রাজনৈতিক লড়াই করতে হবে অন্যান্য দেশের সর্বাহারাদের সহযোগিতা নিয়ে, অন্যান্য দেশের সর্বহারাদের যেমন নিজের নিজের দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।' (লিবনেখট্ ১৯৫২ পৃ-২৯৬-৩০১)

মধ্যপন্থি কাউটস্কিদের সম্পর্কে লেনিনের অভিমত ছিল—'এই দ্বিতীয় প্রবণতা, যারা 'মধ্যপন্থি' হিসাবে পরিচিত, তাঁরা একদিকে উৎকট স্বদেশপ্রেমি এবং অন্যদিকে যথার্থ আন্তর্জাতিকতাবাদীদের মাঝখানে দোদুল্যমান অংশ। এই মধ্যপন্থিরা নিজেদের মার্কসবাদ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা করে এবং সংকল্প গ্রহণ করে—তাঁরা 'শান্তির' পক্ষে; তাঁরা সরকারের উপর সমস্ত রকমভাবে চাপ দেওয়ার পক্ষে যাতে তাদের নিজেদের সরকার 'শান্তির জন্য

জনগণের ইচ্ছাকে সুনিশ্চিত করে'; তাঁরা শান্তির জন্য সমস্ত রকম প্রক্রিয়ার পক্ষে; তাঁরা দখলদারিহীন শান্তির পক্ষে ইত্যাদি—উৎকট স্বদেশীদের সাথে নিয়েই শান্তির পক্ষে তাঁরা।' (লেনিন ১৯১৭ ক, পৃ-৭৬)

সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের ভূমিকা নির্ধারণে লেনিনের ব্যাখ্যা ছিল ঠিক এর বিপরীত। তিনি বললেন, 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের কর্তব্য হলো—'পিতৃভূমি রক্ষা'র ভাবনাকে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করা এবং জনগণকে প্রতারিত করার জন্য এই শ্লোগান ব্যবহারের মুখোশ খুলে দেওয়া।' বললেন, 'শান্তির সময়ে হোক আর যুদ্ধের সময়ে হোক, কোনো অবস্থাতেই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টি বা তার প্রতিনিধিরা যুদ্ধের জন্য ঋণ সমর্থন করতে পারে না, তা সে 'নিরপেক্ষতা রক্ষার' নামে ভোটের পক্ষে যত লোকভোলানো বক্তৃতাই করুক না কেন?' (লেনিন ১৯১৬, পৃ-১৩৯)

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের মধ্য উগ্র স্বাদেশিকতার প্রভাব এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে ১৯১৫ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সভাপতি বেলজিয়ামের ভেন্ডারোয়েল্ডকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে রণকৌশল স্থির করার জন্য কর্মসমিতির সভা আহ্বান করার অনুরোধ করলে তিনি বলেন, 'যতদিন পর্যন্ত জার্মান সেনা বেলজিয়ামে শ্রমিকের ঘর দখল করে থাকবে ততদিন কর্মসমিতির বৈঠক ডাকার কোনো প্রশ্ন নেই'। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদী নেতারা মানুষকে প্রতারিত করার জন্য বুর্জোয়াদের সাহায্য করল, সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার ঐক্যকে বিনষ্ট করল। পিতৃভূমি রক্ষার নামে এক দেশের শ্রমিক-কৃষককে অন্য দেশের শ্রমিক-কৃষকের সাথে লড়াই করার জন্য উস্কে দিল। রাশিয়াতেও যুদ্ধের শুরু থেকে পাতি-বুর্জোয়া দলগুলো, সমাজ-গণতন্ত্রীরা এবং মেনশেভিকরা যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী দখলদারী চরিত্র ব্যাখ্যা না করে স্বদেশি ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে বুর্জোয়াদের সুযোগ করে দিল। কিন্তু, বলশেভিকদের যুদ্ধ সম্পর্কে বক্তব্য শ্রমিক শ্রেণিকে আকৃষ্ট করে। যুদ্ধে জার সাম্রাজ্যকে সমর্থন করার বদলে শ্রমিক বিপ্লবের মাধ্যমে জার সাম্রাজ্যকে উচ্ছেদ করা, শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিক কর্তব্য হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধীতা করা ইত্যাদি সিদ্ধান্ত শ্রমিক শ্রেণি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল। বলশেভিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সংগ্রামী শ্রমিকরা। লেনিনের প্রথম থেকেই আশঙ্কা ছিল যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা মুখে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতা করলেও যুদ্ধের সময় তাঁরা সাম্রাজ্যবাদীদের লেজুড়বৃত্তি করবে। সেই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হতে বেশি সময় নেয়নি। রাইখস্ট্যাগে যুদ্ধ-ঋণ অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবের উপর ভোট হলে শতাধিক সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক প্রতিনিধিদের মধ্যে মাত্র সতের জন বিরোধীতা করেছিলেন, তবে একমাত্র কমরেড কার্ল লিবনেখট্ই তাঁর বিরোধীতাকে নথীভুক্ত করেছিলেন।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আর থাকল না, উগ্র স্বাদেশিকতায় বিশ্বাসী নানা ভাগে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হলো। বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নভেম্বর ১৯১৪ সালে যখন যুদ্ধবিরোধী প্রচারপত্র প্রকাশ করে তখনই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে দিয়ে তৃতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিল। ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ সালে লন্ডনে এবং ওই বছরই সেপ্টেম্বরে জিমারওয়াল্ডে আহূত সোশ্যালিস্ট কনফারেন্সে তৃতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে তোলার চেষ্টা করেন কমরেড লেনিন। কিন্তু লেনিনের এই সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। ১৯১৬ সালে আবার সম্মেলন আহ্বান করা হয় সুইজারল্যান্ডের কিয়েনথাল গ্রামে, যাকে দ্বিতীয় জিমারওয়াল্ড কনফারেন্স বলা হয়। এখান থেকে একটি ইশতেহার গ্রহণ করা হলেও তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠন করা সম্ভব হয়নি। যদিও এই ইশতেহারকে ভিত্তি করেই পরবর্তী সময়ে তৃতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে ওঠে।

এই যুদ্ধকালীন সময়েই লেনিন তাঁর '*Imperialism, the Highest Stage of Capitalism*' বইটি লেখেন। এই সময়ে লেনিনের এই বইটি লেখা অত্যন্ত জরুরি ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলনে, বিশেষত জার্মানিতে, বার্নস্টাইনের সংশোধনবাদী চিন্তার অনুসরণে একটি সুবিধাবাদী প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। লেনিনের প্রবন্ধ 'সুবিধাবাদ ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন' প্রবন্ধে পরিস্থিতির একটি সার্বিক চিত্র আমরা পাই। সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে মার্কসীয় তাত্ত্বিক নেতা হিসাবে আন্তর্জাতিক মার্কসীয় মহলে কাউটস্কি, একদা এঙ্গেলসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অত্যন্ত সমাদৃত ছিলেন এবং সকলেই তাঁর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। সেই কাউটস্কি এই সময়ে প্রকারান্তরে বার্নস্টাইনের উদারনৈতিক দর্শনের সমর্থক হয়ে 'অতি-সাম্রাজ্যবাদ'-এর (ultra-imperialism) তত্ত্ব নিয়ে উপস্থিত হলেন। রাশিয়ার মার্কসবাদীদের মধ্যে কাউটস্কির প্রভাব ছিল গভীর এবং আইনি মার্কসবাদী, অর্থনীতিবাদী, বুঁদ ও মেনশেভিকরা তাঁর সমর্থক ছিল। লেনিন অনেকদিন ধরে বার্নস্টাইনের সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদী ভাবনার বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। যখন রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলন বিপ্লবের দোরগোড়ায় উপস্থিত ঠিক তখনই কাউটস্কি রাশিয়ার অভ্যন্তরের এবং বিদেশের বার্নস্টাইনের অনুসারীদের সাথে যোগ দিয়ে সাধারণ মানুষ এবং বিপ্লবীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ডেকে আনলেন।

সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সম্পর্কে কাউটস্কির বিশ্লেষণ ছিল 'অর্থনৈতিক বিবেচনায় হিংস্র বিস্ফোরণকে প্রতিহত করার অবস্থা আর বেশি দূরে নেই যখন সাম্রাজ্যবাদীদের পবিত্র জোট শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিস্থাপিত করবে।' 'এমন কি পুঁজিপতি শ্রেণির নিজেদের অবস্থান থেকেও বিশ্বযুদ্ধের পরে অস্ত্র প্রতিযোগিতা

চালিয়ে যাওয়ার জন্য কোন অর্থনৈতিক অপরিহার্যতা নেই, খুব বেশি হলে কিছু কিছু যুদ্ধোপকরণের স্বার্থ ব্যতিক্রম হতে পারে। অন্যদিকে, নির্দিষ্টভাবেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে পুঁজিবাদী অর্থনীতি মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। আজকে প্রতিটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পুঁজিপতি অবশ্যই তারই পথের সাথীকে ডেকে বলবে—সকল দেশের পুঁজিপতিরা জোট বাঁধো।' (Kautsky, 1914) কাউটস্কির এই অভিমতের সারমর্ম হলো যে পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলেছে ও তুলবে এবং এমন একটি পর্যায় আসছে যখন 'আন্তর্জাতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ লগ্নিপুঁজি পৃথিবীকে যৌথভাবে শোষণ করবে' (the joint exploitation of the world by internationally united finance capital) এবং এর ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে আর দ্বন্দ্ব থাকবে না এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যুদ্ধের অবসান ঘটবে। এটাই ছিল কাউটস্কির 'অতি-সাম্রাজ্যবাদ' এর সারমর্ম। একচেটিয়া পুঁজির লগ্নিপুঁজিতে রূপান্তরের ঘটনাকে তিনি পুঁজিবাদের বিকাশের বিশেষ স্তর হিসাবে বর্ণনা না করে বললেন যে, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার মতো যথেষ্ট উপাদান মার্কসবাদীদের হাতে নেই। লেনিন তাঁর বইয়ের ভূমিকায় বলেছেন 'সাধারণভাবে ক্রমবর্ধমান বিশ্ব সর্বহারার আন্দোলন এবং বিশেষভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলন, কাউটস্কির তাত্ত্বিক ভুলের বিশ্লেষণ এবং উন্মোচন করার কাজকে আর উপেক্ষা করতে পারে না।' কাউটস্কির তত্ত্বের প্রভাবে বিভিন্ন দেশের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা ইতিমধ্যেই বুর্জোয়াদের সাথে সমঝোতা করতে শুরু করেছিল। কাউটস্কির মতবাদের বিপরীতে লেনিন সাম্রাজ্যবাদের নতুন মার্কসীয় ব্যাখ্যা উপস্থিত করে দেখান যে, পুঁজিবাদ প্রতিযোগিতামূলক মুক্ত বাজার অর্থনীতির স্তর অতিক্রম করে একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজির যুগে প্রবেশ করে ব্যাংক পুঁজি ও শিল্পপুঁজির মিলনের মধ্য দিয়ে লগ্নিপুঁজির জন্ম দিয়েছে এবং পণ্য রপ্তানি করার সনাতন চরিত্রের বদলে পুঁজি রপ্তানি করাই সাম্রাজ্যবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদই পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর।

লেনিন দেখান যে, সাম্রাজ্যবাদের কারণেই পুঁজিবাদের অসম বিকাশ এবং দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেখান যে, বিভিন্ন অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশের একচেটিয়া পুঁজির মধ্যে বাজার ও লগ্নিপুঁজি রপ্তানির ক্ষেত্র দখলের লড়াই শুরু হয়েছে। উপনিবেশ ও কাঁচামালের উৎসের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েমের লড়াই শুরু হয়েছে। পৃথিবীকে নিজের নিজের স্বার্থের অনুকূলে নতুন করে ভাগ-বাটোয়ারা করতে ঘুরেফিরে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। এই যুদ্ধে শ্রমিক-কৃষকের কোন স্বার্থ জড়িত নেই, বরং যুদ্ধের ব্যয়ভার যোগাতে শ্রমিক-কৃষক আরও বেশি নিঃস্ব হয়ে উঠবে। এই যুদ্ধকে কোনভাবেই সমর্থন তো নয়ই, বরং যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে বিপ্লবের কার্যক্রমকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার রণকৌশল গ্রহণ করতে হবে।

একই সাথে তিনি বললেন—'অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসম বিকাশ পুঁজিবাদের এক অমোঘ নিয়ম। সেই কারণে, প্রথমে একসাথে অনেকগুলো দেশে অথবা এককভাবে কোন একটিমাত্র পুঁজিবাদী দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়লাভ সম্ভব। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে দখল করে এবং নিজেদের সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনকে গড়ে তুলে সেই দেশের বিজয়ী সর্বহারা বাকি বিশ্বের–পুঁজিবাদী বিশ্বের–বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে, অন্যান্য দেশের নিপীড়িত শ্রেণিকে তার পক্ষে নিয়ে আসবে, সেই সমস্ত দেশের পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে প্রেরণা দেবে এবং প্রয়োজন পড়লে শোষক শ্রেণি এবং তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমন কি সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহার করবে।' (লেনিন ১৯১৫, পৃ-৩৪২)

প্রাক সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদ বিশ্লেষণ করে মার্কস-এঙ্গেলস বলেছিলেন যে, কোন একটি দেশে এককভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয় লাভ করতে পারবে না, একসাথে সমস্ত দেশে বা অধিকাংশ দেশে বিপ্লবের আঘাতে শ্রমিক শ্রেণি ক্ষমতা দখল করতে পারবে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে এই সিদ্ধান্তই সমস্ত মার্কসবাদীদের কাছে ছিল পথনির্দেশক সত্য। লেনিন বললেন, পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী স্তরে প্রবেশ করার পর মরণোন্মুখ পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক বাস্তবতায় সেই কথা আর প্রযোজ্য নয়—কোন একটি দেশে এককভাবেও সমাজতন্ত্র বিজয় লাভ করতে পারে। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর পুঁজিবাদী দেশে যেখানে সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল দুর্বলতম, সেখানে আঘাত করে বিজয় লাভ করা যেতে পারে, অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশে সেটা তখনই সম্ভব নাও হতে পারে। লেনিনের এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই বলশেভিকরা যুদ্ধের সময়ে সঠিক রণকৌশল নির্ধারণ করে এবং সেই অনুসারে সঠিক কর্মসূচি রূপায়ণ করে নভেম্বর বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যেতে পেরেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু থেকেই রাশিয়ার অর্থনীতি চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো। হাজারে হাজারে মানুষ যুদ্ধ, মহামারী বা অনাহারে মারা যেতে শুরু করল। লক্ষ লক্ষ মানুষকে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল, যে কারণে গ্রামাঞ্চলে কৃষি-মজুরের অভাবে সমস্ত জমি চাষ করা সম্ভব হলো না। শত শত কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। সীমান্তে যুদ্ধে ক্লান্ত সেনারাও পর্যাপ্ত পোশাক, খাদ্য ইত্যাদির সরবরাহের অভাবে বিধ্বস্ত। জারের বাহিনী পরাজিত হতে থাকল একটার পর একটা রণাঙ্গনে। ১৯১৬ সালের মধ্যেই জার্মানরা পোল্যান্ড এবং বালটিক অঞ্চল দখল করে নিল। দেশের মানুষ—শ্রমিক, কৃষক, শহুরে বুদ্ধিজীবী, সেনাবাহিনী সকলেই যুদ্ধ বন্ধ করা এবং জার সাম্রাজ্যকে উচ্ছেদ করার জন্য বিপ্লবী আন্দোলনে শামিল হতে থাকল। এমনকি রাশিয়ান বুর্জোয়ারা পর্যন্ত জারের অ-পদার্থতার উপর আর ভরসা করতে পারছিল না। বুর্জোয়ারা এই সময় ক্ষুব্ধ হয়ে প্রাসাদ কু করে ক্ষমতা দখলে করতে ষড়যন্ত্র

করতে শুরু করেছিল। জারতন্ত্রের সংকট তখন চরম সীমায় উপস্থিত হয়েছে।

১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসের ৯ তারিখে পেট্রোগ্রাদ, মস্কো, বাকু, নিঝনি-নভগোরাড প্রভৃতি শহরে ধর্মঘট, বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হলো। পেট্রোগ্রাদের এমনই একটি বিক্ষোভে যোগ দিল ক্ষুব্ধ সেনারা। বিপ্লবী বলশেভিক ও সুবিধাবাদী মেনশেভিকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এই সময়ের কর্মসূচিতেও স্পষ্ট হয়ে উঠল। মেনশেভিকরা প্রস্তাব করল ১৪ ফেব্রুয়ারি ডুমার কাছে মিছিল করে স্মারকলিপি পেশ করবে। বলশেভিকরা ১৮ ফেব্রুয়ারি পেট্রোগ্রাদের পুটিলভ কারখানায় ধর্মঘট শুরু করল। সমস্ত বড় বড় কারখানার শ্রমিকরা ২২ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট করল। ২৩ ফেব্রুয়ারি পেট্রোগ্রাদ বলশেভিক সোভিয়েতের আহ্বানে যুদ্ধ, অনাহার এবং জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে হাজার হাজার নারী শ্রমিক বিক্ষোভ দেখাতে রাস্তায় নেমে এলো। পেট্রোগ্রাদের শ্রমিকরা নারী শ্রমিকদের সমর্থনে শহরে ধর্মঘট আহ্বান করল। শ্রমিক ধর্মঘট ধীরে ধীরে জার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নিতে শুরু করল। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২ লাখ শ্রমিক বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করল। ২৫ ফেব্রুয়ারি শহরের ধর্মঘট, বিক্ষোভের সাথে যোগ দিল অন্যান্য অঞ্চল। সর্বত্র পুলিশের সাথে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, চারিদিকে উড়তে থাকল লাল পতাকা, মুখে শ্লোগান 'জারতন্ত্র ধ্বংস হোক', 'যুদ্ধ নিপাত যাক', 'আমরা রুটি চাই'।

জার সৈন্যবাহিনীকে হুকুম দিল ২৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে রাজধানীতে বিশৃঙ্খলা বন্ধ করার জন্য ('to put a stop') ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। কিন্তু বিপ্লবকে প্রতিহত করা তখন জারের বাহিনীর সাধ্যের বাইরে। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে বিক্ষোভ রূপ নিল অভ্যুত্থানে। মেহনতি জনতা—পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনীর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে নিজেদেরকে সশস্ত্র করে তুলল। নারী শ্রমিকরা সরাসরি সাধারণ সেনাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল, তাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে থাকল, জার-সাম্রাজ্যকে উচ্ছেদের জন্য তাদের কাছে সাহায্য চেয়ে আহ্বান জানাতে থাকল। সরকার প্যাভলস্কি রেজিমেন্টের রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ানকে নিয়ে এলো বিক্ষোভ দমনে নিয়োজিত ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য। সেই রিজার্ভ বাহিনী গুলি চালাতে শুরু করল, কিন্তু গুলি চালালো শ্রমিকদের উপর নয়, চালালো শ্রমিকদের সাথে খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত ঘোড় সওয়ার বাহিনীর উপর।

সেই দিনই ব্যুরো অব সেন্ট্রাল কমিটি জার-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে যেতে এবং প্রভিশনাল বিপ্লবী সরকার গঠন করার জন্য আহ্বান জানিয়ে ইশতেহার প্রকাশ করল। ২৭ ফেব্রুয়ারি পেট্রগ্রাদের সেনাবাহিনী শ্রমিকদের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করল এবং অভ্যুত্থানে যোগ দিল। শ্রমিক এবং অভ্যুত্থানে যোগ দেওয়া সেনারা জারের মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করতে শুরু করল, জেল থেকে

বিপ্লবীদের মুক্ত করল। বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোথাও মেশিনগান নিয়ে সেনারা গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাহারায় নিয়োজিত ছিল, যুদ্ধও চলছিল কিন্তু ক্রমেই সেনারা বিপ্লবী শ্রমিকদের সমর্থনে যোগ দিতে থাকল। অবশেষে বিপ্লবী শ্রমিকদের হাতে জারের রাজধানী পেট্রোগ্রাদের পতন ঘটল। পেট্রোগ্রাদের পতনের খবর যখন চারিদিকে শহর, বন্দর, সীমান্তে ছড়িয়ে পড়ল, তখন সেখানেও জারের প্রশাসনের কর্তাদের শ্রমিকরা বন্দি করে ফেলল। ফেব্রুয়ারির[১৪] বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হলো।

এই বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারল কারণ শ্রমিক শ্রেণি অগ্রণীবাহিনী হিসাবে এই বিপ্লবে অংশ নিয়েছিল। বিপ্লবের প্রথম দিন থেকেই সোভিয়েত তৈরি হয়েছিল। বিপ্লবের বিজয় সম্ভব হয়েছিল শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সোভিয়েতের সমর্থনের উপর নির্ভর করে। শ্রমিক এবং সৈন্যরা বিদ্রোহ করে তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে সোভিয়েতগুলো গড়ে তুলেছিল। নতুন বিপ্লবী শক্তির কেন্দ্র হিসাবে সোভিয়েত গঠনের এই ধারণা গড়ে উঠেছিল ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময় থেকেই। পার্থক্য শুধু এই যে বলশেভিকদের উদ্যোগে এবার শ্রমিকদের সাথে সাথে সৈন্যদের প্রতিনিধিরাও সোভিয়েতে ছিল—Soviets of Workers' and Soldiers' Deputies।

শ্রমিক শ্রেণির অগ্রণী ভূমিকার কারণে বিপ্লব বিজয় অর্জন করল বটে, কিন্তু সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট রেভ্যুলুশনারি পার্টি চতুর্থ ডুমার বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের সাথে গোপনে রোদিজাঙ্কোকে প্রধান করে ২৭ ফেব্রুয়ারি ডুমার একটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করে। কয়েকদিন বাদেই বলশেভিক প্রতিনিধিদের অন্ধকারে রেখে সোভিয়েত কার্যকরী সমিতির মেনশেভিক নেতারা এই কমিটির সাথে রাশিয়ায় একটি নতুন সরকার গঠন করে। বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি হিসাবে মিলুকভ, গুচকভ প্রমুখের সাথে সুবিধাবাদী সোশালিস্ট-রেভ্যুলুশনারি কেরেনস্কিকেও এই সরকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বলশেভিকরা যখন রাস্তার লড়াইতে ব্যস্ত ছিল, তার সুযোগ নিয়ে মেনশেভিকরা, মুষ্টিমেয় কয়েকটিকে বাদ দিলে, অধিকাংশ সোভিয়েতের কার্যকরী সমিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এইভাবেই মেনশেভিকরা ও সোশ্যালিস্ট-রেভ্যুলুশনারিরা বুর্জোয়াদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা তুলে দেয়। লেনিনের ভাষায়—এই সরকার ছিল 'বুর্জোয়া এবং জমিদার থেকে বুর্জোয়া হওয়া' প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত।

সরকার গঠন হলেও ইতিমধ্যেই শ্রমিক ও সৈন্যদের সোভিয়েতগুলোও কিন্তু ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে গড়ে উঠেছে। সেনারা অধিকাংশই ছিল কৃষক পরিবার থেকে আসা। সোভিয়েত সেই হিসাবে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে

১৪ এখানে উল্লেখ করা সব তারিখ পুরনো ক্যালেন্ডার অনুযায়ী

উঠেছিল। অবস্থা দাঁড়াল এই যে দেশে দ্বৈত-ক্ষমতার (Dual Power) আত্মপ্রকাশ ঘটল। একদিকে বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্রের ক্ষমতার কেন্দ্র হিসাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণির একনায়কতন্ত্র ও সহযোগী কৃষক শ্রেণির ক্ষমতার কেন্দ্র হিসাবে সোভিয়েত। লেনিন বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, এই ঘটনা ঘটতে পেরেছিল শুধুমাত্র সংখ্যার জোরে নয়, মতাদর্শগতভাবেও পাতি-বুর্জোয়া সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ঢেউ এসে সর্বহারার সচেতন অংশকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় আর একটি কারণও লেনিন উল্লেখ করেছেন। তা হলো যুদ্ধের সময়ে দোকানদার, কারিগর, ছোট ছোট কারবারের মালিকরা কারখানার কাজে যোগ দিয়েছিল যাঁরা মানসিকতার দিক থেকে তখনো পর্যন্ত মধ্যবিত্তসুলভ সুবিধাবাদী মানসিকতাসম্পন্ন ছিল। বলশেভিকরা এদের মধ্যে উপযুক্ত সর্বহারার শ্রেণি সচেতনতা গড়ে তুলতে পারেনি, উপযুক্তভাবে সংগঠিতও করতে পারেনি। যে কারণে মেনশেভিকরা এদের সমর্থন সহজেই পেয়ে যায়।

বলশেভিকরা জনগণের মধ্যে ধৈর্যের সাথে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হলো। একই সাথে তাঁরা মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট রেভ্যুলুশনারি দলের বিশ্বাসঘাতকতা উন্মোচনের দায়িত্ব গ্রহণ করলো। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এসে যুদ্ধ শেষ করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। মানুষ আশা করেছিল বিপ্লবের পর যুদ্ধ শেষ হবে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ করে জনজীবনে শান্তি, সুস্থিতি নিয়ে আসা এবং অনাহারের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার কোন সদিচ্ছা সরকারের ছিল না। বলশেভিকরা মানুষের কাছে তুলে ধরল যে এই সরকারকে উচ্ছেদ করে সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে শান্তি আসবে না, জমিও পাওয়া যাবে না। বলশেভিকরা সমস্ত শক্তি নিয়ে উৎসাহের সাথে এই কার্যক্রমে আত্মনিয়োগ করল। বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপ্ত হওয়ার পাঁচ দিন বাদেই আবার প্রাভদার প্রকাশনা শুরু হলো। কেন শ্রমিক শ্রেণির সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে সেই ব্যাখ্যা প্রাভদায় প্রকাশিত লেখার মাধ্যমে বলশেভিকরা নিয়ে যেতে থাকল কৃষক এবং সৈন্যদের মধ্যে।

এপ্রিল থিসিস : বিপ্লবের প্রস্তুতি ও নভেম্বর বিপ্লব

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর মেনশেভিক ও সোশালিস্ট-রেভ্যুলুশনারিরা বুর্জোয়া সরকারের সাথে আপোষ করলেও জনগণের মধ্যে তাদের পক্ষে যথেষ্ট সমর্থন ছিল। বেশ ভালো সংখ্যায় শ্রমিকদের মধ্যে এবং তারচেয়েও বেশি সংখ্যায় কৃষক ও সৈন্যদের মধ্যে এই বিশ্বাস ছিল যে 'গণপরিষদ উদ্যোগ নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে'। জারতন্ত্রের পতনের কারণে পার্টির আত্মগোপনে থাকা কমরেডদের আর গোপনে কাজ করার প্রয়োজন থাকল না, তারা প্রকাশ্যেই

রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজ শুরু করল। পার্টির সর্বস্তরের সংগঠন, একদম নিচ থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতি কঠোরভাবে মেনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরি করা হলো। কিন্তু বলশেভিকদের নিজেদের মধ্যেই মতবিরোধ দেখা দিল কর্মপন্থা নিয়ে। একদল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে শর্ত সাপেক্ষে সমর্থনের কথা বলতে থাকল। কেউ আবার যুদ্ধে অংশগ্রহণের পক্ষে যুক্তি করতে থাকল। এই অবস্থায় কমরেড লেনিন ১৬ এপ্রিল দেশে ফিরলেন।

লেনিনের এই সময়ে দেশে ফিরে আসা বিপ্লব এবং পার্টির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। লেনিন আসবেন জেনে পেট্রোগ্রাদে (ফিনল্যান্ড) রেলওয়ে স্টেশনে হাজারে হাজারে শ্রমিক, কৃষক এবং বিপ্লবী সেনারা সমবেত হয়েছিলেন। তাদের সামনে লেনিন দেশে ফেরার পর প্রথম ভাষণ দিলেন। সেই ঐতিহাসিক ভাষণে কমরেড লেনিন 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব'-কে সফল করার আহ্বান জানালেন। বললেন এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে বিপ্লবের কাজকে সংহত করাই এখন সময়ের দাবি। পরের দিনই তিনি প্রথমে বলশেভিকদের এবং তারপরেই বলশেভিক ও মেনশেভিকদের যৌথসভায় পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে একটি রিপোর্ট এবং যুদ্ধ ও বিপ্লব প্রসঙ্গে থিসিস পেশ করলেন। এটাই লেনিনের বিখ্যাত 'এপ্রিল থিসিস' যা বলশেভিক পার্টি ও সর্বহারা শ্রেণির কাছে বিপ্লবকে অনতিবিলম্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করার পথ নির্দেশিকা। বিপ্লবকে অনুধাবন করার মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে লেনিন বললেন, 'প্রত্যেক বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্ন হলো রাষ্ট্র ক্ষমতা। এই প্রশ্ন না বুঝলে বিপ্লবে বুদ্ধিমত্তার সাথে অংশগ্রহণ হতে পারে না, নেতৃত্ব দেওয়ার কথা তো বলাই চলে না।' (লেনিন ১৯১৭ খ, পৃ-৩৮) বুদ্ধিমত্তার সাথে অংশগ্রহণ কথাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মার্কস এবং এঙ্গেলস[১৫] বারংবার বলেছিলেন যে, তাদের শিক্ষা কোন অন্ধ, যুক্তিহীন ধর্মমত (doctrinaire and dogmatic) নয়, বরং কর্মসূচি রূপায়নের পথনির্দেশনা। সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লেনিন বললেন, 'আমি মনে করি সেই কথা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে।'

সেই সময়ে পার্টির লক্ষ্য কী হবে, রণনীতি-রণকৌশল কী হবে ইত্যাদি প্রশ্নে বলশেভিকদের মধ্যেই অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। বিশেষভাবে তাদের মধ্যে যাদের 'ওল্ড বলশেভিক' বলা হতো। এদের অনেকের বক্তব্য ছিল যে কৃষক শ্রেণিকে সাথে নিয়ে সর্বহারার নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শেষ হলেও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের

১৫ "The Germans have not understood how to use their theory as a lever which could set the American masses in motion; they do not understand the theory themselves for the most part and treat it in a doctrinaire and dogmatic way, as something which has got to be learnt off by heart but which will then supply all needs without more ado. To them it is a credo [creed] and not a guide to action." (Engels' letter to Friedrich Adolph Sorge, November 29, 1886, Marx and Engels Correspondence)

করণীয় অনেক কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ এখনো বাকি আছে। বিশেষত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম উদ্দেশ্য কৃষি ব্যবস্থায় সামন্ত সম্পর্ক উৎপাটন করা। সেই কাজ তো তখনো শুরুই হয়নি। তাদের যুক্তি ছিল এইসব অপূরিত কাজ সমাপ্ত না করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কীভাবে সম্ভব?

এদের ভ্রান্তি দূর করতে লেনিন বলেছিলেন, 'বলশেভিক শ্লোগান এবং ধারণাকে সামগ্রিকভাবে ইতিহাস সত্য বলে প্রমাণ করেছে, কিন্তু ঘটনাবলির বিশেষিকৃত বাস্তবতা যা একজন ভাবতে পারে তার চেয়েও ভিন্নতর রূপে এসেছে—তা অনেক মৌলিক, অনেক বেশি নিজস্ব, আরও বৈচিত্রময়।' (লেনিন ১৯১৭ গ, পৃ-৪৪)

তিনি দেখালেন, রাশিয়ায় ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বুর্জোয়ারা আসার মাধ্যমে বিপ্লব প্রথম স্তর অতিক্রম করে দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করেছে। তিনি বললেন, 'ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগে রাষ্ট্র ক্ষমতা পুরোনো শ্রেণির হাতে ছিল, অর্থাৎ নিকোলাস রোমানভের রাজত্বে অভিজাত সামন্ত ভূস্বামী শ্রেণির হাতে। বিপ্লবের পরে রাষ্ট্র ক্ষমতা অন্য শ্রেণির হাতে, নতুন শ্রেণি অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে গিয়েছে। এক শ্রেণির হাত থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা অন্য শ্রেণির হাতে যাওয়া হচ্ছে বিপ্লবের প্রথম, মুখ্য এবং মৌলিক লক্ষণ—বিপ্লবের যথার্থ বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা—দুই অর্থেই। ততদূর পর্যন্ত রাশিয়ায় বুর্জোয়া, বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়েছে।' (লেনিন ১৯১৭ গ, পৃ-৪৪)

'আমরা যেভাবে বলেছিলাম ঘটনা সেভাবেই ঘটেছে। বিপ্লবের গতিপথ আমাদের যুক্তির সারবত্তা প্রমাণ করেছে। প্রথমে বিপ্লব ছিল 'সমগ্র' কৃষককে সাথে নিয়ে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে, মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এবং ততদূর পর্যন্ত বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক। তারপর, গরিব কৃষকদের নিয়ে, আধা-সর্বহারাদের নিয়ে, শোষিতদের নিয়ে গ্রামীণ ধনিকশ্রেণি, কুলাক, মুনাফাখোরসহ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব এবং ততদূর পর্যন্ত বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক।' (লেনিন ১৯১৮, পৃ-৩০০)

এপ্রিল থিসিসে লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক পরিকল্পনা পেশ করলেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তিনি বললেন যে জমি জাতীয়করণ করতে হবে এবং জমিদার-ভূস্বামীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে; সমস্ত ব্যাংককে যুক্ত করে একটি মাত্র ব্যাংকে পরিণত করে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে; পণ্য উৎপাদন ও বণ্টনের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে হবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে বললেন সংসদীয় প্রজাতন্ত্রের বদলে 'সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই ভাবনা মার্কসবাদের প্রয়োগ ও তত্ত্বের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এতদিন পর্যন্ত মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরাও মনে করতেন যে সমাজতন্ত্রে

উত্তরণের ক্ষেত্রে সংসদীয় প্রজাতন্ত্রই সবচেয়ে উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থা। সেখানে লেনিন বললেন যে, এখন যে সমস্ত শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত তৈরি হয়েছে সেইগুলোই পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম রাজনৈতিক সংগঠনের রূপ। এই এপ্রিল থিসিসেই লেনিন পার্টির নতুন কর্মসূচি প্রণয়ন এবং পার্টির নাম 'সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট'-এর পরিবর্তে 'কমিউনিস্ট' রাখার জন্য পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করা করণীয় কাজ বলে উল্লেখ করেন।

বলশেভিক পার্টির সপ্তম সম্মেলন আহ্বান করা হলো ১৯১৭ সালের ২৪ এপ্রিল। নভেম্বর বিপ্লবের ইতিহাসে এই সম্মেলন অনেক কারণে গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, এইবারই প্রথম প্রকাশ্যেই সম্মেলন করা সম্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, যদিও এটা ছিল সম্মেলন, তথাপি একে কংগ্রেসের মতোই গুরুত্ব দেওয়া হয়। তার কারণ হলো এই সম্মেলন থেকেই অনেকগুলি মূল বিষয়েই পার্টির লাইন নতুন করে নির্ধারিত হয়, যেমন সোভিয়েত, যুদ্ধ, বিপ্লব, জাতিসত্ত্বা ইত্যাদি। তৃতীয়ত, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো এই সম্মেলনেই লেনিনের 'এপ্রিল থিসিস' অনুমোদিত হয়। দুই-একজনের ভিন্ন মত থাকলেও এরপর থেকে বলশেভিক দলের ভিতর 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব'—এর স্তর নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়। সম্মেলনে লেনিন পরিষ্কার করে বলেন রাষ্ট্র ক্ষমতা বুর্জোয়াদের হাত থেকে 'সর্বহারা ও গরিব কৃষক শ্রেণি'র হাতে দিতে হবে। শ্লোগান নির্ধারিত হয় 'সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে দিতে হবে' (All power to the Soviets!), কারণ এই সোভিয়েতগুলোই ছিল তখন শ্রমিক ও গরিব কৃষকদের ক্ষমতার কেন্দ্র।

এই সম্মেলন এই কারণেও গুরুত্বপূর্ণ যে সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা এলে তাদের জাতিসত্ত্বা সম্পর্কে নীতি কি হবে সেই সম্পর্কেও বলশেভিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারিত হয়। স্তালিনের জাতিসত্ত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে রিপোর্ট গৃহীত হয়। জাতিসত্ত্বার স্বাধীনতা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তা আজও সকল দেশের কমিউনিস্টদের কাছে মার্কসবাদী নীতি হিসাবে স্বীকৃত।

এই সম্পর্কে সম্মেলনের প্রস্তাবে বলা হয় : জমিদার, পুঁজিপতি এবং পাতি-বুর্জোয়ারা তাদের শ্রেণিস্বার্থকে রক্ষা করতে এবং বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য 'স্বৈরতন্ত্র ও রাজতন্ত্র থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জাতি-নিপীড়নের নীতি সমর্থন করে। দুর্বল জাতিসত্ত্বাগুলোকে বেশি মাত্রায় দমনের জন্য আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের প্রচেষ্টা জাতি-নিপীড়নকে তীব্র করার এক নতুন উপাদান হিসাবে দেখা দিয়েছে। ...

রাশিয়ার অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত সকল জাতিসত্ত্বার বিচ্ছিন্ন হওয়ার এবং স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকারকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তাদের এই অধিকারকে

অস্বীকার করা, অথবা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণে অপারগ হওয়ার অর্থ হলো জোর করে দখল ও অন্তর্ভুক্ত করার নীতিকে সমর্থন করা। সকল জাতিসত্ত্বার বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারকে সর্বহারা শ্রেণির স্বীকৃতি দেওয়াই একমাত্র বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে পূর্ণ সংহতি নিশ্চিত করতে পারে এবং যথার্থ গণতান্ত্রিক পথে জাতিসত্ত্বাগুলিকে ঘনিষ্ঠ করে একত্রে আনতে পারে। ...

জাতিসত্ত্বার বিচ্ছিন্নতার অধিকারকে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হওয়ার অপরিহার্যতার (বাঞ্ছনীয়তার বা উপযোগিতার) সাথে গুলিয়ে ফেলা চলবে না। সামগ্রিক সামাজিক অগ্রগতির গুরুত্ব এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সর্বহারার শ্রেণি সংগ্রামের স্বার্থ রক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বহারার পার্টি প্রতিটি বিশেষ ঘটনা অবশ্যই সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে। ...' (সি-পি-এস-ইউ ১৯৩৯, পৃ- ১৯০)

জুন মাসে অল-রাশিয়ান কংগ্রেস অব সোভিয়েত অনুষ্ঠিত হয়। তখনো পর্যন্ত সোভিয়েতে বলশেভিকদের সংখ্যার প্রাধান্য ছিল না। মেনশেভিক ও অন্যান্যদের সম্মিলিত ৭০০ বা ৮০০ প্রতিনিধির তুলনায় বলশেভিকদের ছিল মাত্র ১০০ প্রতিনিধি। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভ্যুলুশনারি গ্রুপ তখনো শ্রমিকদের মধ্যে নতুন সরকারের প্রতি সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। লেনিন কংগ্রেসের বক্তব্যে বললেন যে, সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দিতে হবে, একমাত্র তখনই শ্রমিককে রুটি, কৃষককে জমি এবং সেনা ও সাধারণ মানুষের জন্য শান্তি আসতে পারে। যদিও লেনিনের ভিন্নমত থাকা সত্ত্বেও প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্যের জন্যই সোভিয়েতের প্রথম কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি সমর্থন জানায়।

ইতিমধ্যে, সোভিয়েত কংগ্রেসের কাছে বিক্ষোভ দেখানোর জন্য শ্রমিক মহল্লায় গণপ্রচার চালানো হচ্ছিল। মেনশেভিকদের আশা ছিল এই বিক্ষোভকে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার। স্তালিন এক প্রবন্ধ লিখে আহ্বান জানালেন '... পেট্রোগ্রাদের বিক্ষোভ সমাবেশে যাতে আমাদের বিপ্লবী শ্লোগান ওঠে সেটা নিশ্চিত করাই আমাদের কর্তব্য হবে।' মেনশেভিকদের হতাশ করে শ্রমিকরা আওয়াজ তুলল 'সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতের', 'যুদ্ধ নিপাত যাক', 'পুঁজিপতি মন্ত্রীরা ধ্বংস হোক'। সীমান্তে যুদ্ধ ক্লান্ত সৈনিকরা অস্থির হয়ে উঠেছিল। জুলাই মাসে প্রথম দিকে পেট্রোগ্রাদের ভাইপর্গ জেলায় একদিন শ্রমিক বিক্ষোভ শুরু হয়। এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়তে থাকলে অনেকে অস্ত্র নিয়ে বিক্ষোভে অংশ নিয়ে আওয়াজ তোলে সোভিয়েতের হাতে সব ক্ষমতা দিতে হবে। বলশেভিকরা তখনই সশস্ত্র বিদ্রোহের বিরোধিতা করে বলে বিপ্লবী সংকট এখনো পূর্ণ হয়ে ওঠেনি, সেনা এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ঘাঁটিগুলো বিপ্লবকে সমর্থন দিতে প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি, এই অবস্থায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা করলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বিপ্লবের অগ্রণী বাহিনী বলশেভিকদের

ধ্বংস করে ফেলবে। তাই, বলশেভিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে এই বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ থাকে সেই দিকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে। বলশেভিকরা সেই কাজে সমর্থ হয়েছিল। হাজার হাজার শ্রমিক পেট্রোগ্রাদের সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে দাবি জানালো সোভিয়েতের নিজের হাতে ক্ষমতা নিতে।

এত প্রচেষ্টার পরও রক্তপাত বন্ধ করা গেল না। সরকার শ্রমিকদের উপর গুলি চালালো, পেট্রোগ্রাদের রাজপথ শ্রমিকের রক্তে ভেসে গেল। শ্রমিক বিক্ষোভকে দমন করার পরই সমস্ত আক্রমণ নেমে এলো বলশেভিক বিপ্লবীদের উপর। প্রাভদার দপ্তর তছনছ করা হলো, অন্যান্য বলশেভিক পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হলো। ক্যাডেটরা রাস্তায় বলশেভিকদের হত্যা করতে শুরু করল। সেনাবাহিনীর যে অংশ বলশেভিক বা বিপ্লবীদের সমর্থক ছিল (রেড গার্ড), তাদেরকে সীমান্তে স্ট্রেঞ্চে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বলশেভিক নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ অনেককেই গ্রেপ্তার করা হলো এবং লেনিনের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হলো। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-বিপ্লবীদের নিয়ে গঠিত সরকারের বুর্জোয়াদের লেজুড়বৃত্তি করার চরিত্র পরিষ্কার হয়ে উঠল। সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য সরকারের সশস্ত্র দমন নীতি 'দ্বৈত ক্ষমতা'র অবসান ঘটাল। অবস্থার এমন নাটকীয় পরিবর্তনের সাথে সাথে বলশেভিকরাও তাদের রণকৌশল পরিবর্তন করে আত্মগোপন করে কাজের সিদ্ধান্ত নিল। লেনিনও আবার আত্মগোপন করে বিপ্লবের চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্য প্রস্তুতি শুরু করলেন।

এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই রাজনৈতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তনের কারণে বিপ্লবের চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে গোপনে বলশেভিক পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস (জুলাই ২৬–অগাস্ট ৩ তারিখ পর্যন্ত) অনুষ্ঠিত হয়। দ্বৈত ক্ষমতার তখন অবসান হয়েছে। ক্ষমতা এখন চূড়ান্তভাবেই বুর্জোয়া সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে রাজনৈতিক রিপোর্ট পেশ করে স্তালিন বলেন, 'বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ পর্ব শেষ হয়েছে, এখন অশান্তিপূর্ণ পর্বের সূচনা হয়েছে–সংঘর্ষ ও বিস্ফোরণের পর্ব'। (বলশেভিক পার্টির ইতিহাস পৃ-১৯৭) পার্টি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করে। এই কংগ্রেসেই ট্রটস্কি তার অনুগামীদের নিয়ে বলশেভিকদের সাথে যোগ দেওয়ার আবেদন করলে কংগ্রেস তা অনুমোদন করে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার জন্য গরিব কৃষকের সাথে মৈত্রী গড়ে তোলা যে অন্যতম আবশ্যক শর্ত, লেনিনের সেই নীতির উপর এই কংগ্রেসে সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই কংগ্রেসেই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার ভিত্তিতে নতুন পার্টির নিয়মাবলী গৃহীত হয়।

সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করার পর বুর্জোয়ারা বিপ্লবী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য

প্রস্তুতি নিতে থাকে। দেশের বাইরে থেকে ব্রিটেন, ফ্রান্সও বিপ্লবী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য চাপ দিতে থাকে। ইতিমধ্যে জেনারেল কর্নিলভ দাবি করে যে, 'সমস্ত কমিটি এবং সোভিয়েত ভেঙে দিতে হবে'। জেনারেল কর্নিলভ প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য বিদ্রোহ করে। ২৫ আগস্ট পিতৃভূমি রক্ষার নাম করে কর্নিলভ তৃতীয় অশ্বারোহী বাহিনীকে জেনারেল ক্রাইমভের নেতৃত্বে পেট্রোগ্রাদের দিকে প্রেরণ করে। বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি শ্রমিক ও সেনাদের প্রতি আক্রমণ প্রতিরোধ করার আহ্বান জানায়।

শ্রমিকরা দ্রুত অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুতি নেয়, শহরের বিভিন্ন জায়গায় ট্রেঞ্চ কাটা হয়, তারকাঁটা দিয়ে প্রতিরোধ দেওয়াল তোলা হয়, রেল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়, কয়েক হাজার সশস্ত্র নৌসেনা প্রতিরোধে অংশ নিতে শহরে শ্রমিকদের সাথে যোগ দেয়। বিপ্লবী স্বেচ্ছাসেবক প্রতিনিধিদের প্রেরণ করা হলো ককেশিয়ান অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাদের সাথে কথা বলতে, যারা শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। বিপ্লবী প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার পর তাঁরা অগ্রসর হতে অস্বীকার করল। কর্নিলভের বিদ্রোহ ব্যর্থ হলো। এই ঘটনায় মানুষের কাছে বিপ্লবী শক্তি ও প্রতিবিপ্লবী শক্তির তুলনামূলক অবস্থান পরিষ্কার হয়ে গেল। বলশেভিকরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল না ঠিকই, কিন্তু বিদ্রোহ দমনে বলশেভিক বিপ্লবী এবং সোভিয়েতগুলোই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করেছিল। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সোভিয়েতে বলশেভিকদের প্রভাব বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। এই ঘটনায় মেনশেভিকদের একটি 'ইনটারন্যাশনালিস্ট' অংশ এবং সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিকদের মধ্যে 'লেফট' গ্রুপ বুর্জোয়াদের সাথে আপোষ করার বিরোধীতা করে বলশেভিকদের সাথে যোগ দিল।

কলকারখানার শ্রমিক এবং সেনারা নতুন করে নির্বাচন করে সোভিয়েতগুলোতে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভ্যুলুশনারিদের বদলে বলশেভিক প্রতিনিধিদের পাঠাতে থাকল। ৩১ আগস্ট পেট্রোগ্রাদ সোভিয়েত বলশেভিক নীতিকে সমর্থন করল। পুরানোরা প্রেসিডিয়াম থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলো। সেপ্টেম্বরের ৫ তারিখে মস্কো সোভিয়েতের প্রতিনিধিরা বলশেভিকদের সমর্থন জানালো। সেখানেও পুরানো প্রেসিডিয়াম সদস্যরা পদত্যাগ করল। এইভাবে সোভিয়েতগুলোতে বলশেভিকদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকল, অনেক জায়গায় প্রতিনিধিরা সংখ্যাগরিষ্ঠতাও অর্জন করল। অক্টোবরের শেষাংশে সোভিয়েতের দ্বিতীয় কংগ্রেস আহ্বান করা হয়।

কিন্তু তার আগেই দ্রুত ঘটনার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অক্টোবর ৭ তারিখে লেনিন গোপনে পেট্রোগ্রাদে এসে পৌঁছালেন এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করতে ১০ অক্টোবর কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হলো। বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় লেনিন প্রস্তাব পেশ করলেন–ঐতিহাসিক প্রস্তাব। প্রস্তাবের প্রথমাংশে

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, জাতীয় পরিস্থিতি এবং সামরিক অবস্থান যে অভ্যুত্থানের অনুকূলে সে কথা উল্লেখ করে দ্বিতীয় অংশে বলা হলো :

'অতএব, একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে এবং তার জন্য সময় পরিপূর্ণ রূপে পরিণত (fully ripe) হয়ে উঠেছে এই কথা বিবেচনা করে, কেন্দ্রীয় কমিটি সমস্ত পার্টি সংগঠনকে সেই অনুসারে চলতে নির্দেশ দিচ্ছে এবং সমস্ত করণীয় কর্ম সম্পর্কে (উত্তরাঞ্চলের সোভিয়েতের কংগ্রেস, পেট্রোগ্রাদ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার, মস্কো ও মিনস্কে আমাদের লোকের সক্রিয়তা ইত্যাদি) আলোচনা ও সিদ্ধান্ত এই প্রেক্ষিতের ভিত্তিতে নিতে বলছে।' (লেনিন ১৯১৭ ঘ, পৃ-১৯০)

কেন্দ্রীয় কমিটি বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে পরিচালিত করার জন্য লেনিনের নেতৃত্বে একটি 'পলিটিক্যাল ব্যুরো' গঠন করে। (লেনিন ১৯১৭ ঙ, পৃ-৫৪৭)

এই ঐতিহাসিক প্রস্তাবের বিপক্ষে মত দিলেন দুইজন সদস্য–জিনোভিয়েভ ও কামেনভ। ট্রটস্কি সরাসরি প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন না, বিপক্ষে ভোটও দিলেন না। কিন্তু তিনি একটি সংশোধনী পেশ করলেন। তাঁর সংশোধনীতে ছিল যে সোভিয়েতের দ্বিতীয় কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তারপরে অভ্যুত্থানে যাওয়া। ট্রটস্কির যুক্তি ছিল যে সোভিয়েতের অনুমোদন নিয়ে গেলে মানুষের কাছে তার মান্যতা থাকবে। লেনিনের যুক্তি ছিল যে সে ক্ষেত্রে অনেক দেরি হয়ে যাবে, অভ্যুত্থানের সময়-দিন প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হবে এবং অভ্যুত্থান ব্যর্থ হবে। লেনিন বুঝতে পারছিলেন বিলম্ব ঘটে যাচ্ছে; পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রচণ্ড উদগ্রীব হয়ে পড়েছিলেন। সেই দিনই ফিনল্যান্ডের আর্মি, নেভি এবং ওয়ার্কার্স রিজিওনাল কমিটির চেয়ারম্যান কমরেড স্মিলগাকে যে দীর্ঘ লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলনে, তাতে লিখছেন :

'সাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাকে ভয়ানক উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। পেট্রোগ্রাদ সোভিয়েত ও বলশেভিকরা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু সরকারের তো একটা সৈন্যবাহিনী আছে এবং সুপরিকল্পিতভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে। (জেনারেল হেড কোয়ার্টারে কেরেনেস্কি নিশ্চিতভাবেই বলশেভিকদের শেষ করতে সৈন্য বাহিনী ব্যবহার করতে কর্নিলোভাইটসদের সাথে সমঝোতা করছে।) আর আমরা কি করছি? আমরা শুধুমাত্র প্রস্তাব পাশ করছি। আমরা সময় নষ্ট করছি। আমরা 'তারিখ' নির্দিষ্ট করেছি। (সোভিয়েত কংগ্রেস করার দিন ২০ তারিখ–ততদিন পর্যন্ত অভ্যুত্থান স্থগিত রাখা হাস্যকর নয়? তার (সোভিয়েতের সিদ্ধান্তের) উপর ভরসা করে বসে থাকা হাস্যকর নয়?)। বলশেভিকরা কেরেনেস্কিকে উৎখাত করতে সামরিক প্রস্তুতির জন্য স্বাভাবিক কাজগুলো করছে না।' (লেনিন ১৯১৭ চ, পৃ-৬৯)

'আমার কাছে মনে হচ্ছে জনসাধারণের মন ঠিকমতো প্রস্তুত করার জন্য অবিলম্বে এই শ্লোগান প্রচার করা হোক : পেট্রোগ্রাদ সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করো, তারা সোভিয়েত কংগ্রেসের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। কি কারণে আমরা আরো তিন সপ্তাহ যুদ্ধ এবং কেরেনেস্কি-কর্নিলোভাইট প্রস্তুতিকে সহ্য করব?' (লেনিন ১৯১৭ চ, পৃ-৭২)

কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্য পেট্রোগ্রাদ সোভিয়েতের একটি 'বিপ্লবী সামরিক কমিটি' গঠন করে। বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ডোনেৎজ বেসিন, উড়াল, হেলশিংফরস, ক্রনস্টাড, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এবং অন্যান্য প্রদেশে অভ্যুত্থানকে পরিচালনা করার দায়িত্ব অর্পণ করে প্রতিনিধি পাঠাল, যাঁরা সেই সেই প্রদেশের বলশেভিক নেতৃত্বকে সমগ্র পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং পেট্রোগ্রাদে অভ্যুত্থান শুরু হলে তার সমর্থনে সেখানেও অভ্যুত্থান শুরু করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। অক্টোবরের ১৬ তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে স্তালিনকে প্রধান করে এই পেট্রোগ্রাদ সোভিয়েতের বিপ্লবী সামরিক কমিটির একটি 'পার্টি কেন্দ্র' নির্বাচন করা হয় পেট্রোগ্রাদের অভ্যুত্থানকে পরিচালনার জন্য। এই 'পার্টি কেন্দ্র' পেট্রোগ্রাদের সমগ্র অভ্যুত্থানের সদর দপ্তর হিসাবে কাজ করে।

এর মধ্যে ১৮ তারিখে মেনশেভিক দলের এক পত্রিকায় জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ বিবৃতি দিয়ে অভ্যুত্থানের খবর প্রকাশ করে দিল। বিপ্লবের জন্য এক কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হলো। লেনিন সবাইকে জানালেন 'সঙ্কটপূর্ণ সময়। কঠিন কর্তব্য। মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা। যাই হোক না কেন, আমাদের কর্তব্য সফল করতে হবে; শ্রমিকদের সংহত ও দৃঢ়বদ্ধ প্রতিরোধ, কৃষকদের বিদ্রোহ এবং সীমান্তে চূড়ান্ত অধৈর্য সেনারা তাদের কর্তব্য পালন করবে–সর্বহারারা অবশ্যই জয়লাভ করবে।'

অক্টোবরের ২৪ তারিখ (নভেম্বর ৬) লেনিন স্মলনিতে এসে উপস্থিত হলেন এবং এসে নিজেই অভ্যুত্থানের নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সমস্ত রাত ধরে রেড গার্ডরা স্মলনিতে এসে পৌঁছাতে শুরু করেছে। বলশেভিকদের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা শ্বেত প্রাসাদের চারপাশে অবস্থান নিতে শুরু করল। পরের দিন ২৫ অক্টোবর (নতুন ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নভেম্বরের ৭ তারিখ) লাল ফৌজ রেলওয়ে স্টেশন, পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস, মন্ত্রীদের দপ্তর এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাংক দখল করে নিল। পেট্রোগ্রাদের শ্রমিকরা অভূতপূর্ব সাহস, দৃঢ়তা এবং লড়াইয়ের নিদর্শন তুলে ধরল। নৌসেনারাও অরোরা যুদ্ধ জাহাজের কামান শ্বেতপ্রাসাদের দিকে তাক করে চূড়ান্ত নির্দেশের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকল। অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণে

অরোরা যুদ্ধজাহাজের কামানের প্রচণ্ড শব্দে মহান নভেম্বর বিপ্লবের ধ্বনি সর্বত্র পৌঁছে দিল। লাল ফৌজ, বলশেভিক শ্রমিকরা 'শ্বেত প্রাসাদ' দখল করল এবং সরকারের সবাইকে গ্রেপ্তার করল। শুরু হলো ইতিহাসে নতুন অধ্যায়—সূচনা ঘটল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। বলশেভিক ইশতেহার 'রাশিয়ান নাগরিকদের উদ্দেশ্যে' ঘোষণা করল যে কেরেনেস্কি সরকার ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েত গ্রহণ করেছে।

স্মলনিতে সকাল থেকেই সোভিয়েতের দ্বিতীয় কংগ্রেস শুরু হয়েছিল। মেনশেভিক, দক্ষিণপন্থি সোশ্যালিস্ট-রেভ্যুলুশনারি এবং বুঁদের প্রতিনিধিরা অধিবেশন পরিত্যাগ করল। কংগ্রেস সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করল এবং পরের দিন (২৬ অক্টোবর, নভেম্বর ৮ তারিখ) রাতে ডিক্রি জারি হলো 'Decree on Peace' বিশ্বের প্রথম শ্রমিক শ্রেণির সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রথম ডিক্রি। সেই একই রাতে কংগ্রেস দ্বিতীয় ডিক্রি (Decree on Land) জারি করল। ঘোষণায় বলা হলো কোনরকম ক্ষতিপূরণ ছাড়াই জার-জমিদার-ভূস্বামীদের ওচার্চের মালিকানায় থাকা সমস্ত জমি সোভিয়েত সরকার গ্রহণ করছে এবং এই জমির অধিকারী হবে একমাত্র কৃষকরা। এক ডিক্রিতেই ৪০ কোটি একর জমির অধিকারী হলো গরিব কৃষক। এই কংগ্রেসেই প্রথম সোভিয়েত সরকার–কাউন্সিল অব পিপলস কমিশার–গঠন করল, লেনিন যার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন।

পেট্রোগ্রাদে ক্ষমতা দখল করলেও, সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণার পরও সর্বত্র তখনও বিজয় অর্জন হয়নি। মস্কোর রাস্তায় তখনও লড়াই চলছে। মস্কোতে সমস্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে পরাস্ত করে শ্রমিক শ্রেণিকে ক্ষমতা দখল করতে অনেকদিন সময় লেগেছিল। সমস্ত দেশ জুড়ে সোভিয়েতের ক্ষমতাকে সংহত করতে, বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে পরাস্ত করতে বলশেভিক পার্টিকে বহুদিন ধরে লড়াই চালাতে হয়েছে, আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে সেই জায়গায় নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়েছে, সমস্ত কলকারখানায় শ্রমিক শ্রেণির পরিচালনায় উৎপাদন ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করতে হয়েছে।

সোভিয়েত রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনীতি শুরু করতে সময় নিয়েছে অনেকদিন। এই কাজও বিপ্লব সফল করার চেয়ে কম কঠিন ছিল না, বরং আরও বেশি জটিল, আরও কষ্টসাধ্য, আরও বেশি সৃজনশীল প্রচেষ্টার প্রয়োজন পড়েছিল। একটি কৃষি প্রধান দেশে খুব সহজেই সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে তোলা যে যায় না, সেই শিক্ষা কমিউনিস্টরা শিখেছিল নভেম্বর বিপ্লব সফল করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার পর। একদম শুরুতেই যে ভাবনা বা ধারণা থেকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পুনর্গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তা ব্যর্থ হয়েছিল। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে

কৌশলগতভাবে পিছিয়ে আসতে হয় এবং লেনিন 'নিউ ইকনমিক পলিসি' (বা NEP) প্রস্তাব করেন। লেনিন বলছেন যে, 'বলতে পারি আমরা হিসেব না করেই ভেবেছিলাম—পুরানো রাশিয়ান অর্থনীতি থেকে রাষ্ট্রের উদ্যোগে কমিউনিস্ট নীতি অনুযায়ী উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় সরাসরি যাওয়া যাবে।' (লেনিন ১৯২১, পৃ-৬১)

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে বুর্জোয়া সরকার ক্ষমতায় আসার পর মেনশেভিকরাসহ অনেকেই বলেছিলেন যে সেই বুর্জোয়া সরকারকে সমর্থন দেওয়া উচিৎ যাতে সামন্ত অর্থনীতিকে ভেঙে বুর্জোয়ারা পুঁজির বিকাশ ঘটাতে পারে, দেশে বুর্জোয়া অর্থনীতি ব্যবস্থা একটা পরিণতি লাভ করে এবং একমাত্র তারপরই শ্রমিকশ্রেণির ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন বিবেচিত হতে পারে। এই পথে না গিয়ে বুর্জোয়াদের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের সাথে সাথে শ্রমিক বিপ্লব বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করার অর্থ হবে 'অসময়ে বিপ্লব' করা। এই যুক্তিতে এখনো অনেকে মনে করেন যে সোভিয়েতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ল তার কারণ হলো বিপ্লবটি অসময়ে সংঘটিত হয়েছিল। লেনিনের যুক্তি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বলেছিলেন—শ্রমিকশ্রেণির ক্ষমতা দখল করার মতো প্রস্তুতি সমাপ্ত হয়ে থাকলে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পূর্ণ বিকাশের জন্য অপেক্ষা করা কখনোই মার্কসবাদসম্মত হতে পারে না। বরং বুর্জোয়া বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ অর্থাৎ সামন্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সম্পর্ককে ধ্বংস করা, পুঁজির বিকাশ ঘটানো ও আহরণ ইত্যাদি শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বের অধীনেই সমাপ্ত করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই লেনিনের 'নেপ' মার্কসবাদের সৃজনশীল প্রয়োগের এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

সোভিয়েত রাশিয়ায় যখন লেনিনের 'নিউ ইকনমিক পলিসি' বা 'নেপ' গ্রহণ করা হয়, তখনো তা নিয়ে সেই সময় প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল—বলশেভিক কমিউনিস্টদের মধ্যেও আশঙ্কা ও বিভ্রান্তি ছিল। অনেকেই মনে করেছিলেন 'নেপ' আসলে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ থেকে পিছিয়ে আসা এবং 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ'-এর দিকে অগ্রসর হওয়া। 'নেপ' যে শ্রমিকশ্রেণির কর্তৃত্বাধীনে 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ'-এর পথে সাময়িক চলার পরিকল্পনা ছিল সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লেনিন 'নিউ ইকনমিক পলিসি' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন—

'নিউ ইকনমিক পলিসি'-র প্রকৃত চরিত্র হলো এই যে—প্রথমত : সর্বহারার রাষ্ট্র ক্ষুদ্র উৎপাদকদের বাণিজ্য করার অধিকার দিয়েছে; এবং দ্বিতীয়ত : সর্বহারার রাষ্ট্র বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনের হাতিয়ার বা উপায় (means of production) প্রসঙ্গে বেশ কিছু এমন নীতি গ্রহণ করেছে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যাকে বলা হয় 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ' (State Capitalism')'। (লেনিন ১৯২২, পৃ-৪০৭) 'এটা কী সম্ভব যে আমরা এমন একটা কিছুর দিকে পিছিয়ে যাচ্ছি যা চরিত্রগতভাবে 'সামন্ত একনায়কতন্ত্র'? এটা

একেবারেই অসম্ভব। যদিও অল্প অল্প করে, বিরতি দিয়ে দিয়ে, আমরা সময়ে সময়ে কিছু কিছু পশ্চাদমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছি, তবুও আমরা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছি—যে পথ আমাদের সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদের (যা সমাজতন্ত্রের সর্বোচ্চ বিকাশের স্তর) দিকে নিয়ে যাবে, এবং নিশ্চিতভাবেই সামন্ততন্ত্রে ফিরে যাবে না।' (লেনিন ১৯২২, পৃ-৪০৪)

পুঁজি তথা বুর্জোয়া ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিকাশের আগেই বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণি ক্ষমতা দখল করায় এই পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া বিকল্প যেমন ছিল না, তেমনি অবশ্যই ঝুঁকিও ছিল। লেনিন তরুণ কমিউনিস্টদের কাছে 'নেপ'-এর উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেই সময় বলেছিলেন—

'সামগ্রিকভাবে প্রশ্নটি হলো এই যে কে আগে এগিয়ে যাবে। আমাদের সরাসরি এই বিষয়টির মুখোমুখি হতে হবে—কে কর্তৃত্বের আসন দখল করবে? হয় পুঁজিপতিরা আগে নিজেদের সংগঠিত করতে সফল হবে; যা হলে তাঁরা কমিউনিস্টদের খেঁদিয়ে বিদায় করে দেবে এবং তাই হবে এই ব্যবস্থার শেষ পরিণতি। অথবা, এই সব ভদ্রলোক বা পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ করতে কৃষকশ্রেণির সমর্থনে সর্বহারার রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেকে সক্ষম বলে প্রমাণ করবে, যাতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যেই পুঁজিবাদকে চালনা করতে পারে এবং এমন এক পুঁজিবাদের জন্ম দেবে যা হবে বর্তমান রাষ্ট্রের অধীন ও রাষ্ট্রকেই সেবা করবে।' (লেনিন ১৯২১ক, পৃ-৬৬)

সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণি পুঁজিপতিদের বিকাশকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রেখে বুর্জোয়া বিপ্লবের অপূরিত কাজ সাফল্যের সাথে সমাপ্ত করতে এবং একদশকের মধ্যেই সমাজতন্ত্রের পরিকল্পিত অর্থনীতির পথে জয়যাত্রা শুরু করতে সক্ষম হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের পর আজকে তার কারণ হিসাবে নভেম্বর বিপ্লব অসময়ে সংঘটিত হয়েছিল বলে যাঁরা যুক্তি খুঁজবেন, তাদের শুধু লেনিনের উপরোক্ত কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা যায় যে এই অভিযোগ সত্য হলে 'নেপ' পর্ব সমাপ্ত হওয়ার আগেই সোভিয়েত ব্যবস্থা ভেঙে পড়ত, যে আশঙ্কা লেনিনেরও ছিল। কিন্তু তা যখন হয়নি এবং সেই পর্ব সমাপ্ত করে সোভিয়েত রাষ্ট্র যখন অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে সংগঠিত করতে পেরেছিল, তখন নভেম্বর বিপ্লব অসময়ে সংগঠিত হয়েছিল সেই বিশ্লেষণ সত্য বলে মনে করার কোন যুক্তি নেই।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়েছে ১৯২৮ সালে এবং সেই পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা 'প্ল্যান পিরিয়ড' শেষ হওয়ার আগেই অর্জন করতে সমর্থ হয়। এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপকার ছিলেন কমরেড স্তালিনের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি। তাঁর নির্ভীক নেতৃত্ব, আপোষহীন মনোভাব, দূরদৃষ্টি এবং

মার্কসীয় জ্ঞানের জন্যই নানা বাধা-বিপত্তি, আশঙ্কাকে পরাস্ত করে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সফলভাবে শেষ করা সম্ভব হয়েছিল। বুর্জোয়াদের হাত থেকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে শ্রমিক শ্রেণির যে রাষ্ট্র গঠনের জন্য রাশিয়ার মেহনতি মানুষ কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে অশেষ আত্মত্যাগ করেছিলেন, বলা চলে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সফল হওয়ার পরই তা এক দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। মানব সভ্যতা বিকাশের যে ঐতিহাসিক বাস্তবতার তত্ত্ব মার্কস-এঙ্গেলস বলেছিলেন তার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে।

এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় অসংখ্যবার ভুল-ভ্রান্তি ঘটেছে, রণকৌশল পরিবর্তন করতে হয়েছে বারংবার এবং তারপরও যে সফলতা এসেছে তার কারণ হলো বলশেভিক পার্টি লেনিনের এক অমূল্য শিক্ষাকে তাদের পাথেয় করেছিল। লেনিনের শিক্ষা ছিল এই যে, 'একটি রাজনৈতিক দল তার শ্রেণি এবং জনসাধারণের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য কীভাবে বাস্তবায়ন করে এবং সেই বিষয়ে কতটা আন্তরিক তা বিচার করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও নিশ্চিত উপায় হলো নিজেদের ভুলের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করা। খোলাখুলি ভুল স্বীকার করা, ভুলের কারণ নিরূপণ করা, কোন পরিস্থিতির জন্য ভুল ঘটলো তা বিশ্লেষণ করা এবং কীভাবে ভুল সংশোধন করা যাবে তার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা—এটাই একটি যথার্থ পার্টির পরিচায়ক চিহ্ন; যেভাবে কর্তব্য সম্পাদন করা উচিৎ এটাই তার পথ; শ্রেণি ও জনগণকে শিক্ষিত ও দক্ষ করে তোলার এটাই পথ।' (লেনিন ১৯২০, পৃ-৫৭)

সমাজতন্ত্রের অর্জন

বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্রগঠন এক বিস্ময়কর ঐতিহাসিক ঘটনা। মানুষকে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক ও শোষণের হাত থেকে মুক্ত করে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গঠনের অভিমুখে প্রথম জয়যাত্রার সূচনা হয়েছিল নভেম্বর বিপ্লবের বিজয়ের মধ্য দিয়ে। যদিও এই জয়যাত্রা সহজ ছিল না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পরপরই প্রতিক্রিয়াশীল ও উৎখাত হওয়া শ্রেণিকে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স, জাপান এবং আমেরিকা সদ্য গঠিত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালায় এবং দেশের বিভিন্ন স্থান দখল করে সোভিয়েত ভেঙে দিয়ে 'শ্বেতসরকার' গঠন করে। ব্রিটিশ এবং ফ্রেঞ্চ সৈন্য উত্তরাঞ্চলের মুর্মুনস্ক দখল করে 'উত্তর রাশিয়া' সরকার গঠন করে। জাপানের সৈন্য ভ্লাদিভস্তক দখল করে সোভিয়েত ভেঙে দিয়ে বিদ্রোহী হোয়াইটগার্ডদের ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনে। একই ভাবে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের গোপন সহযোগিতায় ডন অঞ্চল প্রতিক্রিয়াশীলদের দখলে চলে যায়। তেমনি সাইবেরিয়ার ভলগা অঞ্চল ব্রিটিশ-ফ্রেঞ্চ সাম্রাজ্যবাদ সোশ্যালিস্ট রেভ্যুলুশনারিদের সহযোগিতায় সোভিয়েতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত

করে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করে 'the Socialist fatherland is in danger' সদ্য প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষে তখন যুদ্ধ মোকাবেলা করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন রাস্তা খোলা ছিল না। সোভিয়েতে পরিস্থিতির গুরুত্ব এবং সংকট অনুধাবন করে লেনিন শ্লোগান দেন, 'All for the front!'। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে রক্ষার জন্য শ্রেণিশত্রুদের চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করতে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ। এইরকম পরিস্থিতিতে সোভিয়েত সরকারকে কৃষকদের কাছ থেকে সমস্ত উদ্বৃত্ত ফসল বাজেয়াপ্ত করণের মতো সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই 'ওয়ার কমিউনিজম পর্ব'-এ চলা গৃহযুদ্ধ চলে প্রায় তিন বছর ধরে। কিন্তু এই ফসল বাজেয়াপ্ত করণের নীতি যে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবেই গ্রহণ করা হয়েছিল এবং যুদ্ধের পরিস্থিতিই বাধ্য করেছিল এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তা দশম কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্টে কমরেড লেনিন ব্যাখ্যা করেন। (লেনিন ১৯২১ খ, পৃ–২৩৪)

এই কারণে ১৯১৭ সালে ক্ষমতা দখল করলেও গৃহযুদ্ধকালীন 'ওয়ার কমিউনিজম' পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত সোভিয়েত রাষ্ট্র অর্থনীতি পুনর্গঠনের কাজ শুরু করতে পারেনি। দশম কংগ্রেসে কমরেড লেনিনের 'নিউ ইকনমিক পলিসি' (NEP)-এর প্রস্তাব (Report On The Substitution Of A Tax In Kind For The Surplus Grain Appropriation System) গৃহীত হওয়ার মধ্যদিয়ে 'ওয়ার কমিউনিজম'–এর মতো বিশেষ পরিস্থিতির সমাপ্তি ঘটে। যদিও এই নতুন অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণের অর্থ ছিল নিয়ন্ত্রিত আকারে কৃষি পণ্যের বাজারকে ফিরিয়ে আনা অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সম্পর্ককে ফিরিয়ে আনা। দশম কংগ্রেসে কমরেড লেনিন তাঁর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিলেন 'মুক্ত বিনিময় (free exchange) কী? এটা অবাধ বাণিজ্য এবং তার অর্থ পুঁজিবাদের দিকে ফিরে যাওয়া। মুক্ত বিনিময় এবং স্বাধীন বাণিজ্যের অর্থ হলো ক্ষুদ্র (petty) মালিকদের মধ্যে পণ্যের চলাচল। আমরা সবাই যাঁরা মার্কসবাদের অন্তত : প্রাথমিক পাঠটুকু নিয়েছি, তাঁরা জানি যে এই বিনিময় ও স্বাধীন বাণিজ্য পণ্য উৎপাদকদের নিশ্চিতভাবে পুঁজির মালিক ও শ্রমের মালিক হিসাবে বিভাজিত করবে, বিভাজিত হবে পুঁজিপতি ও মজুরিশ্রমিকে, অর্থাৎ পুঁজিবাদী মজুরি দাসত্বের পুনরুত্থান ঘটবে যা আকাশ থেকে পড়ে না কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র নির্দিষ্টভাবে কৃষিপণ্য অর্থনীতি থেকে আত্মপ্রকাশ করে।' (লেনিন ১৯২১খ, পৃ-২১৮)

মনে রাখতে হবে যে জারের আমল থেকেই রাশিয়া একটার পর একটা যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তার মধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের মতো ঘটনা ঘটেছে। এরপরেই সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক আগ্রাসনকে মোকাবিলা করা ও ক্ষমতাচ্যুত শ্রেণিগুলোর সাথে এই তিন বছরের গৃহযুদ্ধ রাশিয়ার সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকেই বিপর্যস্ত করে দেয়, বিশেষত : কৃষিক্ষেত্রকে। এমন ভয়ঙ্কর প্রতিকূল পরিবেশের এক একটি দুর্লঙ্ঘ শৃঙ্খকে জয়

করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে অত্যন্ত বিরূপ ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হয়েছে, প্রতি পদক্ষেপে মার্কসবাদের প্রজ্ঞাদীপ্ত ও সৃজনশীল প্রয়োগ ঘটাতে হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণের পূর্ব অভিজ্ঞতা ইতিহাসে ছিল না। বিশেষ পরিস্থিতিতে লেনিনের 'নেপ' ছিল এমনই এক প্রজ্ঞাদীপ্ত কৌশল।

মানব কল্যাণের এমন কোন অভিমুখ ছিল না, যে দিকে নতুন সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থা নিত্য-নতুন অর্জনের স্বাক্ষর রাখেনি। কৃষিতে পুরানো উৎপাদন সম্পর্ক ভাঙতে আমূল ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে সোভিয়েত শুধুমাত্র ভূমির উপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠাই করেনি, কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্যদিয়ে গোটা কৃষি ব্যবস্থাতেই মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে। ভৌগলিক আয়তনে সোভিয়েত রাশিয়ার জমির পরিমাণ বিপুল হলেও আবাদ যোগ্য জমির পরিমাণ সেই তুলনায় ছিল কম। যেমন, আমেরিকান কৃষি গবেষণার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে সোভিয়েত আমলে রাশিয়ায় আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ আমেরিকা থেকে কম ছিল। অধিকাংশ জমি ছিল কর্ষণের অনুপযুক্ত। (বেল ১৯৬১, পৃ-২) তা সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের কয়েক দশকের মধ্যেই কৃষি উৎপাদনে রাশিয়া বিশ্বের অন্যতম অগ্রণী দেশে পরিণত হয়। যেমন : আমেরিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৫৮ সালে আমেরিকার কৃষি উৎপাদন ছিল বিশ্বের মোট উৎপাদনের ১৬ শতাংশ, আর সোভিয়েতের উৎপাদন ছিল ১১ শতাংশ। (বেল ১৯৬১, পৃ-৭) আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমেরিকায় কৃষি আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণ ঘটেছিল রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার প্রায় এক শতাব্দী আগে। সেখানে গৃহযুদ্ধের পর্ব অতিক্রম করে কৃষি ব্যবস্থার পুনর্গঠনের কাজ সোভিয়েত শুরু করতে পেরেছিল ১৯২৩ সালে। যে দেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষ অভ্যস্ত ছিল প্রতি বছর দুর্ভিক্ষ-অনাহার, প্রবল শীতের প্রকোপ ও চিকিৎসার অভাবে মারা যেতে, অপুষ্টিতে ভুগতো–তাঁরাই পেল রাষ্ট্রের খরচে শিক্ষা-স্বাস্থ্যের নিশ্চিত ব্যবস্থা।

নারীকল্যাণ নিশ্চিত করতে সোভিয়েত ব্যবস্থা যে সমস্ত নীতি গ্রহণ করেছিল তা মানব ইতিহাসে ইতিপূর্বে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। সোভিয়েতই প্রথম নারীদের উপর যুগ-যুগান্তরের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বঞ্চনার অবসান ঘটাতে পেরেছিল। বিপ্লবের আগে জারশাসিত রাশিয়ার অধিকাংশ মানুষ বাস করত অত্যন্ত দারিদ্র্য পীড়িত গ্রামে, যেখানে বিরাজ করত ধর্মের অনুশাসনে বাধা শতাব্দী প্রাচীন পুরুষতান্ত্রিক সংস্কার। এমন পরিমণ্ডলে নারীদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে করুণ, নারী ছিল প্রায় আক্ষরিক অর্থেই পুরুষের দাস। জারের শাসনে স্ত্রীকে মারধোর করার স্বামীর অধিকারও ছিল আইনসম্মত। নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার প্রায় ছিল না বললেই চলে। শহরাঞ্চলের শিল্প, কলকারখানাতেও নারী শ্রমিকদের জীবন ছিল দুর্বিষহ। রাশিয়ার পুঁজিবাদের বিকাশ বইতে লেনিন রাশিয়ার নারী শ্রমিকদের

অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে ১২-১৪ বছর বয়সেই তাঁরা কারখানার কাজে যোগ দিত এবং দিনে কোথাও কোথাও ১৮ ঘণ্টা তাদের কাজ করতে হতো। এই পরিশ্রমের বিনিময়ে পেত যৎসামান্য মজুরি। ম্যাক্সিম গোর্কির ১৯০৩ সালে লেখা বিখ্যাত নাটক *দি লোয়ার ডেপথ* এ তালা-মিস্ত্রীর স্ত্রী আন্না বলছে 'আমি এমন একটা দিন মনে করতে পারছি না যে দিন পেটে খিদে নিয়ে ঘুমাতে যাইনি। ... যখন জেগে থাকি, খাই, ঘুমাই–আমি ভয়ে ভয়ে থাকি ... পুরোটা জীবন আমি ভয়ে থরথর করে কেঁপে কাটালাম এই ভেবে যে পরের গ্রাসটা আর বোধ হয় পাবো না ... আমার হত দরিদ্র জীবনটা শতচ্ছিন্ন নেকড়া জড়িয়ে কাটালাম ... কিন্তু কেন? এই রকমই ছিল রাশিয়ায় নারীদের জীবন।

সমাজে নারীদের অবস্থান, মর্যাদা ও স্বাধীনতা ইত্যাদি সমস্তই ছিল সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ও উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যা এঙ্গেলস ব্যাখ্যা করেছিলেন তাঁর 'প্রিন্সিপলস অব কমিউনিজম' বইতে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে অপসারিত না করে সকল বন্ধন থেকে মুক্ত করে নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন কখনো সম্ভব নয়। কোন পুঁজিবাদী দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যত অগ্রসরই হোক না কেন, নারীর পূর্ণাঙ্গ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়নি, তাঁকে সম্পূর্ণ স্বাধীনও করা যায়নি। সাম্যবাদে নারীর অবস্থান বলতে গিয়ে এঙ্গেলস বলেছিলেন : 'নর-নারীর মধ্যে সম্পর্ককে একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়ে রূপান্তরিত করা হবে যা কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মাথা ঘামানোর ব্যাপার, সমাজের সেখানে নাক গলানোর কোন অবকাশ নেই। এটা পারা যাবে যেহেতু ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে বিলুপ্ত করা যাবে এবং সামাজিকভাবে শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব নেওয়া হবে এবং একই ভাবে বিবাহ প্রথার দুইটি ভিত্তিকে অপসারিত করা হবে–ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে ভিত্তি করে বেঁচে থাকা নির্ভরশীলতা, পুরুষের উপর নারীর এবং পিতামাতার উপর সন্তানের।' (এঙ্গেলস ১৮৪৭, পৃ-৯৪)

আমরা জানি সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সম্পূর্ণ বিলোপ করা যায় না। তথাপি নারী মুক্তির প্রশ্নে সোভিয়েত রাষ্ট্র যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তা ছিল এই অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই। বিপ্লবের পরে প্রথমেই যে সমস্ত আইন সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীকে অবদমিত করতে সাহায্য করে তা সম্পূর্ণ বাতিল করা হলো। নারীকে ঘোরাফেরার ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হলো। বিপ্লবের আগে আইন ছিল যে স্বামী যেখানে যাবে স্ত্রীও স্বামীর সাথে যেতে বাধ্য থাকবে। জমির উপর মালিকানা স্বত্ত্বের ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দেওয়া হলো এবং পরিবারের কর্তা হিসাবে (head of the household) গণ্য হওয়ার বাধাও দূর করা হলো। নারীর সামাজিক অধিকার

প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল চার্চের কর্তৃত্ব ও অনুশাসন। রাষ্ট্রের সঙ্গে চার্চের সমস্ত সম্পর্ককে ছিন্ন করা হলো। বিয়ে, শিশুর জন্মের পর নথীভুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর চার্চের কর্তৃত্ব আর রইল না এবং নারীকে গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হলো। দুইজনের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে খুব সহজ এক রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে বিয়ে করার পদ্ধতি চালু করা হলো। স্ত্রীকে স্বামীর পদবি গ্রহণ করার কোন আইনি বিধানও থাকলো না। ১৯২৬ সাল থেকে বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের আইনও তুলে দেওয়া হলো। শিশুর জন্ম বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যদিয়ে হোক অথবা তার বাইরে হোক রাষ্ট্রের কাছে সকল শিশুই ছিল সমান, অর্থাৎ অবৈধ সন্তানের ধারণাকে বাতিল করা হলো।

১৯১৭ সালের বিবেচনায় এই সমস্ত সামাজিক পরিবর্তন যে কতবড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছিল আজ তা কল্পনাও করা যাবে না। অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশেও তখন নারীদের সম্পর্কে এই সমস্ত প্রগতিশীল সামাজিক ধারণা চালু ছিল না এবং অনেক বিষয়েই আইনের চোখে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার ছিল না। এমনকি ১৯১৮ সালে যখন সোভিয়েত রাশিয়ায় নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়, তখনও পর্যন্ত ইউরোপের ডেনমার্ক ও নরওয়ে ছাড়া অন্য কোথাও নারীদের ভোটাধিকার ছিল না। নারীদেরও পুরুষের মতো একই বেতনে সমস্ত স্তরে কাজের অধিকার স্বীকৃত ছিল এবং মাতৃত্বকালীন সময়ে সমস্ত রকম সুবিধা রাষ্ট্রের তরফে নিশ্চিত করা হয়েছিল। প্রতিটি নারীর কর্মসংস্থান ছিল নিশ্চিত এবং দেশ থেকে পতিতাবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করা হয়েছিল। আজ পর্যন্ত কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্রে এই সামাজিক ব্যাধিকে দূর করার কথাতো কেউ কল্পনাও করতে পারে না, বরং বুর্জোয়া ব্যবস্থায় নারীর দেহকে বাজারের পণ্য হিসাবে বেঁচাকেনার জন্য পতিতাবৃত্তিকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রই বাঁচিয়ে রাখে।

জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও সোভিয়েতে যে ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল তা সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত ও পরিচালিত অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশ জুড়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার এক বিপুল পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল। দেশের প্রতিটি নাগরিক বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার অধিকারী ছিল। জারের শাসনে যেখানে রাশিয়াতে নাগরিকদের গড় আয়ু ছিল ৩২ বছর, বিপ্লবের পরে চারিদিক থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের যখন হামলা চলছে, দেশের অভ্যন্তরে চলছে গৃহযুদ্ধ তার মধ্যেই মাত্র তিন বছরের মধ্যে গড় আয়ু দাঁড়ায় ৪৪ বছর এবং এক দশকের মধ্যেই গড় আয়ু হয় পশ্চিমি বুর্জোয়া দেশগুলোর সমান। বিপ্লবের আগে শিশু মৃত্যুর হার ছিল অত্যন্ত উদ্বেগজনক। গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ বাস করত, শহরাঞ্চলে শ্রমিকরা যে সামান্য মজুরি পেত এবং যে রকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বস্তিতে থাকতে বাধ্য

হতো, তার কারণেও শিশু মৃত্যুর হার ছিল অত্যন্ত বেশি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা ১০ ভাগের একভাগে নেমে আসে। সংশোধনবাদ এসে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অগ্রযাত্রাকে যখন স্তব্ধ করে দিয়েছে, সেই সময়ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কল্যাণে গড়ে ওঠা পরিকল্পনার কারণে যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বজায় ছিল এবং তা থেকে যে স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষকে দেওয়া হতো তার পরিসংখ্যান এখনো মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে। ১৯৮০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতিবছর ১৬ কোটি সোভিয়েত নাগরিককে প্রতিষেধক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হতো। তার সাথে সেই বছর সার্বক্ষণিক চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে ছিল ৩.৫ কোটিরও বেশি অসুস্থ্য নাগরিক। এই সব পরিষেবা দেওয়া হতো রাষ্ট্রের খরচে।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের জয়যাত্রাও ছিল অভাবনীয়। কী মৌলিক গবেষণা, কী প্রযুক্তি বিজ্ঞান–উভয় ক্ষেত্রেই সোভিয়েত রাশিয়ার অগ্রযাত্রা ঘটেছিল অচিন্তনীয়। পশ্চাৎপদ কৃষি অর্থনীতি নির্ভর জার শাসিত রাশিয়াতেও বিজ্ঞান চর্চার একটি ঐতিহ্য ছিল। রাশিয়া ইউরোপীয় দেশ হওয়ার কারণে ইউরোপের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতির প্রভাব রাশিয়াতেও ছিল এবং চর্চাও ছিল। সেন্ট পিটার্সবুর্গ একাডেমি অব সায়েন্সেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭২৫ সালে। লোমোনোসভ (১৭১১-১৭৬৫), লোবোচেভস্কি (১৭৯২-১৮৫৬), চেবিশেভ (১৮২১-১৮৯৪), মেন্ডেলিয়েভ (১৮৩৪-১৯০৭), আইভানভস্কি (১৮৬৪-১৯২০), মার্কভ (১৮৫৬-১৯২২), লিয়াপুনভ (১৮৫৭-১৯১৮), পাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬) প্রমুখ অনেক নামই বিশ্বের বিজ্ঞান জগতের নক্ষত্রদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়। সেন্ট পিটার্সবুর্গ একাডেমি অব সায়েন্সেস প্রতিষ্ঠার পর সেখানে যোগ দিয়েছিলেন বিখ্যাত গণিতবিদ যোহান বারনৌলির দুই পুত্র স্বনামধন্য গণিতবিদ–নিকোলাস বারনৌলি (১৬৯৫-১৭২৬), ড্যানিয়েল বারনৌলি। নিকোলাস ১৭২৬ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গেই মারা যান এবং ড্যানিয়েল ১৭৩৩ সাল পর্যন্ত সেখানে কাজ করে ছিলেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে, ১৭২৭ সালে গণিত জগতে যাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, সেই লেনার্ড অয়লার একাডেমিতে যোগদেন এবং ১৭৪১ সাল পর্যন্ত এখানেই অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। এই সব কারণে রাশিয়ার এই একাডেমিতে বিজ্ঞান পঠন-পাঠন-গবেষণার মান ছিল অনেক উন্নত। কিন্তু বিজ্ঞান গবেষণা ছিল একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়, রাষ্ট্রের বিশেষ কোন উদ্যোগ ছিলনা। তাই গবেষণাগার ছিল অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক, সুযোগ সুবিধাও ছিল অল্পসংখ্যক আর্থিকভাবে সম্পন্ন মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নভেম্বর বিপ্লবের পর রাষ্ট্রের সহযোগিতায় বিজ্ঞান চর্চার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়।

১৯৩৪ সালে একাডেমি অব সায়েন্সেসকে পিটার্সবুর্গ (তখন লেনিনগ্রাড)

শহর থেকে সরিয়ে মস্কোতে নিয়ে আসা হয়। এই একাডেমির কাজ ছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গবেষণাগার গড়ে তোলা এবং সেই সব প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান গবেষণার কাজ পরিচালনা করা। পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপর মৌলিক গবেষণার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হয়েছিল নানা ইনস্টিটিউট, গবেষণাগার, মিউজিয়াম, রিসার্চ স্টেশন, বিজ্ঞান সোসাইটি। দেশের মানুষকে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে তুলতে এই সব মিউজিয়ামের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯৩০ সালের অক্টোবর মাসে রাশিয়া ভ্রমণে যান তখনও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো পরিপূর্ণভাবে গড়ে ওঠেনি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সবে দুই বছর অতিক্রম করেছে। তথাপি, যে টুকু গড়ে উঠেছিল তা দেখেই কবি বিস্মিত হয়েছিলেন। রাশিয়ার চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন– ‘বিজ্ঞান শিক্ষায় পুঁথির পড়ার সঙ্গে চোখের দেখার যোগ থাকা চাই, নইলে সে শিক্ষার বারো-আনা ফাঁকি হয়। শুধু বিজ্ঞান কেন, অধিকাংশ শিক্ষাতেই একথা খাটে। রাশিয়াতে বিবিধ বিষয়ের মিউজিয়ামের যোগে সেই শিক্ষার সহায়তা করা হয়েছে। এই মিউজিয়াম শুধু বড়ো বড়ো শহরে নয়, প্রদেশে প্রদেশে, সামান্য পল্লি গ্রামের লোকেরও আয়ত্ত গোচরে।’

সকলের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ-পরিকাঠামো গড়ে তোলার ফলে শুধুমাত্র সোভিয়েত বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটেছিল তাই নয়, সেই বিজ্ঞান গবেষণার ফলাফল গবেষণাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে ছিল না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে কাজে লাগানো হয়েছিল জনজীবনের সমস্যা সমাধানে ও মানুষের সার্বিক মঙ্গল সাধনে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও তাকে বাস্তবায়িত করার কাজে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিজ্ঞান গবেষণার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এই সময়ে যে সমস্ত মৌলিক গবেষণা সাধিত হয়েছিল তার ফলশ্রুতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন-রসায়নে নিকোলাই সেমিওনভ; পদার্থবিদ্যায় ইগর ট্যাম, ইলিয়া ফ্রাঙ্ক, লেভলান দাউ, নিকোলাই ভাসভ, আলেকজান্ডার প্রোখোরোভ, পিওতর কাপিৎসা, ঝোরেস আলফেরভ, ভিতালি গিনসবার্গ, আলেক্সেই আব্রিকোসভ এবং অর্থনীতিতে লিওনিদ কান্তারোভিচ (লিনিয়ার প্রোগ্রামিং-এর জন্য)। এই সময়ে গণিত গবেষণা যে উৎকর্ষতার শীর্ষে পৌঁছে ছিল তার প্রমাণ হলো গণিতের ক্ষেত্রে নোবেল প্রাইজ হিসাবে বিবেচিত (প্রতি ৪ বছর অন্তর এই পুরস্কার দেওয়া হয়) ‘ফিল্ডমেডেল’ পেয়েছিলেন সের্গেই নভিকভ, গ্রগরি মার্গুলিস এবং ভ্লাদিমির ড্রিনফিল্ড।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পারমাণবিক গবেষণা ও মহাকাশ গবেষণার উৎকর্ষতা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার কথা সুবিদিত। এই সব ক্ষেত্রে সোভিয়েতের অর্জন আমেরিকাসহ পশ্চিমি দুনিয়ার সাফল্যকে যে ছাড়িয়ে গিয়েছিল সে বিষয়ে কারো

কোন দ্বিমত নেই। মহাকাশে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ (স্পুটনিক) পাঠানোর কৃতিত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের। মহাকাশে যে জীবিত থাকা সম্ভব সে কথাও প্রমাণ করেছিল সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা 'লাইকা' নামের এক কুকুরকে পাঠিয়ে। চাঁদের উল্টো দিকে প্রথম রকেট পাঠানোর দক্ষতা দেখিয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়া এবং সূর্য থেকে নির্গত বস্তুকণার স্রোত (যাকে সোলার উইন্ড বলে) পর্যবেক্ষণে সক্ষম হয়েছিল। মহাকাশে প্রথম মানুষ পাঠানোর কৃতিত্বও সোভিয়েত অর্জন করেছিল। ইউরি গ্যাগারিনই বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী। প্রথম মহিলা মহাকাশচারীও একজন সোভিয়েতের নারী–ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা। ইউরোপের একটি পশ্চাৎপদ দেশকে দুই-তিন দশকের মধ্যে বিশ্ব শক্তিতে পরিণত করা, সমাজকল্যাণের প্রতিটি ক্ষেত্রে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সমকক্ষ হয়ে ওঠা, সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনের সুষমব্যবস্থা গড়ে তোলা, ব্যক্তিকে মজুরি দাসত্ব থেকে মুক্ত করে প্রত্যন্ত প্রদেশেও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো ইত্যাদি প্রতিটি অর্জনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত বিজ্ঞান চর্চা সহায়কের ভূমিকা পালন করে ছিল। শিক্ষা-সংস্কৃতি পণ্য নয়, মানুষের মৌলিক অধিকার–সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

১৯২৮ সালে আমেরিকার ২৫ জন শিক্ষাবিদের সাথে 'American Society for Cultural Relations with Russia' নামে একটি সংগঠনের প্রতিনিধি হিসাবে শিক্ষাবিদ জন ডিউই রাশিয়া পরিদর্শনে যান। তিনি ফিরে আসার পরের বছর 'Impressions of Soviet Russia and the revolutionary world' শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করেন।

সেখানে সেই মার্কিন শিক্ষাবিদ লেখেন–'পৃথিবীর আর কোথাও আমি এমন বিপুল সংখ্যক বুদ্ধিমান, সুখী এবং মেধা সংশ্লিষ্ট কাজে নিমগ্ন শিশুদের দেখিনি। পরিদর্শন করা হবে বলে তাদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়নি। আমরা মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি আর দেখছি তাঁরা গ্রীষ্ম অবকাশের নানাবিধ কাজে ব্যস্ত–বাগান করছে, মৌমাছির পরিচর্যা করছে, বাড়ি সারাই করছে, সংরক্ষণশালায় (যেটা তৈরি করেছে এবং এখন রক্ষণাবেক্ষণ করছে একদল ছেলে, বিশেষত : শিষ্টাচারবিহীন এক রোখা ছেলে যাঁরা সামনে যা দেখত তাই ভাঙচুর করতে অভ্যস্ত ছিল) ফুল ফোটানোর কাজ করছে, জটিল নয় এমন যন্ত্রপাতি অথবা কৃষি সরঞ্জাম তৈরি করছে ইত্যাদি। কী তাঁরা করছে সেটা বড় নয়, কিন্তু তাদের ব্যবহার এবং মনোভাব, যাই হোক, যা এখনও আমার মনে রয়েছে–আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছি না, সেই সাহিত্যিক দক্ষতা আমার নেই। কিন্তু তার মোদ্দা ছাপ সব সময়ের জন্য থেকে যাবে। যদি শিশুরা অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা পরিবার থেকেও এসে থাকে, আশ্চর্যজনকভাব ছবিটা একই হবে, আমার অভিজ্ঞতায় এটা অভূতপূর্ব।'

সেদিন যে সমস্ত বড় মানুষ রাশিয়ায় গিয়েছেন তাঁরাই নতুন সভ্যতাকে দেখে, সোভিয়েত মানুষের উদ্যম, প্রচেষ্টা, কর্মতৎপরতা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ, রঁম্যা রঁল্যা সকলেই এক বাক্যে সমাজতন্ত্রের দর্শনানুযায়ী রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়াকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

রাশিয়ার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন–'এখানে এসে সবচেয়ে যেটা আমার চোখে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে, এই ধন-গরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এদেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা একমুহূর্তে অবারিত হয়েছে। চাষাভূষো সকলেই আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে, এইটে দেখে আমি যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েছি। মানুষে মানুষে ব্যবহার কী আশ্চর্য সহজ হয়ে গেছে।' ...

'আপাতত রাশিয়ায় এসেছি–না এলে এজন্মের তীর্থ দর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যা কাণ্ড করছে তার ভালো মন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্ব প্রথমেই মনে হয়, কী অসম্ভব সাহস। সনাতন বলে পদার্থটা মানুষের অস্থি মজ্জায় মনে-প্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে; তার কত দিকে কত মহল, কত দরজায় কত পাহারা, কত যুগ থেকে কত ট্যাক্সো আদায় করে তার তহবিল হয়ে উঠেছে পর্বত প্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে; ভয় ভাবনা সংশয় কিছু মনে নেই। সনাতনের গদি দিয়েছে ঝেঁটিয়ে, নূতনের জন্যে একেবারে নূতন আসন বানিয়ে দিলে। পশ্চিম মহাদেশ বিজ্ঞানের জাদু বলে দুঃসাধ্য সাধন করে, দেখে মনে মনে তারিফ করি। কিন্তু এখানে যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চলছে সেটা দেখে আমি সব চেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছি। শুধু যদি একটা ভীষণ ভাঙচুরের কাণ্ড হত তাতে তেমন আশ্চর্য হতুম না—কেননা নাস্তানাবুদ করবার শক্তি এদের যথেষ্ট আছে—কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, বহুদূরব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নূতন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে। দেরি সইছে না; কেননা জগৎ জুড়ে এদের প্রতিকূলতা, সবাই এদের বিরোধী—যত শীঘ্র পারে এদের খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে—হাতে হাতে প্রমাণ করে দিতে হবে, এরা যেটা চাচ্ছে সেটা ভুল নয়, ফাঁকি নয়। হাজার বছরের বিরুদ্ধে দশ-পনেরো বছর জিতবে বলে পণ করেছে। অন্য দেশের তুলনায় এদের অর্থের জোর অতিসামান্য, প্রতিজ্ঞার জোর দুর্ধর্ষ।'

সংশোধনবাদের অভ্যুত্থান এবং সোভিয়েতের পতন

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল মহান স্তালিনের সুযোগ্য নেতৃত্বে মার্কসবাদের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে। আমরা জানি বিপ্লবের পরে লেনিন বেশি দিন বাঁচেননি, ১৯২৪ সালে তিনি মারা যান। তাঁর অবর্তমানে সমাজতন্ত্র গঠনের গুরু দায়িত্ব এসে পড়ে কমরেড স্তালিনের উপর। একদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের নিরন্তর

চক্রান্ত, অন্যদিকে দল ও দেশের অভ্যন্তরে শ্রেণি শত্রুদের অবিরাম আক্রমণকে প্রতিহত ও পরাস্ত করে এই গুরু দায়িত্ব পালন করেছিলেন কমরেড লেনিনের সুযোগ্য ছাত্র কমরেড স্তালিন। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র নির্মাণের পরিকল্পনা যেরকম দ্রুত গতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছিল বিশ্বরাজনীতিতে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান ও ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা সে কাজ অব্যাহত রাখার প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটায়। সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী জার্মান আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করাই মূল কাজ হয়ে দাঁড়ায়। সোভিয়েতের শ্রমিক-কৃষক; বুদ্ধিজীবী-লেখক-শিল্পী এবং লালফৌজ কমরেড স্তালিনের নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে এক বিস্ময়কর প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। দীর্ঘ চার বছরের মরণপণ লড়াইয়ের পর ১৯৪৫ সালের ৯ মে লাল ফৌজের হাতে ফ্যাসিবাদী জার্মান সেনাবাহিনীর অন্তিম পরাজয় ঘটে, ততদিনে সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এত বিপুল ছিল যে তা অকল্পনীয়। এই যুদ্ধে মিত্র শক্তি ব্রিটেন এবং আমেরিকা থেকে যে সহযোগিতা পাওয়ার কথা ছিল, কমরেড স্তালিন তার কিছুই পাননি। এরা কেবল বৈঠকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে অপেক্ষা করেছে কবে রাশিয়ার পতন ঘটে তা দেখার জন্য। আজকে এদের ভাড়া করা ইতিহাসবিদরাই মিত্রবাহিনীর জয়লাভের সকল কৃতিত্ব দাবি করে আর মহান স্তালিনকে হিটলারের সঙ্গে এক আসনে বসিয়ে ডিকটেটর সাজিয়ে আনন্দ পায়।

তবু, সোভিয়েত রাষ্ট্র বা কমিউনিস্ট পার্টি নয়, এমনকি কোন কোন আমেরিকান ইতিহাসবিদদের করা ক্ষয়ক্ষতির হিসাব মেনে নিলেও ক্ষতির পরিমাণ মানুষকে বিমূঢ় করবে এবং প্রমাণ করবে যে হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে সত্যিকারের লড়াই কারা করেছিল। আমেরিকার 'আইজেনহাওয়ার ইনস্টিটিউট এ্যাট গেটিসবার্গ'-এর ডাইকম্যানের প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

তিনি লিখেছেন—'আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত (USSR) এই দুইটি রাষ্ট্র যখন ১৯৪১ সালে যুদ্ধে যায়, তখন জনসংখ্যা প্রায় সমান ছিল—১৩ কোটি। আমেরিকানদের কাছে ছিল যে আমরা আমাদের ছেলেদের পাঠাচ্ছি বিদেশের একটা যুদ্ধে অংশ নিতে যে ব্যাপারে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সোভিয়েতের কাছে ছিল ঘরের দুয়ারে অনতিক্রম্য বর্বরতার বিরুদ্ধে নিজের যুদ্ধ। আমেরিকার ক্ষতি হয়েছিল প্রায় ৪ লক্ষ সৈন্য (মৃত বা নিখোঁজ) এবং প্রায় একজনও সাধারণ নাগরিকেরই জীবনহানি ঘটেনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। যে ইতিহাসবিদকে তুমি বিশ্বাস করো না কেন, সোভিয়েতের ন্যূনতম ১.১ কোটি সৈন্য এবং ৭০ লক্ষ থেকে ২ কোটি সাধারণ নাগরিক মারা গিয়েছিল এই দেশরক্ষার যুদ্ধে।' ...

'যখন কোন রাশিয়ান শুনতে পায় যে একজন আমেরিকান অপরজনকে বলছে যে 'আমরা ইউরোপের যুদ্ধ জিতেছিলাম', তখন যে তাঁরা ক্রোধান্বিত হন তার কারণ

হচ্ছে এই সংখ্যা। জার্মানদের সাথে লড়াইয়ে একজন আমেরিকান সৈন্য মারা গেলে সোভিয়েতের সৈন্য মারা গেছে ৮০ জন। অন্যদিকে, আমেরিকানরা প্রবল আপত্তি জানায় যখন ছাত্রদের পাঠের জন্য সোভিয়েত পাঠ্যবইতে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী ইতিহাসের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়, যেমন : '১৯৪৪-এর জুন মাসে যখন এটা একান্তই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন হিটলারের জার্মান বাহিনীকে তার একার বাহিনী দিয়েই পরাস্ত করতে সক্ষম, ইংল্যান্ড ও আমেরিকা তখন দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলে।

১৯৪৪ সালের জুনের ৬ তারিখে জেনারেল আইজেনহাওয়ারের নিয়ন্ত্রণাধীন মিত্রবাহিনী নরম্যান্ডিতে (উত্তর ফ্রান্স) অবতরণ করে। বস্তুতপক্ষে এ্যাংলো-আমেরিকান বাহিনী হিটলারের বাহিনীর কাছ থেকে কোন বাধার সম্মুখীনই হয়নি এবং ফ্রান্সের কেন্দ্র স্থলে উপস্থিত হয়।

ঠান্ডা যুদ্ধ থেকে উৎপন্ন পক্ষপাত পূর্ণ মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে যাঁরা গবেষণা করবেন, তাঁরাই সোভিয়েতের দেওয়া তথ্যের ব্যাখ্যা বুঝতে পারবেন।' (ডাইকম্যান)

মনে প্রশ্নের উদয় হবেই যে এই বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েত অর্থনীতি বেঁচে থাকল কী করে? প্রশ্ন জাগবে ইউরোপের অন্যান্য পরাক্রান্ত অর্থশালী ও সামরিক শক্তিতে বলীয়ান দেশের তুলনায় অত্যন্ত পিছিয়ে থাকা কৃষি অর্থনীতিনির্ভর একটি দেশ মাত্র কয়েক বছরের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অনুশীলনের সুযোগ পেয়ে কীভাবে এমন বিক্রমশালী হয়ে উঠল? কীভাবেই বা এমন লড়াইয়ে জয়যুক্ত হলো? আমাদের ভুললে চলবে না যে সোভিয়েত জনগণ শুধুমাত্র গোলা-বারুদ-ট্যাঙ্ক ইত্যাদি সামরিক সরঞ্জামের দৌলতে বিজয়ী হয়নি, হয়েছিল কারণ লক্ষ কোটি সোভিয়েত নাগরিক সমাজতান্ত্রিক চেতনায় ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল। যে কারণে ফ্রান্সসহ অন্যান্য ইউরোপের দেশগুলো যখন ফ্যাসিস্ট জার্মান আক্রমণের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে, তখন রাশিয়ার প্রতিরোধের মুখে ফ্যাসিস্টরা কোন অভিযানে সফল হতে পারেনি।

পৃথিবীর ইতিহাসে আরো অনেক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু নভেম্বর বিপ্লব ছিল একটি কারণেই অনন্যসাধারণ। এর আগে সমস্ত বিপ্লবেই এক শ্রেণির হাত থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা অন্য শ্রেণির হাতে গিয়েছে, কিন্তু শ্রেণি শোষণের অবসান হয়নি। শুধুমাত্র শোষণের রূপ পাল্টেছে, শোষকের পরিবর্তন হয়েছে। নভেম্বর বিপ্লবই ইতিহাসে প্রথম যা শোষণের বিলুপ্তি ঘটিয়েছিল—শোষণহীন সমাজ গঠন করে ছিল। এই কারণে এটা খুবই স্বাভাবিক যে পৃথিবীর সমস্ত দেশের শোষক শ্রেণির মধ্যেই সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজ মরণ-আতঙ্ক সৃষ্টি করবে। জন্মাবধি

সোভিয়েত রাষ্ট্র ও নাগরিকদের এই আক্রমণ প্রতিহত করে অগ্রসর হতে অনেক আত্মত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু এত আত্মত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল দুঃখজনকভাবে তার অবলুপ্তি ঘটেছে।

স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীর সমস্ত দেশের শোষক শ্রেণি এবং তাদের দালাল-তাবেদাররা মহা খুশি। আনন্দের আতিশয্যে ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার মতো কেউ কেউ 'ইতিহাসের পরিসমাপ্তি' ঘোষণা করে দিচ্ছেন, কেউ বা বিজ্ঞানের অপ্রতিপাদনীয়তার নিক্তিতে (Falsifiable Criterion) মার্কসবাদকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবেই বাতিল করে দিচ্ছেন। কার্ল পপারের শিষ্যদের মতে রাশিয়াতে সমাজতন্ত্রের পরাজয় প্রমাণ করেছে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে মার্কসবাদই ভুল। পপার কিন্তু কোনভাবেই মার্কসবাদের মৌলিক সূত্রগুলো যথা দ্বান্দ্বিকতার তত্ত্ব, উদ্বৃত্তমূল্যের তত্ত্ব, পুঁজিবাদী সমাজের শ্রেণি দ্বন্দ্ব, উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তির দ্বন্দ্ব ইত্যাদি কোনটি তাঁর অপ্রতিপাদনীয়তার নিক্তিতে বাতিল করতে পারেননি। তাছাড়া, পপার ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক, ভুলে গেছেন যে মার্কসবাদ অনুসারে সমাজতন্ত্র কোন নির্দিষ্ট বা চূড়ান্ত সমাজ ব্যবস্থা নয়। সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের মধ্যবর্তী একটি স্তর (transition phase)। সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক সম্পর্কের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়ে শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্বে উৎপাদিকা শক্তিকে বাধাহীনভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াই। সমস্ত লড়াইয়ের মতো এই লড়াইতেও জয় আছে, পরাজয় আছে, সাময়িক বিপর্যয় আছে। এই পরাজয় কী প্রমাণ করে? শুধুমাত্র প্রমাণ করে যে, আবার শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থা বুর্জোয়ারা ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছে। এর দ্বারা ইতিহাসের পরিসমাপ্তিও বোঝায় না, পুঁজিবাদী সমাজের শোষণের নগ্নরূপ ঢাকা পড়ে না। অবশ্য একজন প্রকৃত কমিউনিস্টের দায়িত্ব হবে এই পরাজয়ের কারণগুলো অনুসন্ধান করা, শিক্ষা নেওয়া।

গত শতাব্দীর শেষ দশকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়লেও এই ক্ষয়ের সূচনা ঘটেছিল কিন্তু সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের মধ্যদিয়ে, যখন ক্রুশ্চেভের সংশোধনবাদী নেতৃত্ব স্তালিনবিরোধীতার নাম করে মার্কসবাদবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। বিংশতি কংগ্রেসের পর সোভিয়েত নেতৃত্ব যখন মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা থেকে ধীরে ধীরে সরে গিয়ে সংশোধনবাদী রাস্তায় হাঁটতে শুরু করে তখন, একদম প্রথম দিন থেকেই, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বের একাংশ তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন এবং পরিণতি কি হতে পারে সে সম্পর্কেও সকলকে সজাগ করেছেন। সেই হিসাবে, গত শতাব্দীর নয়ের দশকে যখন সত্যি সত্যি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল, তখন সত্যিকারের কমিউনিস্টরা হতবাক হয়নি,

কারণ সংশোধনবাদের পরিণাম কী হতে পারে সে সম্পর্কে তাঁদের স্পষ্ট ধারণা ছিল।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে সংশোধনবাদ বার বার দেখা দিয়েছে এবং রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণিকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নভেম্বর বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্বে একটার পর একটা সংশোধনবাদী ভ্রান্ত ধারণাকে পরাস্ত করেই পথ চলতে হয়েছে। এমনকি মার্কস-এঙ্গেলসকেও প্রথম থেকেই নানা রকমের বিচ্যুতিকে মোকাবিলা করেই তাদের মতবাদকে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে নবীন হেগেলিয়ানদের ভাববাদ এবং প্রুঁধোর অর্থনৈতিকতাবাদ যেভাবে ভ্রান্ত সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব হাজির করেছিল, মার্কস এবং এঙ্গেলসকে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে বাকুনিনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের ভ্রান্ত ধারণাকে পরাস্ত করতে হয়। এরপর পজিটিভিস্ট ড্যুরিং-এর বিরুদ্ধে লড়াই সম্পন্ন করেই মার্কসবাদ এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে শ্রমিক শ্রেণির দর্শন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে মার্কস-এঙ্গেলস সমর্থ হয়ে ছিলেন। এর পরবর্তীকালে ১৯০৮ সালে কমরেড লেনিনকে 'মার্কসবাদ ও সংশোধনবাদ' শিরোনামে দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করতে হয়েছে। লেনিন লিখেছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে নব্বুইয়ের দশক পর্যন্ত দীর্ঘ লড়াইয়ে সমস্ত মতবাদগুলো মার্কসবাদকে আঘাত করেছিল বাইরে থেকে কিন্তু এরপরে আক্রমণ আসে ভেতর থেকে। লেনিনের ভাষায়, 'কমবেশি মার্কসবাদের প্রতি 'একসুরে বাধা' (integral) বিদ্বেষ বা শত্রুতামূলক মতবাদগুলোকে হটিয়ে দেওয়ার পর, যে সমস্ত প্রবণতা সেই সব মতবাদের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছিল, সেইগুলোই ভিন্ন রাস্তা খুঁজতে থাকে। লড়াইয়ের কারণ ও ধরন পরিবর্তিত হয়, কিন্তু লড়াই চলতে থাকে এবং মার্কসবাদের অস্তিত্বের দ্বিতীয় অর্ধশতকের সূচনা ঘটে মার্কসবাদের ভেতরের মার্কসবাদ বিরোধী এক প্রবণতার (বা ঝোঁকের) বিরুদ্ধে লড়াই দিয়ে।' (লেনিন ১৯০৮ খ, পৃ-৩২)

সোভিয়েত সংশোধনবাদের আক্রমণও ছিল একেবারেই ভেতর থেকে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যেও যে সংশোধনবাদের জন্ম নেওয়ার বিপদ লুক্কায়িত থাকে সে কথা লেনিন ও স্তালিন বারংবার উল্লেখ করেছেন এবং কমরেডদের হুঁশিয়ার করেছেন। তাঁরা এই সংশোধনবাদী জন্ম নেওয়ার উৎসের কথাও বলেছেন এবং সেই প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথাও বলেছেন। লেনিন স্পষ্ট করে বলেছিলেন, 'সংশোধনবাদের অবশ্যম্ভাবিতা নির্ণিত হয় আধুনিক সমাজে প্রোথিত তার শ্রেণিগত শিকড়ের দ্বারা।'

এই শিকড়ের কথা ব্যাখ্যা করে বলেছেন—'পুঁজিবাদী সমাজে এই সংশোধনবাদী চিন্তার উৎপত্তির অবশ্যম্ভাবিতা কোথায় নিহিত আছে? কেন জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও পুঁজিবাদী বিকাশের মাত্রাগত পার্থক্যের চেয়েও সংশোধনবাদ এত দৃঢ় প্রোথিত? কারণ প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশে সর্বহারা শ্রেণির পাশাপাশি সব সময়েই পাতিবুর্জোয়া বা ক্ষুদ্র মালিক শ্রেণির বিস্তীর্ণ বহুস্তরীয় অংশ অবস্থান করে। ক্ষুদ্র উৎপাদন থেকেই পুঁজির উৎপত্তি হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত তার উৎপত্তি হয়ে চলেছে। পুঁজিবাদ অবশ্যম্ভাবীভাবে সমাজে বারংবার নতুন 'মধ্যস্তর'-এর জন্ম দেয় (বাইসাইকেল ও অটোমোবাইলের মতো বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজন মেটাতে কারখানারই বহু উপাঙ্গ (appendages), বাড়িতে বসে কাজ, দেশময় ছড়িয়ে থাকা অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মশালা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে)। এই নতুন ক্ষুদ্র উৎপাদকেরা আবার অবধারিতভাবে ঠিক সর্বহারাদের সারিতেই থাকে। কাজেই, এটা বেশ স্বাভাবিক যে, সাধারণভাবে শ্রমিক শ্রেণির দলগুলির নানাস্তরের কর্মীবাহিনীর মধ্যে পাতিবুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি বারবার জন্ম নেবে। এটাও অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, সর্বহারা বিপ্লবের মধ্যদিয়ে শ্রীবৃদ্ধি না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এইরকমই হওয়ার কথা এবং সর্বদা সেইরকমই হবে।' (লেনিন ১৯০৮ খ, পৃ-৩৯)

মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে লেনিন যে শিক্ষা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন বা সমাজতন্ত্রের নির্মাতাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন, তা হলো এই যে শ্রেণি সংগ্রাম যত তীব্র হয়ে উঠবে, শত্রু-মিত্র যত স্পষ্ট হয়ে উঠবে ততই এই প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র নির্মাণকালে সেই কথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তিনি লিখেছিলেন—'সর্বহারা একনায়কত্বের অর্থ হলো সেই বুর্জোয়া, যারা অপেক্ষাকৃতভাবে অধিকতর শক্তিশালী শত্রু, তাদের বিরুদ্ধে নতুন শ্রেণির সবচেয়ে দৃঢ়চেতা এবং সবচেয়ে নির্মম যুদ্ধের সূচনা, উৎখাত করার কারণে যে বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে (যদিও তা শুধুমাত্র একটা দেশে) এবং যাদের ক্ষমতা শুধু মাত্র আন্তর্জাতিক পুঁজির শক্তি বা আন্তর্জাতিক সংযোগ সামর্থ এবং স্থায়িত্বের মধ্যেই নিহিত নেই, নিহিত আছে অভ্যাসের দাসত্ব ও ক্ষুদ্র উৎপাদনের শক্তির মধ্যে।' (লেনিন ১৯২০, পৃ-২৩-২৪)

সমাজতন্ত্রে বহুদিন পর্যন্ত ক্ষুদ্র উৎপাদনের ভূমিকা থাকে এবং তাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি পুঁজি ও পণ্য সরবরাহের সুযোগ থাকে। বিপ্লবের সাথে সাথে সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থাকে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না বা সম্ভব হয় না। গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদের যে সমস্ত উপাদানগুলোর অস্তিত্ব থাকে ধীরে ধীরে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হয়, যার অর্থ দাঁড়ায় গ্রামীণ ক্ষুদ্র পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতা বলে যে সেই সময় দলের অভ্যন্তরে একদল তার বিরোধিতা করতে শুরু

করেছিল। অর্থাৎ সমাজতন্ত্র নির্মাণে অত্যাবশ্যক শ্রেণিসংগ্রামটি করার প্রয়োজনটি হয় তাঁরা অনুধাবন করতে পারেননি অথবা, সমাজঅভ্যন্তরে রয়ে যাওয়া বুর্জোয়া সামাজিক মানসিকতা—যা ক্ষুদ্র পুঁজির প্রতি শ্রেণিগত দুর্বলতা ও একাত্মতা অনুভব করে—তাদের চিন্তা ও কর্মকে পিছনে টেনে ধরছিল। আবার, দ্রুত হারে শিল্পের বিকাশ ঘটলেও ক্ষুদ্র উৎপাদনের স্বার্থ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র পুঁজির টিকে থাকার বাস্তবতা (objective condition) লোপ পেতে থাকে বলেই সেই ক্ষুদ্র পুঁজি নিজের অস্তিত্বের সংকট দেখতে পায়। এখানেও ক্ষুদ্র পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করাকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ দেখা দেয়, নানা বিভ্রান্তির জন্ম দেয় এবং তাকে কেন্দ্র করেই সংশোধনবাদী ঝোঁক দেখা দেয়।

ক্ষুদ্র পুঁজির মালিকরা তাদের শ্রেণিগত সহজাতবোধ থেকেই রাষ্ট্রীয় খামারকে অকার্যকরী করতে সচেষ্ট হয়। তাঁরা জানে যে রাষ্ট্রীয় খামারকে যতটা অকার্যকরী ও অনির্ভরশীল করে তুলতে পারা যাবে, ততটাই, বিশেষত : কৃষি অর্থনীতি, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে এবং সেই সুযোগে, রাষ্ট্রীয় খামারের পরিবর্তে যৌথ খামার, সমবায় খামার বা ব্যক্তি খামার আসার পথ তৈরি করে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যক্তি পুঁজির সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা যাবে। আবার, আমলাতন্ত্রের উপর যত বেশি নির্ভরশীলতা বাড়বে, তত বেশি বেশি করে রাষ্ট্রকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। এই সব শ্রেণিগুলোর কাছে আমলাতন্ত্র এক বড় ভরসা। কারণ কেবল দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন শাখায় নিজেদের ক্ষুদ্র পুঁজির স্বার্থের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা যায়।[16] একইভাবে, সোভিয়েতে এক সময় নানা তত্ত্বের আড়ালে বৈদেশিক বাণিজ্যে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারের নীতিকে পরিবর্তন করার পক্ষে যুক্তি করা হয়েছিল। কেন? কারণ তার অর্থই দাঁড়ায় ব্যক্তি পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা। এইভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যাবে কোন না কোন ভাবে ক্ষুদ্র উৎপাদন এবং পরগাছা শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করাকে কেন্দ্র করেই সংশোধনবাদী তত্ত্ব মাথাচাড়া দিচ্ছিল। এই প্রসঙ্গে লেনিনের ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য।

তিনি ১৯০৮ সালেই বলেছিলেন—'এই নীতির বিশেষ চরিত্র থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে এটা (সংশোধনবাদ) অসংখ্য বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করতে পারে; এবং দেখা যায় যে, কম হোক আর বেশি হোক, প্রতিটি নতুন প্রশ্নে; অথবা কম হোক আর বেশি হোক, প্রতিটি অপ্রত্যাশিত ও অভাবিত ঘটনার বাঁক নেওয়ার মুহূর্তে—যদিও তা হয় তো অতি তুচ্ছ মাত্রাতেই বিকাশের মূলধারার পরিবর্তন সূচিত করে

১৬ এই প্রসঙ্গে আমাদের দলের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'মতবাদিক বিতর্ক-৬' পুস্তকে (পৃ-১১০ থেকে ১১৩) তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাভদা, ইজভেস্তিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সূত্র থেকে আলোচনা করা হয়েছে দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতন্ত্রের যোগসাজসে কীভাবে ক্ষুদ্র পুঁজি তার প্রভাব সমাজজীবনে বিস্তার করেছিল।

এবং তাও অতি অল্প সময়ের জন্য, তবু তাকে কেন্দ্র করেই কোন না কোন ধরণের সংশোধনবাদ অবশ্যম্ভাবী রূপেই মাথাচাড়া দেবে।' (লেনিন ১৯০৮,পৃ-৩৮)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যখন সর্বত্র সোভিয়েতের বিস্ময়কর লড়াই এবং অগ্রযাত্রা নিয়ে জয়-জয়কার চলছে, সাধারণ মানুষ বাহবা দিচ্ছে, সেই অবস্থাতেও কমরেড স্তালিন উনবিংশ কংগ্রেসের পার্টি রিপোর্টে ক্ষুদ্রপুঁজি থেকে বিপদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

'আমাদের মধ্যে এখনও বুর্জোয়া ভাবাদর্শের অবশেষ, ব্যক্তি সম্পত্তিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মানসিকতা ও নৈতিকবোধের ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেছে। এই ধ্বংসাবশেষ নিজে থেকে দূর হবে না; এইগুলো অত্যন্ত অনমনীয় এবং তাদের অধিকারকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে এবং এদের বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম চালাতে হবে। আমরা বাইরে থেকে, পুঁজিবাদী দেশগুলো থেকে, অথবা ভেতর থেকে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের উপর ক্ষিপ্ত গোষ্ঠীগুলো যাদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করা যায়নি তাদের থেকে আজব ধারণা, মতাদর্শ এবং মনোভাব অনুপ্রবেশ করবে না তার নিশ্চয়তাও দিতে পারি না। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আমাদের সমাজের ভেতর যে সমস্ত আস্থার উপাদান আছে তাদেরকে আদর্শগতভাবে নষ্ট করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রুরা অস্বাস্থ্যকর মনোভাবকে লালন-পালন করা, উসকে দেওয়া এবং বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।' (মেলেনকভ ১৯৫২,পৃ-১২৭)

কিন্তু আদর্শগত ক্ষেত্রে এই লড়াইটি যথোপযুক্তভাবে পরিচালনার সুযোগ কমরেড স্তালিন আর পাননি। ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে উনবিংশতি কংগ্রেসে বিপদ ও আশঙ্কার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তার কথাও ভেবেছিলেন, কিন্তু এর মাত্র কয়েক মাস পরেই ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসেই তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসে সংশোধনবাদী ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব এবং বিংশতি কংগ্রেসেই তাঁরা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভুল-ত্রুটির সমস্ত দায়িত্ব স্তালিনের ঘাড়ে চাপিয়ে কার্যত স্তালিন ও তাঁর অবদানকে অস্বীকার করে। স্তালিনের নাম প্রকাশ্যে উল্লেখ করা, তাঁর বই পড়া, তাঁর অবদানের কথা বলা ইত্যাদি সব নিষিদ্ধ করে দেয়। স্তালিনের চিন্তাকে দূর করার নামে বাস্তবে তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল সূত্রগুলোর বিরোধিতায় নামে। এই কারণে সোভিয়েত রাশিয়ার অভ্যন্তরে পার্টি সদস্য, কর্মী, সমর্থকসহ সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে স্তালিন চর্চার পথ বন্ধ হয়ে যায়। স্তালিন মৃত্যুর প্রাক-মুহূর্তে উনবিংশ কংগ্রেসে দলের অভ্যন্তরে এবং প্রশাসনের যে সমস্ত গুরুতর ভুল-ত্রুটির কথা উল্লেখ করে সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছিলেন, সেই

সব স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্ব হারিয়ে অন্তরালে চলে যায়।

অন্যদিকে এই সংশোধনবাদী নেতৃত্ব দেশে দেশে শান্তিপূর্ণভাবে পার্লামেন্টারি পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব এবং সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ সম্পর্কে লেনিনিয় নীতি আর কার্যকর নয় বলে ঘোষণা করে। এই নীতি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ আন্দোলনের কার্যকারিতাকে ভোঁতা করে দেয়। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সংসদীয় পথে সমাজতন্ত্র কায়েম করার সংশোধনাবাদী কার্যক্রম গ্রহণ করতে শুরু করে। ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক তোগলিয়াত্তি বিংশতি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রের ধারণাকে মার্কসবাদের সৃজনশীল প্রয়োগ বলে ঘোষণা করে। শুধু তাই নয়, তোগলিয়াত্তির নেতৃত্বাধীন ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি এমন সিদ্ধান্ত করে যে সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা উচ্ছেদ করতে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বকারী ভূমিকা এবং সশস্ত্র বিপ্লব অপরিহার্য নয়, পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করেই তা সম্ভব এবং *প্রাভদা* পত্রিকায় তোগলিয়াত্তির সেই প্রবন্ধ (*Parliament and the Struggle for Socialism*) প্রকাশিত হয়। এই অবস্থায় বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন ক্রমাগতই দুর্বল হতে থাকে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত অর্থনীতি ও ব্যবস্থার পক্ষে সবচেয়ে গুরুতর বিপদ ডেকে আনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও স্তালিনের চিন্তা অনুসারী সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল নীতিগুলোকে পরিবর্তন। এমন সব নীতি গ্রহণ করা হতে থাকে যা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভীতকেই ভেতর থেকে দুর্বল করে দিতে থাকে এবং সোভিয়েত অর্থনীতির অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল পুঁজিকে সংহত হতে সুযোগ করে দেয়। বিপ্লবের পরেই 'অতি বাম'-দের সাথে বিতর্কে লেনিন বলেছিলেন 'বাম কমিউনিস্টরা বুঝতে পারে না যে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে যাওয়াটা কী ধরনের রূপান্তর, যা আমাদেরকে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে উল্লেখ করার জন্য অধিকার এবং ভিত তৈরি করে দেয়।' অর্থাৎ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নির্মাণের একটি রূপান্তরকালীন ব্যবস্থা। ১৯১৮ সালে লেনিন স্পষ্ট করে বলেছিলেন –

'কিন্তু 'রূপান্তর' (transition) শব্দটি কী অর্থ বহন করে? অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে এটা কি এই অর্থ বহন করে যে বর্তমান ব্যবস্থা পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র উভয়েরই উপাদান (elements), ক্ষুদ্র অংশ (particles), বিচ্ছিন্ন অংশ (fragments) ধারণ করে? সকলেই স্বীকার করবেন যে 'হ্যাঁ, তা করে'। কিন্তু যাঁরা এই কথা স্বীকারও করেন তাদের মধ্যে সকলেই রাশিয়ার বর্তমান সময়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন কোন উপাদানের অস্তিত্ব

রয়েছে তা বিবেচনা করার কষ্টটুকু করেন না। এবং এইটিই হচ্ছে প্রশ্নের জটিল অংশ।

আমরা এইসব উপাদানগুলোকে পর পর উল্লেখ করে দেখি :

১) পিতৃতান্ত্রিক, অর্থাৎ অনেকাংশে প্রাচীন চাষ-ব্যবস্থা (natural, peasant farming);

২) ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন (যে সমস্ত কৃষক উৎপাদিত খাদ্যশস্য বিক্রি করে তাদের অধিকাংশ এর অন্তর্গত);

৩) বেসরকারি পুঁজিবাদ (private capitalism);

৪) রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ (state capitalism)

৫) সমাজতন্ত্র (socialism);

রাশিয়া এত সুবিশাল এবং এত বৈচিত্রপূর্ণ যে এই সমস্ত বিভিন্ন ধরণের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো একত্রে মিশে আছে। এ হলো সেটাই যা পরিস্থিতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে।' ১৯২১ সালে লেনিন তাঁর 'ট্যাক্স ইন কাইন্ড' শিরোনামের বিখ্যাত প্রবন্ধেও একই কথা ব্যক্ত করেছিলেন।

অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্যে পুঁজিবাদী উপাদান সক্রিয়ভাবে থাকে—প্রাইভেট ক্যাপিটালিজমের রূপে থাকে এবং রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ হিসাবেও থাকে। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের অর্থ হলো যেখানে উৎপাদন ও উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন পুঁজিবাদের নিয়মানুসারে হলেও তাদের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকে। যেমন তাদের কাঁচামাল ও অন্যান্য রসদের যোগান পরিকল্পিত অর্থনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। লেনিনের এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সোভিয়েত ব্যবস্থা যেখানে বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে ক্রমাগত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিসরকে বিস্তৃত করতে হবে এবং সেই অনুপাতে অন্যান্য উপাদানকে কমিয়ে আনতে হবে। অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনীতির পণ্য চলাচল (commodity circulation) এবং মূল্যের নিয়মকে (Law of value) ক্রমান্বয়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিভিন্ন স্তরে অকার্যকরী করতে হবে। একই সাথে পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ককে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে।

সমাজতন্ত্রের পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয় হলো যে উৎপাদনের হাতিয়ার (means of production) উৎপাদন করা ও তার বণ্টনের উপর শ্রমিক শ্রেণির পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এঙ্গেলস এ্যান্টি-ড্যুরিং-এ সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন 'উৎপাদনের হাতিয়ার অনুসারে, যার মধ্যে

বিশেষভাবে শ্রমশক্তিও অন্তর্গত, উৎপাদনের পরিকল্পনা করতে হবে' (It will have to arrange its plan of production in accordance with its means of production, which include, in particular its labour power.) সেই অনুসারে বিপ্লবের পর উৎপাদনের হাতিয়ার নির্মাণ শিল্প এবং সেই শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যের বণ্টন ছিল সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অধীন। এই সব উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে কিনতে পাওয়া যেত না। বিভিন্ন কল-কারখানা—রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি-মালিকানাধীন, রাষ্ট্রীয় খামার, সমবায় খামার বা ব্যক্তিগত খামার ইত্যাদি যে কোন জায়গায় পরিকল্পিত অর্থনীতি অনুযায়ী বণ্টিত হতো। এই কথার তাৎপর্য হলো এই যে এই সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য পণ্য চলাচলের বাইরে ছিল এবং সেই সেই ক্ষেত্রে মূল্যের নিয়ম (Law of Value) কার্যকর ছিল না।

উৎপাদনের হাতিয়ার সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ১৯৫২ সালে 'ইকনমিক প্রবলেমস অব সোশ্যালিজম ইন ইউ-এস-এস-আর' গ্রন্থে স্তালিন দিয়েছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিসম্মত বিশ্লেষণ কী হবে তা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, 'আমাদের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের হাতিয়ার কী পণ্য হিসাবে বিবেচনা করা হবে? আমার মতে তা অবশ্যই নয়। পণ্য হলো একটি উৎপাদিত দ্রব্য যা কিনা যে কোন ক্রেতাকে বিক্রি করা যেতে পারে, এবং যখন তার মালিক এটাকে বিক্রি করেন তখন তিনি সেটার উপর তাঁর মালিকানা সত্ত্ব হারিয়ে ফেলেন, আর ক্রেতা সেই পণ্যের মালিকে পরিণত হওয়ার কারণে তিনি ইচ্ছা করলে পুনরায় বিক্রি করতে পারেন, কাউকে বন্ধক দিতে পারেন অথবা ফেলে রেখে নষ্ট করতে পারেন। উৎপাদনের হাতিয়ার কী এই শ্রেণিভুক্ত হতে পারে? অবশ্যই তা হতে পারে না। প্রথমত, উৎপাদনের হাতিয়ার কোন ক্রেতাকে "বিক্রি" করা হয় না, এমন কি যৌথ খামারকেও "বিক্রি" করা হয় না, সেইগুলোকে রাষ্ট্র কেবলমাত্র তার বিভিন্ন উদ্যোগকে (enterprises) বণ্টন করে। দ্বিতীয়ত, যখন রাষ্ট্র উৎপাদনের হাতিয়ারগুলো কোন উদ্যোগের কাছে হস্তান্তরিত করে, তাদের মালিক—রাষ্ট্র ; সেইগুলোর উপর কোনভাবেই মালিকানা সত্ত্ব হারায় না; বরং সম্পূর্ণভাবে মালিকানার অধিকার রক্ষা করে। তৃতীয়ত, সেই উদ্যোগের পরিচালকেরা, যাঁরা সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাছ থেকে উৎপাদনের হাতিয়ার গ্রহণ করলেন, তাঁরা মালিক হওয়ার পরিবর্তে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদনের কাজে সেই সব হাতিয়ার ব্যবহার করার জন্য প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন।

তাহলে, বুঝতে হবে যে আমাদের সোভিয়েত ব্যবস্থায় উৎপাদনের হাতিয়ারকে শ্রেণিবিন্যাসে নিশ্চিতভাবে পণ্যের শ্রেণিভুক্ত করা যায় না।' (স্তালিন, ১৯৫২, পৃ-৫৮)

তিনি সেই সময় সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে করণীয় কর্তব্য কি হবে তাও নির্দেশ করেছিলেন খুবই স্পষ্টভাবে। তিনি বলেছিলেন যে 'এটা একেবারে ক্ষমার অযোগ্য অন্ধতা হবে যদি আমরা একই সাথে এটা না লক্ষ্য করি যে এই সব উপাদানগুলি ইতিমধ্যেই আমাদের উৎপাদিকা শক্তির বলিষ্ঠতা অর্জনের গতিপথকে ব্যহত করতে শুরু করেছে, যেহেতু তারা সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে, বিশেষত কৃষিকে, সরকারের পরিকল্পনার পূর্ণ সম্প্রসারণে বাধা সৃষ্টি করছে। কোনও সন্দেহ নেই যে যত দিন যাবে এই বিষয়গুলি আমাদের দেশের উৎপাদিকা শক্তির ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি হ্রাস করবে। অতএব, আমাদের কর্তব্য হলো যৌথ খামারের সম্পত্তিকে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার মধ্য দিয়ে এই দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ নিরসন করা এবং এটাও ক্রমান্বয়ে—পণ্য চলাচল (commodity circulation) ব্যবস্থার পরিবর্তে উৎপাদিত সামগ্রী-বণ্টন (products-exchange) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।' (স্তালিন, ১৯৫২, পৃ-৭৬)

১৯৫৭ সাল থেকে সংশোধনবাদী নেতৃত্ব ঠিক এর বিপরীত নীতি গ্রহণ করতে থাকে। প্রথমে কল-কারখানায় ও ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের শিল্পে প্রযোজ্য হাতিয়ারের ক্ষেত্রটিকে পরিকল্পিত বন্টনের পরিবর্তে সারা দেশ জুড়ে সেলস-কাউন্টার খুলে বিক্রির ব্যবস্থা করে। তার কিছুদিন বাদে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিও একইভাবে বিক্রির নীতি গ্রহণ করে। ক্রুশ্চেভ ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সোভিয়েত মালিকানাধীন 'মেশিন এ্যান্ড ট্র্যাক্টর স্টেশন' (MTS) ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং রাষ্ট্রিয় ভারী যন্ত্রপাতি ও ট্র্যাক্টর যৌথ খামারিদের কাছে বিক্রি করে দেয়। সোভিয়েতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সর্ম্পকের ভিত্তিকে দৃঢ়মূল করতে 'মেশিন এ্যান্ড ট্র্যাক্টর স্টেশন' গড়ে তোলা শুরু হয়েছিল ১৯২৮ সাল থেকে। দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা এই সমস্ত স্টেশনে উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত ভারী যন্ত্রপাতি এবং কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ট্র্যাক্টর, শস্য বোনা ও ফসল কাটার অন্যান্য যন্ত্রপাতি থাকত। পরিকল্পিত অর্থনীতির অংশ হিসাবে এই সমস্ত উৎপাদনের হাতিয়ার বিভিন্ন স্টেশনকে রাষ্ট্র বণ্টন করত। বিভিন্ন স্টেশনে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা অনুসারে দক্ষ শ্রমিকেরাও যোগ দিত। যে কোন উদ্যোগের বা খামারের পরিচালকেরা এখান থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিতে পারত এবং সেই যন্ত্র ব্যবহারে দক্ষ শ্রমিকও এখান থেকেই পরিকল্পনা অনুসারে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত হতো। এর বিনিময়ে উৎপাদিত সামগ্রী নির্দিষ্ট হারে 'মেশিন এ্যান্ড ট্র্যাক্টর স্টেশন'-কে অর্থাৎ রাষ্ট্রকে দিতে হতো। অর্থের বিনিময়ে উৎপাদনের হাতিয়ার, দক্ষ শ্রমশক্তি এবং উৎপাদিত দ্রব্য কোনটির কেনাবেচার কোন ব্যবস্থা ছিল না। অর্থাৎ, এই ব্যবস্থার কারণে উৎপাদনের হাতিয়ার, শ্রমশক্তি এবং উৎপাদিত দ্রব্য সব কিছুকেই পণ্য চলাচলের ব্যবস্থার বাইরে নিয়ে এসে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন

সম্পর্কের ভিত্তিতে সামগ্রী-বণ্টন (products-exchange) ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা হয়েছিল।

কিন্তু সংশোধনবাদী নেতৃত্ব যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করলো তা খুব সরাসরি এবং স্পষ্টভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল নীতিগুলোর বিরোধী। বিশেষত, স্তালিন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিকাশের ঐ স্তরে যা নির্দেশ করেছিলেন, সংশোধনবাদী নেতৃত্ব নীতি হিসাবে গ্রহণ করলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। উল্লেখযোগ্য যে স্তালিনের সময়েই MTS-কে যৌথ খামারের হাতে বিক্রি করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন দুইজন কমরেড। স্তালিন সমালোচনা করে বলেছিলেন যে তা হবে 'ইতিহাসের চাকাকে পেছনের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা'। (স্তালিন, ১৯৫২ পৃ-১০০) যেখানে নীতি হওয়া উচিৎ ছিল সম্পদকে ব্যবহার করার জন্য সোভিয়েতের অভ্যন্তরে নানা উদ্যোগকে ক্রমাগত পরিকল্পনার অধীনে আনা, সেখানে সম্পদ বণ্টনের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হলো এই সমস্ত ব্যক্তি মালিকানাধীন একক বা যৌথ উদ্যোগের হাতে; যেখানে মার্কসবাদ অনুসারে প্রয়োজন ছিল উৎপাদনের হাতিয়ার ও দক্ষ শ্রমশক্তির ক্ষেত্রে বাজারকে নির্মূল করা, সেখানে বাজারকেই সম্প্রসারিত করা, আইনসম্মত করা ও শক্তিশালী করা হলো; যেখানে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে 'মুনাফা'-এর ক্ষেত্রটিকে ক্রমাগত সংকুচিত করে তাকে নির্মূল করাই ছিল কর্তব্য, সেখানে মুনাফা করাকেই নীতির পর্যায়ে নিয়ে আসা হলো। এক কথায় সমাজতন্ত্র নির্মাণের পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তিতেই (base) পুঁজিবাদী অর্থনীতির উদ্দেশ্য ও সম্পর্ককে সংহত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হলো। সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক উপাদানের ক্রমাগত প্রসারের মাধ্যমে ভিতকে দৃঢ় করা এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ককে অর্থনীতির নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার পরিবর্তে তাকে আরো দুর্বল করে দেওয়া হলো।

উল্টোদিকে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি (base) তে পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়, তার মাধ্যমে পুঁজি উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে ওঠে ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। কারণ হলো, উৎপাদনের হাতিয়ার, ভারী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আর পরিকল্পনার অংশ হিসাবে রাষ্ট্রীয় বণ্টনের কারণে পাওয়ার কোন সুযোগ থাকল না। এই সমস্ত কিছু বাজারের পণ্যে পরিণত হওয়ায় সবাইকেই বাজার থেকে কিনে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা চালু হলো। ফলে, ব্যক্তি মালিকানাধীন উদ্যোগের যেহেতু মুনাফার সুযোগ ছিল, তাদের সঞ্চয় (reserve) ছিল এবং তাদের পক্ষেই নতুন যন্ত্রপাতি কেনা এবং পুরনো যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপিত করে উৎপাদনের কাজে লাগানোর সুযোগ ছিল। কোন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পরিচালকবৃন্দ প্রয়োজন অনুভব করলেও যথাসময়ে তা সংগ্রহ

করতে পারত না, কারণ তাদের নিজেদের কাছে কোন সঞ্চয় থাকত না। মার্কস বলেছিলেন যে দুইটি কারণে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আরো বেশি দক্ষ করে তোলার জন্য যে কোন উৎপাদন ক্ষেত্রেই উৎপাদনের হাতিয়ার, অর্থাৎ যন্ত্রপাতি নির্দিষ্ট সময়ের পর প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজন হয়। প্রথমত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির কারণে পুরনো যন্ত্রকে অধিকতর কার্যকরী (efficient) যন্ত্র দিয়ে প্রতিস্থাপিত করলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, ব্যবহারের কারণে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যে ক্ষয় হয় তার জন্য প্রত্যেকটি যন্ত্রেরই নিজস্ব জীবনকাল থাকে যার পরে সেই সব পুরনো যন্ত্রের প্রতিস্থাপন প্রয়োজন হয়। যদি তা না হয়, তাহলে উৎপাদনশীলতা অদক্ষ হয়ে পড়ে, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মান নষ্ট হয়। সংশোধনবাদী নেতৃত্বের ভ্রান্ত নীতির কারণে একদিকে ব্যক্তিপুঁজির সমৃদ্ধি ঘটতে থাকল এবং অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতার হ্রাস পাওয়া, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া এবং উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মান নিম্নমুখী হওয়া—সবগুলো বিপর্যয়ই দেখা দিল।

দেখা গেলো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন যে সমস্ত উদ্যোগ ছিল তারা নিয়মিত তাদের উৎপাদনের যন্ত্র প্রতিস্থাপন করতে পারলেও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অধিকাংশই পুরনো যন্ত্রকে প্রতিস্থাপন করা বা নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করে উৎপাদনশীলতা অব্যাহত রাখতে বা বৃদ্ধি করতে ব্যর্থ হলো। সোভিয়েত রাষ্ট্রে শিল্পের ক্ষেত্রে ১৩ বছরকে নীতি হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল উৎপাদনের হাতিয়ারের গড় জীবনকালের আদর্শ মান হিসাবে। দেখা গেল যে সেই গড় জীবনকাল দাঁড়িয়েছে ঠিক তার দ্বিগুণ, অর্থাৎ ২৬ বৎসর (The average period of equipment service remained very high–26 years, double the period of the official Soviet norm) এবং এই পুরনো যন্ত্রপাতি সারাই করার খরচ দাঁড়াল আকাশচুম্বি। সোভিয়েত রাষ্ট্রের কয়লা, তেল ও গ্যাসের সম্মিলিত উৎপাদনের সমান হয়ে উঠল সোভিয়েতের যন্ত্রপাতি সারাইয়ের খরচ (the annual repairing cost of Soviet equipment was equivalent to the combined output of the Soviet coal, oil. and gas industries) (চট্টোপাধ্যায়, পৃ-৭২-৭৩) স্বাভাবিকভাবেই পঞ্চাশের দশকের পর থেকে ক্রমাগত শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেয়েছে আর সেই উৎপাদনশীলতাকে বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে তাঁরা শ্রমিকের জন্য 'ইনসেনটিভ' (বৈষয়িক প্রণোদনা) দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে—যা কিনা সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী সংশোধনাবাদী নীতির কারণে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তিতেই পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশকে অবাধ করে তোলা হয়েছিল যার সর্বশেষ পরিণাম আমরা প্রত্যক্ষ

করেছি সমাজতন্ত্রের পতনের মধ্য দিয়ে, যখন ব্যক্তি পুঁজি সংহত হতে হতে এক পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই ভেঙে ফেলতে সক্ষম হয়।

বিংশতি কংগ্রেসের স্তালিনবিরোধী রিপোর্টের মধ্য দিয়ে যখন সংশোধনবাদ মাথা চাড়া দিল, সেই সময় আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনে এই সংশোধনবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন কমরেড মাওয়ের নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। ফেব্রুয়ারির শেষে বিংশতি কংগ্রেস শেষ হওয়ার পর ৫ এপ্রিল ১৯৫৬ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি 'On The Historical Experience of the Dictatorship of the Proletariat' প্রবন্ধটি পিপল'স ডেইলিতে প্রকাশ করে। এর ধারাবাহিকতায় ডিসেম্বর মাসে প্রকাশ করে *More On The Historical Experience of the Dictatorship of the Proletariat* শিরোনামে আর একটি প্রবন্ধ।

সেই সময়ের ঐতিহাসিক পটভূমিকা, পারিপার্শ্বিকতা, চীনের পার্টির সমাজতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং কর্তব্য ইত্যাদির বিবেচনায় কমরেড মাওয়ের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি খুবই জটিল ছিল। চীন তখন সবেমাত্র বিপ্লব সম্পন্ন করেছে, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণযজ্ঞে অনেক বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। সবেমাত্র প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপান্তরের পথে। ক্ষমতা করায়ত্ত হয়েছে বটে, তবে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তখনো সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দীর্ঘ দিন সামন্ততান্ত্রিক শাসনে শিক্ষার অভাব প্রকট, দক্ষ জনশক্তির অভাব, উন্নত প্রযুক্তির অভাব, ভঙ্গুর এবং অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া অর্থনীতিকে একটা ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে সমস্ত বিষয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য—সহযোগিতা, পরামর্শের উপর নির্ভরশীল। ঠিক এই রকম একটি পরিস্থিতিতে মতাদর্শগত বিরোধ উপস্থিত হলো। একই সাথে বিশ্বকমিউনিস্ট আন্দোলনকে রক্ষা করার দায়বদ্ধতার কথাও তিনি ভুলতে পারেন না। সেই সময়ের বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সদস্যদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা, দায়বদ্ধতা, কর্তব্যের গুরুভার, এর সাথে জড়িত বিশ্বকমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতির সম্পর্ক এবং বিশ্বকমিউনিস্ট আন্দোলনে মাওয়ের আপেক্ষিক অবস্থানের গুরুত্ব ও কমরেড মাওয়ের বিরুদ্ধ বক্তব্যের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলোর বিবেচনা কমরেড মাও কে করতে হচ্ছিল। এইসব বিবেচনা করেই কমরেড মাও সংশোধনবাদী প্রবণতা ও ক্রুশ্চেভের বিরোধীতা করে কমরেড স্তালিনের নেতৃত্বকে উর্ধ্বে তুলে ধরেন—

'লেনিনের মৃত্যুর পর, দল এবং রাষ্ট্রের মুখ্য নেতা হিসাবে, স্তালিন মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করেছেন এবং বিকশিত করেছেন। লেনিনবাদের শত্রু ট্রটস্কিপন্থি, জিনোভিয়েভপন্থি ও অন্যান্য বুর্জোয়া দালালদের বিরুদ্ধে লেনিনবাদকে রক্ষার সংগ্রামে স্তালিন জনগণের আশা এবং আকাঙ্ক্ষাকে

প্রকাশ করেছেন এবং নিজেকে একজন অসামান্য মার্কসবাদী–লেনিনবাদী যোদ্ধা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্তালিন সোভিয়েত জনগণের সমর্থন অর্জন করেছিলেন এবং ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পেরেছিলেন এই কারণে যে তিনি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অন্যান্য নেতাদের সহযোগে সোভিয়েত রাষ্ট্রের শিল্পায়ন ও কৃষিতে যৌথীকরণে লেনিনীয় পথকে রক্ষা করেছিলেন। এই পথ অনুসরণ করেই সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সূচিত করে এবং হিটলারের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ের অনুকূল পরিস্থিতির জন্ম দেয়; সোভিয়েত জনগণের এই সমস্ত বিজয়গুলো বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণি এবং সকল প্রগতিশীল মানব জাতির স্বার্থের অনুরূপ। এই কারণে এ অত্যন্ত স্বাভাবিক যে বিশ্বজুড়ে স্তালিনের নাম ব্যাপকভাবে সম্মানিত হবে।'

সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অগ্রযাত্রা শুধুমাত্র উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করে অর্জিত হয়নি, তার পেছনে ছিল সমাজতান্ত্রিক সচেতনতা, শ্রমিকশ্রেণির দর্শন, নীতি-সংস্কৃতি সম্পন্ন একদল মানুষ। ব্যক্তিসম্পত্তিজাত স্বার্থপর বুর্জোয়া সংস্কৃতি থেকে এই সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে পৃথক। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কর্মও ছিল শ্রেণিসংগ্রামের অংশ–প্রতিমুহূর্তে লড়াই করতে হয়েছে পুরনো মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের প্রথম দিন থেকে অর্জিত এই শ্রেণি সংগ্রামের অভিজ্ঞতাই ধীরে ধীরে সোভিয়েত নাগরিকদের মধ্যে গড়ে তুলেছিল এক অনন্য সাংস্কৃতিক মান। নির্মাণ কর্মের সাথে সাথে বদলে গিয়েছে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোবৃত্তি। তাজিকিস্তানের ভাখ্‌শ নদীর বাঁধ নির্মাণকে উপজীব্য করে বুনো ইয়াসেনস্কির 'গোত্রান্তর' উপন্যাসে তেমন শ্রেণিসংগ্রামের উজ্জ্বল বর্ণনা আমরা পাই। উপন্যাসের নাম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বুনো ইয়াসেনস্কি শুনিয়েছিলেন এক চমৎকার উপলব্ধির কথা। তিনি লিখেছেন–'আমরা সমাজতন্ত্রে যাবার পথে পুঁজিবাদী সমাজ উৎখাত করতে গিয়ে আপাততঃ চর্মান্তর ঘটাচ্ছি, পুঁজিবাদী সম্পর্কের সাবেকি চামড়াটা ফেটে গেছে...। নতুন পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের দরকার আমূল ঢেলে সাজা..., প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ ও দুরূহ। সাবেকি চামড়াটা এত এঁটে আছে যে মাঝে মাঝে চামড়ার সঙ্গে মাংসও উঠে আসছে...।' এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র আমেরিকা থেকে আসা ইঞ্জিনিয়র ক্লার্ক। যাঁর ধারণা ছিল মানুষের উদ্ভাবন ও কর্মশক্তির মূল উৎস ব্যক্তিগত লাভের আকাঙ্ক্ষা। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের দেখে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদী বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির অসারতা।

যেমন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পরিকাঠামো গড়ে তোলার সংগ্রামে, তেমনি পিতৃ ভূমি রক্ষার আহ্বানে, সর্বত্র কাজ করেছে এই সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তিকে পরাস্ত করতে মূল লড়াই লড়েছিল সোভিয়েত

রাষ্ট্রের লাল-ফৌজ ও জনগণ। সেই যুদ্ধে জয়লাভ শুধুমাত্র মারণাস্ত্রের সম্ভারের উপর নির্ভর করে সম্ভব হয়নি। বর্তমানকালের সমস্ত ঐতিহাসিকরাই এই কথা স্বীকার করেন যে লাল-ফৌজ তো বটেই, তার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোটি কোটি সোভিয়েত জনগণের সমাজতান্ত্রিক আদর্শবোধ থেকে জন্ম নেওয়া দৃঢ়তা ভয়ংকর ও নিষ্ঠুর ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়কে সম্ভব করে তুলেছিল। কয়েক কোটি কমিউনিস্ট সদস্য নিহত হয়েছিলেন এই যুদ্ধে। যেমন, সের্গেই স্মের্নভের লেখা 'ব্রেস্ত দুর্গ'-এর লড়াইয়ের বিবরণে আছে যে দুইবছর পূর্ব সীমান্তে অপরাজেয় জার্মান সৈন্যবাহিনী-সোভিয়েতের তুলনায় যুদ্ধ বিমান, অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ, সৈন্য-সংখ্যার বিচারে বহুগুণ এগিয়ে থাকা–যখন প্রথম পশ্চিম অংশে সোভিয়েত ভূমিকে আক্রমণ করল তখন বুঝতে পারল সোভিয়েত প্রতিরোধের জাত সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'কিন্তু রাশিয়ার ব্যাপারটা আলাদা। সত্য যে এখানেও ফ্রন্ট লাইনের ওপাশে পরাজিত সৈন্যদল পিছু হটছে, কিন্তু আগেকার অভিযানগুলোতে যেমনটি ঘটেছিল এরা তেমন নয়। দেশের অন্তঃস্থলে যতই এরা পিছিয়ে যাচ্ছে এদের শক্তি এতটুকুও কমছে না, আসলে তা বেড়েই চলেছে। জার্মান ফ্রন্টের পিছনের এলাকাকে কিছুতেই বিজিত বা আত্মসমর্পিত বলা চলে না। এক হিসেবে রাষ্ট্রের সেই বিরাট এলাকাও একটা যুদ্ধক্ষেত্র, কারণ এর প্রতিটি অঞ্চলে কখনো খোলাখুলি, কখনো বা গোপনে সশস্ত্র সংঘর্ষ চলেছে।'

সমাজতন্ত্র নির্মাণে তাই সমাজতান্ত্রিক সচেতনতা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বড় ভূমিকা আছে। বুর্জোয়া মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করেই নতুন মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হয়। উনবিংশ কংগ্রেসে স্তালিন বলেছিলেন, সোভিয়েত রাষ্ট্রে তখনো বুর্জোয়া ভাবাদর্শের অবশেষ, ব্যক্তি সম্পত্তিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মানসিকতা ও নৈতিকবোধের ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেছে–যার অবসান ঘটাতে হবে, যার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে। বিংশতি কংগ্রেসের মাধ্যমে সংশোধনবাদী নেতৃত্ব ক্ষমতায় আসার পর তাঁরা যে নীতি গ্রহণ করল তা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৯৫৬ সালের পর থেকে পূর্বের তুলনায় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার কমতে থাকে এবং ১৯৬১-৬৫ সালে তা আরো হ্রাস পায়। সংশোধনবাদী নেতৃত্ব সোভিয়েত নাগরিকদের সমাজতান্ত্রিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও আদর্শবোধে অনুপ্রাণিত করে উৎপাদন বৃদ্ধির রাস্তায় না গিয়ে, বুর্জোয়া ভাবাদর্শকে পরাস্ত করে সমাজতান্ত্রিক সচেতনতা গড়ে তোলার পরিবর্তে ব্যক্তিস্বার্থকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করল। কারখানায় উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য সোভিয়েত সরকার শ্রমিকদের বস্তুগত প্রণোদক (material incentive) দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছিল–যা প্রণোদনা সৃষ্টির নিকৃষ্ট বুর্জোয়া পন্থা।

শুধু তাই নয়, ধীরে ধীরে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ভাবাদর্শের পক্ষে তাত্ত্বিক লেখাপত্রও সোভিয়েত জার্নালে প্রকাশিত হতে শুরু করে। সোভিয়েত শিল্পে উৎপাদনে মোট মূল্যের নিরিখে (gross value of production) উৎপাদনশীলতার পরিমাপ করা হতো। ১৯৫৬ সালে লিবারম্যান নামে এক অর্থনীতিবিদ সোভিয়েতের *Kommunist* নামের তাত্ত্বিক পত্রিকায় 'মুনাফা'-কে পরিমাপক হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে একাডেমি অব সায়েন্সের সদস্য অর্থনীতিবিদ ভ্যাসিলি নেমচিনোভসহ অন্যান্য প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদেরা 'মুনাফা'-কে পরিমাপক হিসাবে গণ্য করার পক্ষে যুক্তি উপস্থিত করতে থাকলেন। একাডেমি অব সায়েন্সের সদস্য হওয়ার কারণে নেমচিনোভের ক্ষমতা ও প্রভাব ছিল। নেমচিনোভ উৎসাহ দিয়ে এবং সাহস যুগিয়ে লিবারম্যানকে দিয়ে এক প্রবন্ধ লিখে ১৯৬২ সালের শেষ দিকে *প্রাভদা*-তে প্রকাশ করলেন 'The Plan, Profits and Bonuses'। এই প্রবন্ধ সেই সময়ের বিশ্ব জুড়েই বহুল আলোচিত বিষয় হয়ে ওঠে, বিশেষত : ব্রিটিশ-আমেরিকান অর্থনীতিবিদেরা লিবারম্যানকে প্রায় বীরের মর্যাদা দিতে শুরু করে। এইভাবেই সংশোধনবাদী নেতৃত্বের কারণে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্যে ধীরে ধীরে বুর্জোয়া অর্থনীতি অনুপ্রবেশ করছিল এবং ১৯৬৪ সাল থেকে বস্তুগত প্রণোদনার নীতি সোভিয়েত সরকার গ্রহণ করে যা চূড়ান্তভাবে সংশোধনবাদী পদক্ষেপ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সোভিয়েত রাশিয়া যখন বস্তুগত প্রণোদনা দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করছে, ঠিক সেই সময়ই কিউবা ঘোষণা করছে ভিন্ন কথা। 'মার্চ ১৯৬৫ চে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন কিউবাতে 'নতুন মানুষ' উদ্ভব হয়েছে ঘোষণা করে। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন যে বিপ্লব অন্য একটি স্তরে প্রবেশ করছে, এমন একটি স্তর যেখানে বিপ্লবী সচেতনতা (conciencia) জন্ম দিতে প্রয়োজন পড়বে আরো অভিনব জাতীয় উদ্যোগ। চে যুক্তি করেন যে এই উদ্যোগ অবশ্যই সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হতে হবে। ১৯৬৬ সালের মধ্যেই চে-এর এই প্রস্তাব ফিদেল কাস্ত্রো যুক্তিসম্মত বলে বুঝতে পারেন। তিনি সরকারিভাবে গুয়েভারার এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মতি দিয়ে জানান যে বস্তুগত প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থাকে দূর করে কর্মদ্যোগের বিপ্লবী নৈতিক বোধ গড়ে তুলতে হবে।' (বাঞ্চ, ১৯৯৪, পৃ- ১৪০) পরবর্তী সময়ে তিনি বিভিন্ন ভাষণে পরিষ্কার করে সেই কথা ব্যক্ত করেছেন। যেমন, ১৯৮৯ সালে তাঁর প্রথম ভাষণের ৩০তম জয়ন্তীতে বলেছেন—'সমগ্র পুঁজিবাদী সমাজ বস্তুগত প্রণোদনার মধ্যেই ঘুরপাক খায় এবং নৈতিক উপাদানের দিকে সামান্যতম দৃষ্টি দেয় না। সমাজতন্ত্রের নির্মাণ বস্তুগত প্রণোদনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার পুঁজিবাদী ফর্মুলাকে অনুসরণ করতে পারে না।

বস্তুগত প্রণোদনা দেওয়ার কোন ভূমিকা নেই এমন অনেক উদাহরণ আমি এখানে দিয়েছি। নৈতিক ভূমিকার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব না দিয়ে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কথা বলাই সম্ভব না।'

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, যে সময়ে কিউবায় ফিদেল কাস্ত্রো বা চে গুয়েভারা বস্তুগত প্রণোদনা দেওয়ার মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ করে সমাজতন্ত্রের মূল আদর্শকেই ভেতর থেকে শেষ করে দিয়ে সমাজতন্ত্রকে বিপন্ন করে তুলতে পারে বলে বলছেন, ঠিক সেই সময়েই বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বকারী ভূমিকায় থাকা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বের সংশোধনবাদী নীতিকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। যার পরিণাম শুধুমাত্র সোভিয়েত রাষ্ট্র বা সোভিয়েত জনগণের পক্ষেই ক্ষতির কারণ হয়েছে তাই নয়, সমগ্র মানব সভ্যতার ক্ষেত্রেই গুরুতর বিপদ ডেকে এনেছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে আজকে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন প্রবল আকার ধারণ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর শোষণ-নিপীড়ন-আক্রমণে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্যপীড়িত জনগণ আজ দিশাহীন। সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, দাঙ্গা ইত্যাদিকে এমনভাবে নিত্য দিনের সঙ্গি করে তোলা হয়েছে যে শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে শ্রমজীবী মানুষের লড়াই গড়ে তোলাই প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অথচ, ধন-সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে বর্তমান বিশ্বে, অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের শ্রমে গড়ে ওঠা সম্পদের সিংহ ভাগের মালিক হয়ে বসেছে পুঁজিপতি শ্রেণির মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জনহিতকর রূপকে মোকাবিলা করার জন্যই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোকে সামান্য হলেও সমাজ কল্যাণের ব্যবস্থা নিতে হতো, সমাজ কল্যাণের কথা বলতে বাধ্য হতো। আজকে আর সেই বাধ্য-বাধকতা তাদের নেই, যে কারণে জনহিতকর বা সমাজ কল্যাণের পরিবর্তে এমনকি শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবাকেও বাজারের পণ্যে পরিণত করেছে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েমানুষকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাওয়ার অলীক গল্প শুনিয়ে, মুক্ত বাণিজ্যের (Free Trade) ঢক্কানিনাদে চারিদিক প্রকম্পিত করে, বিশ্বায়নের নামে গোটা বিশ্বকে সাম্রাজ্যবাদীদের এক বাজারে পরিণত করা হয়েছে। মানুষকে বোঝানো হয়েছিল মুক্ত বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হলেই প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাবে। প্রবৃদ্ধির কারণে অধিকতর সম্পদ সৃষ্টির সুফল চুঁইয়ে চুঁইয়ে সমগ্র মানুষের কাছে কল্যাণ পৌঁছে দেবে। এর আগেই তাঁরা এমন অনুমানভিত্তিক তত্ত্বও (Kuznets Curve)[17] মানুষকে শুনিয়ে রেখেছিল

১৭ Kuznets remarked in his published paper- "In concluding this paper, I am acutely conscious of

যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ধন-সম্পদ সৃষ্টি প্রথমে আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য সৃষ্টি করলেও পরে না-কি বৈষম্য কমিয়ে আনে? সম্প্রতি ফরাসি অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটি'র প্রকাশিত গবেষণামূলক বই (*Capital in the Twenty-First Century*) বুর্জোয়াদের সেই মিথ্যা ফানুস ফুটো করে দিয়েছে। পিকেটি প্রমাণ করেছে ঐ তত্ত্বের কোন সারবত্তা নেই। ধন-সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস পাওয়ার বদলে তা এমন চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছে যে পিকেটি বুর্জোয়া দেশগুলোর নীতি-নির্ধারকদের উপদেশ দিয়েছেন যদি রাষ্ট্র এই বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তা হলে এই বৈষম্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্থায়িত্বের পক্ষে বিপদ ডেকে আনবে। দ্বিতীয়ত : পিকেটি দেখিয়েছেন যে এই মিথ্যা তত্ত্ব সেদিন অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বাইরে রাখার জন্যই সুপরিকল্পিতভাবে প্রচার করা হয়েছিল।[১৮]

আসলে, বুর্জোয়ারা সর্বদা বোঝাতে চেয়েছে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, দারিদ্র্য, বঞ্চনা, সম্পদ বণ্টনের অন্যায্যতা ইত্যাদি কোনটি পুঁজিবাদের অপরিবর্তনীয় স্থায়ী বৈশিষ্ট্য নয়, পরিবর্তনের একটি অস্থায়ী পর্ব মাত্র এবং উন্নয়নের সাথে এইসবই দূর হয়ে যাবে। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সংকট পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোন বিকল্প পথ নেই যা মহামতি কার্ল মার্কস দেখিয়েছিলেন। মুক্ত বাণিজ্য যে আসলে কদর্য শোষণকে ঢেকে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা তাও মার্কস কমিউনিস্ট ইশতেহারে লিখেছিলেন—'এটা (বুর্জোয়া ব্যবস্থা) ব্যক্তির যোগ্যতা বা গুণকেও বিনিময় মূল্যে নির্ধারণ করে, এবং অসংখ্য অনুপক্ষেণীয় স্বীকৃত স্বাধীনতার জায়গায় স্থাপন করে ঐ এক অনন্য, বিবেকবর্জিত স্বাধীনতা—মুক্ত বাণিজ্য (Free Trade)। শোষণের জন্য—ধর্মীয় বা রাজনৈতিক মোহের আবরণে—উলঙ্গ, নির্লজ্জ, প্রত্যক্ষ, বর্বর শোষণকে প্রতিস্থাপিত করেছে একটি কথায়।' মার্কস দেখিয়েছিলেন যে প্রতিনিয়ত বাজারকে সম্প্রসারিত না করে পুঁজিবাদ টিকে থাকতে পারে না। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে লিখেছিলেন—'বুর্জোয়ারা তাদের পণ্যের জন্য একটি

the meagerness of reliable information presented. The paper is perhaps 5 per cent empirical information and 95 per cent speculation, some of it possibly tainted by wishful thinking."

১৮ "The data Kuznets had presented in his 1953 book suddenly became a powerful political weapon. He was well aware of the highly speculative nature of his theorizing. Nevertheless, by presenting such an optimistic theory in the context of a "presidential address" to the main professional association of US economists, an audience that was inclined to believe and disseminate the good news delivered by their prestigious leader, he knew that he would wield considerable influence: thus the "Kuznets curve" was born. In order to make sure that everyone understood what was at stake, he took care to remind his listeners that the intent of his optimistic predictions was quite simply to maintain the underdeveloped countries "within the orbit of the free world." In large part, then, the theory of the Kuznets curve was a product of the Cold War."

প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত বাজারের প্রয়োজনে পৃথিবীর পৃষ্ঠভূমির সর্বত্র তাড়া করে বেড়ায়। এরা অবশ্যই সর্বত্র নীড় বাঁধে, সর্বত্রই থিতু হয়, সর্বত্রই সংযোগ স্থাপন করে।' তাই বিশ্বায়ন বা মুক্ত-বাণিজ্য কোনটিই কমিউনিস্টদের কাছে অপরিচিত নয় এবং ক্রম-বর্ধমান পুঁজির বিকাশের পরিণামও অনুমানের বাইরে নয়। পুঁজিবাদের তৎকালীন অবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন—

' ...পুঁজিবাদের বিকাশ এমন একটি স্তরে প্রবেশ করেছে যখন, যদিও পণ্য উৎপাদন এখনও পর্যন্ত 'কর্তৃত্ব' (reign) করছে এবং অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হতে থাকবে, তথাপি বাস্তবে এটা নড়বড়ে হয়ে পড়েছে এবং মুনাফার সিংহভাগ আর্থিক জালিয়াতিতে (financial manipulation) সক্ষম 'জিনিয়াস'-দের হাতে চলে যাচ্ছে। এইসব জালিয়াতি এবং প্রতারণার ভিত্তি নিহিত আছে সামাজিক উৎপাদনে, কিন্তু মানবজাতির অভূতপূর্ব অগ্রগতি যা এই সামাজিকিকরণের ফলে অর্জিত হয়েছে, ফটকাবাজদের কাছে ফায়দা হিসাবে চলে যাচ্ছে।' (লেনিন, ১৯১৬ খ, পৃ -২০৭)

ক্রমাগত সম্প্রসারিত বাজারের অভাবে পুঁজি আরো বেশি বেশি ফটকা কারবারে নিয়োজিত হচ্ছে এবং ক্রমবর্ধমান হারে fictitious পুঁজিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এখন এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে বাস্তব পণ্য (real sector) উৎপাদনের তুলনায় ফাটকা কারবারে নিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা তার অব্যবহিত কাল পরে, লেনিন যেমন ব্যাখ্যা করেছিলেন যে পণ্য উৎপাদনই মূলত : কর্তৃত্ব করছে সেই কারণে পুঁজিবাদের সংকট সৃষ্টি হতো মূলত পণ্যের বাজারে মন্দা দেখা দিলে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে ফটকা বাজারে অনিশ্চয়তাজনিত কারণে সংকট সৃষ্টি হলে তা বিশ্ববাজারেই সংকট বা মন্দা ডেকে আনছে এবং পণ্যের বাজারেও তা সঞ্চারিত হয়ে জনজীবনে দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কল-কারখানা বন্ধ হচ্ছে, পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমার মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হচ্ছে, মানুষ কর্মহীন হচ্ছে, সম্পদ হারাচ্ছে। ২০০৭-০৮ সালে আমেরিকার আর্থিক সংকট তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ, যাকে কিনা অনেক বিশেষজ্ঞই ১৯৩০ সালের মহামন্দার সঙ্গে তুলনা করছেন।

এই পুঁজিবাদের আজকে অনাহার, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, বেকারত্ব আর অনিশ্চিত জীবন ছাড়া আর কিছু দেওয়ার নেই। যতদিন এই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ টিকে থাকবে ততদিনই নিরীহ মানুষ মুক্তির পথ খুঁজতে নভেম্বর বিপ্লবের ইতিহাস থেকে লড়াই করার অনুপ্রেরণা গ্রহণ করবে। পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে সেই বিপ্লবীদের যাঁরা একদিন শ্রমিকরাজ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। নভেম্বর বিপ্লব যে রাষ্ট্র তৈরি করেছিল তার পতন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার দ্বারা পুঁজিবাদের শোষণের চরিত্র

যেমন মিথ্যা প্রমাণ হয় না, ঠিক তেমনিভাবেই মার্কসবাদও ভুল প্রমাণ হয় না। শ্রমিকশ্রেণির এই পরাজয় সাময়িক এবং সেই কারণেই নভেম্বর বিপ্লব যে দিশা দেখিয়েছিল তার মহিমা আজও উজ্জ্বল। আবার শ্রমিকশ্রেণি শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে। পুঁজিবাদী শোষণের অবসানকল্পে দেশে দেশে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। সেই আগামী বিপ্লবে নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা আমাদের যেমন পথ দেখাবে, তেমনি সোভিয়েত রাষ্ট্রের পতনের কারণ থেকে যেশিক্ষা আমর পেয়েছি তাও সমাজতন্ত্র নির্মাণে আমাদের ভবিষ্যতে সংশোধনবাদের অন্তর্ঘাতের শক্তি সম্পর্কে সজাগ রাখবে।

নভেম্বর বিপ্লব লাল সালাম।

নভেম্বর বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জিন্দাবাদ।

কমরেড লেনিনের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

১৮৭০ : বিখ্যাত ভলগা নদীর ধারে সিমবির্স্ক শহরে ১৮৭০ সালের ২২ এপ্রিল ভ্লাদিমির ইলিচ উইলিয়ানভ এক সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাপন্ন পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন, ইতিহাসে যিনি তাঁর ছদ্মনাম লেনিন নামেই বিখ্যাত। তাঁর পিতা ইল্যিয়া নিকোলায়েভিচ উইলিয়ানভ ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিত। সরকারি স্কুলের পরিদর্শক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে প্রশাসনের অনেক উচ্চ পদে আরোহণ করেছিলেন। লেনিনের মা ছিলেন এক ধনবান জার্মান ডাক্তারের কন্যা।

লেনিনের জন্মের সময় জার শাসিত রাশিয়ান সাম্রাজ্য এক বিরাট ভূখণ্ড, পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ ভূখণ্ডই ছিল সাম্রাজ্যের অধীন। অদ্ভূৎ বৈপরিত্যে ভরা দেশ—একদিকে শিল্প-সাহিত্যে টলস্টয়, দস্তয়ভস্কি বা সঙ্গীতে চাইকোভস্কির মতো ইউরোপিয় আধুনিক সংস্কৃতির মহান স্রষ্টারা যেমন আছেন, তেমনি মধ্যযুগীয় প্রাচীন রীতি-নীতি-প্রথা ও কৃষিনির্ভর সামন্ত অর্থনীতি গভীরভাবে সমাজে প্রোথিত।

১৮৮১ : রাশিয়ার শাসক ছিল স্বৈরাচারী সম্রাট জার আর দারিদ্র্য পীড়িত কৃষকেরা ছিল সামন্ত প্রভুদের দাস। লেনিনের জন্মের মাত্র ১০ বছর আগে ১৮৬০ সালে এই দাস প্রথা কাগজে-কলমে রদ করা হয়। দেশের মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা, তাদের উপর অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার ইত্যাদি দেখে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ভাবাদর্শের প্রভাবে দেশের বুদ্ধিজীবীদের বিশেষত তরুণদের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে স্বৈরাচারী জার-শাসনের অবসানের ভাবনার জন্ম দেয়। এই বছর ১৩ মার্চ বিপ্লবীদের বোমায় জার আলেকজান্ডার-II জারের রাজধানী সেন্ট পিটার্সবুর্গের শ্বেত-প্রাসাদে নিহত হয়। লেনিন তখন ১০ বছরের বালক।

১৮৮৬ : এই বছরের জানুয়ারি মাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে লেনিনের পিতা অল্প বয়সে মারা যান।

১৮৮৭ : এই বছরের মার্চ মাসে, লেনিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রাক-মুহূর্তে, একটি ঘটনা লেনিনের বিপ্লবী জীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, কারণ এই ঘটনা তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও মানসিকতায় মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। জার সম্রাটকে হত্যার পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট সেন্ট পিটার্সবুর্গে বিপ্লবী দলের সদস্য হিসাবে লেনিনের দাদা আলেকজান্ডার গ্রেপ্তার হন। আলেকজান্ডার বিচারের সময় নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করতে এবং ক্ষমা ভিক্ষা করতে অস্বীকার করেন। তার পরিবর্তে তিনি কোর্টে বলেন 'আমি মনে করি দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুধু সম্ভব তাই নয়,

এটা অনিবার্য। বিপ্লবের কারণে আমি মৃত্যুবরণ করতে ভীত নই।' ২০ মার্চ তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। দাদার এই আত্মদান লেনিনের মনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। এই বছরই লেনিন কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ নেওয়ার কারণে ডিসেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত হন।

১৮৮৮-৯১ : লেনিনের দাদার মৃত্যুদণ্ড লেনিনকে রাশিয়ার মুক্তির পথ সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর দাদার খুব প্রিয় বই ছিল ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত নিকোলাই চেরনিশেভিস্কির বিখ্যাত রাজনৈতিক উপন্যাস 'হোয়াট ইজ টু বি ডান'। তিনি সেইটি গভীর মনযোগের সাথে পাঠ করেন। কোন কোন লেখক উল্লেখ করেছেন যে এই বইটি পাঠ করে সেই দিনের বহু তরুণের মতো তিনিও বিপ্লবের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন এবং তিনি নাকি মনে করতেন মার্কসের আগে এই বইটি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা প্রতিভাদীপ্ত বই (*The greatest and most talented representative of socialism before Marx*)। এই পাঁচ বছর প্রাইভেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতির সাথে সাথে লেনিন গভীরভাবে মার্কসের অর্থনীতি, দর্শন, রাজনৈতিক মতাদর্শ পাঠ করতে শুরু করেন একাগ্রচিত্তে। ইতিমধ্যেই প্লেখানভের রাশিয়ান ভাষায় লেখা প্রকাশিত বইয়ের মাধ্যমে রাশিয়াতে তরুণ বিপ্লবীরা মার্কসীয় দর্শন ও মতবাদের সাথে পরিচিত হতে শুরু করেছে। লেনিনও প্লেখানভের লেখা বই বা তাঁর অনূদিত মার্কসের বই পড়েই মার্কসবাদ আয়ত্ত্ব করেন। পরবর্তী সময়ে আমরা জানি প্লেখানভের সাথে লেনিনের মতবিরোধ হয়েছে অনেক প্রশ্নে, তা সত্ত্বেও প্লেখানভের এই অবদানের প্রতি লেনিন তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নভেম্বর বিপ্লবের চার বছর পরে যখন পাঠ্য বইতে কমিউনিজমের পাঠের সিলেবাস নির্ধারণ করার প্রসঙ্গ এসেছে তখন লেনিন প্লেখানভের রচনাকে অবশ্য পাঠ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছেন[19] এবং সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে তরুণ পার্টি কর্মীদের উদ্দেশ্যে লেনিন বলেছিলেন যে-

'তরুণ পার্টি সদস্যদের উপকারের জন্য আমাকে এই কথা যোগ করতেই হবে যে তোমরা কেউ প্লেখানভের সমস্ত দার্শনিক লেখাগুলো পাঠ–পাঠ বলতে আমি বোঝাতে চাই অনুশীলন–না করে যথার্থ ধীমান কমিউনিস্ট হয়ে ওঠার আশা করো না–কারণ মার্কসবাদের উপর এর চেয়ে প্রকৃষ্ট পৃথিবীর আর কোথাও কিছু

19 "By the way, it would be a good thing, first, if the current edition of Plekhanov's works contained a special volume or volumes of all his philosophical articles, with detailed indexes, etc., to be included in a series of standard textbooks on communism; secondly,I think the workers' state must demand that professors of philosophy should have a knowledge of Plekhanov's exposition of Marxist philosophy and ability to impart it to their students." (Lenin's footnote in CW, Vol-32,p-94)

লেখা হয় নি।' (লেনিন ১৯২১ গ, পৃ-৯৪) প্রথম প্রজন্মের রাশিয়ান মার্কসবাদীরা–যাঁরা সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি গঠন করেছিলেন–তাঁরাও যে প্লেখানভ পাঠ করেই মার্কসবাদের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সেই কথাও অকপটে লেনিন বলেছেন। অবশ্য এই কারণে রাশিয়ায় বা বিশ্বের সাম্যবাদী আন্দোলনে কোথাও কেউ দাবি করেননি যে রাশিয়ান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি গড়ে উঠেছিল প্লেখানভের চিন্তারভিত্তিতে। **১৮৯১** সালে লেনিন অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে আইনশাস্ত্রের ডিগ্রি লাভ করেন এবং থাকার জন্য এই শহরে চলে আসেন।

১৮৯৩ : সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহরে এসেই তরুণ লেনিন বিভিন্ন মার্কসিস্ট গোষ্ঠীগুলোর সাথে পরিচিতি ও সম্পর্ক গড়ে তুলতে শুরু করলেন। সেই সময় মার্কসিস্ট গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া, কৃষিনির্ভর রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ আদৌ সম্ভব কিনা তা নিয়ে সংশয় ও চূড়ান্ত বিভ্রান্তি ছিল এবং যথেষ্ট সংখ্যক যথার্থ শিল্প শ্রমিকের অনুপস্থিতিতে মার্কসবাদ অনুসারী শ্রমিক বিপ্লবের সম্ভাবনা নেই বলে মার্কসবাদের বিপ্লবী তত্ত্বের প্রবল সমালোচনা করা হতো। নারদনিকরা এবং তাদের প্রভাবিত বুদ্ধিজীবীরা যেহেতু এই মতের সমর্থক ছিল, সেই কারণে এই বিভ্রান্তির গভীরতা ও ব্যপ্তি ছিল অনেক দূর পর্যন্ত। 'The Ancients' নামে একটি মার্কসিস্ট চক্রের সদস্য জি বি ক্রাসিনের বক্তৃতা 'বাজার প্রসঙ্গে' সমালোচনা করে লেনিন একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাদের ভ্রান্তি ও সংশয় দূর করতে তরু লেনিন এই বছর প্রকাশ করলেন সেই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ *On the So-Called Market Question*। কার্ল মার্কসের দাস ক্যাপিটালের দ্বিতীয় খণ্ডের একবিংশ পরিচ্ছদের তৃতীয় অংশ 'The Reproduction and Circulation of the Aggregate Social Capital'কে অবলম্বন করে লেনিনের যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য তরুণ বিপ্লবীদের মধ্যে প্রবল সাড়া ফেলে। সেন্ট পিটার্সবুর্গে সদ্য আসা তরুণ মার্কসিস্ট বিপ্লবীর ভাষণ শুনতে যাঁরা সেদিন পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন তার মধ্যে ছিলেন এক তরুণী বিপ্লবী–ক্রুপস্কায়া। তিনি সেই দিনের বর্ণনা দিতে গিয়ে পরবর্তীকালে লিখেছেন–'আমাদের নতুন মার্কসিস্ট বন্ধুটি অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে বাজারের প্রসঙ্গটির উপর আলোকপাত করলেন। তিনি এটিকে জনগণের স্বার্থের সাথে যুক্ত করে বোঝালেন এবং তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এমন ছিল যে সকলেই অনুধাবন করল যে মার্কসবাদ এক জীবন্ত দর্শন যা পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা এবং তার বিকাশের ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।' লেনিনের এই মার্কসীয় ব্যাখ্যাই কয়েক বছর পরে সাইবেরিয়ায় অন্তরীণ অবস্থায় লেখা *The Development of Capitalism in Russia*. বইতে পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়।

১৮৯৫ : সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহরেরর মার্কসিস্ট চক্রগুলোকে নিয়ে লেনিন 'লিগ

অব স্ট্রাগল' তৈরি করে বিপ্লবের কাজকে সংহত করার চেষ্টা করছিলন এবং সেই উদ্দেশ্যেই বিদেশে প্লেখানভের 'ইমানশিপেশন অব লেবার' গ্রুপের কমরেডদের সাথে সাক্ষাৎকরার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু জারের প্রশাসনের কাছ থেকে বিদেশে যাওয়ার ছাড়পত্র পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ করেই যাওয়ার সুযোগ ঘটে এবং তিনি প্রথমবারের মতো বিদেশে যান। সেখানে মে মাসে প্লেখানভের সাথে জেনেভাতে সাক্ষাৎ ঘটে এবং তাঁরা সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচারের জন্য 'রাবোদনিক' পত্রিকা প্রকাশের বিষয়ে আলোচনা করেন। লেনিনের সাথে লাফার্গ, লিবনেখট্ প্রমুখ মার্কসবাদীদের পরিচয় ঘটে। সেপ্টেম্বর মাসে লেনিন দেশে ফিরে আসেন, কিন্তু ডিসেম্বর মাসে জারের পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

১৮৯৭ : ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেলে থাকার পর, লেনিনকে তিন বছরের জন্য সাইবেরিয়াতে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এই সময়ে লেনিন '*The Development of Capitalism in Russia*' এবং '*The Tasks of the Russian social democats*' বই দুটো লেখেন যা নারদনিক মতবাদ ও সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট পার্টির মধ্যে অর্থনীতিবাদকে পরাস্ত করতে হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

১৮৯৮ : রাশিয়ায় মিনস্ক শহরে কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে রাশিয়ার প্রথম মার্কসিস্ট দল রাশিয়ান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি গঠিত হয়। লেনিনের অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে গৃহীত অনেক প্রস্তাবই সঠিক মার্কসবাদী দলের চরিত্র অনুযায়ী হয়নি বলে লেনিন এই কংগ্রেস ও গঠিত হওয়া দলের কার্যকারিতা সম্পর্কে খুব খুশি ছিলেন না। এই বছরের জুলাই মাসে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে থাকার সময়ই ক্রুপস্কায়াকে বিবাহ করেন।

১৯০০ : নির্বাসন দণ্ড শেষ হওয়ার কারণে এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে লেনিন আবার সেন্ট পিটার্সবুর্গে ফিরে আসেন। বিপ্লবীদের একটি মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে লেনিন বুঝতে পারেন যে দেশের অভ্যন্তরে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। তিনি পশ্চিম ইউরোপে আশ্রয় নেন এবং এই বছরের ডিসেম্বর মাসে জার্মানি থেকে 'ইস্ক্রা' প্রকাশ শুরু করেন।

১৯০২ : সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি গঠিত হলেও দেশে এবং বিদেশে ছড়িয়ে থাকা নানা মার্কসীয় গ্রুপগুলোর মধ্যে নানা প্রশ্নে মতভেদ ছিল প্রবল। সমস্ত মতভেদগুলো দূর করে ঐক্যমতের ভিত্তিতে একটি সংহত দল গড়ে তোলার জন্য সেই মুহূর্তে বিপ্লবীদের কাছে করণীয় দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য লেনিন তাঁ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বই 'কি করিতে হইবে' লেখেন।

১৯০৩ : এই বছরের জুলাই-অগাস্ট মাসে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে ব্রাসেলসে শুরু হলেও মাঝপথে সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে লন্ডনে কংগ্রেসকে স্থানান্তরিত করতে হয়। এই কংগ্রেস থেকেই মূলত, দলের মধ্যে বলশেভিক ও মেনশেভিক মতপার্থক্যের সূচনা ঘটে।

১৯০৪ : এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে রুশ-জাপান যুদ্ধ শুরু হয়। যথার্থ মার্কসবাদী বিপ্লবী দলের সংগঠন সম্পর্কিত নীতিগুলো সুস্পষ্ট করতে লেনিনের 'ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড, টু স্টেপ ব্যাক' বই প্রকাশিত হয়। বাকুতে তৈল-খনির শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ধর্মঘটে মালিকপক্ষ দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। সেন্ট পিটার্সবুর্গের সর্ববৃহৎ কারখানা পুটিলভে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয়, অন্যান্য শহরের কারখানাতেও ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে এবং সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়।

১৯০৫ : জানুয়ারির ৯ তারিখে (নতুন ক্যালেন্ডারে ২২ তারিখ) শ্রমিকদের শ্বেতপ্রাসাদ অভিযানে জারের বাহিনী গুলি চালালে সহস্রাধিক শ্রমিক নিহত হয়। ইতিহাসে 'রক্তাক্ত কালো রবিবার' হিসাবে দিনটিকে অভিহিত করা হয়। মানুষ ক্ষেপে ওঠে জার সরকারের উপর। ইভানোভা ভোজনেজেনস্ক শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয়। রাশিয়ার প্রথম শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত এরাই গড়ে তুলেছিল। বিভিন্ন শহরের ফ্যাক্টরিতে শুরু হয় শ্রমিক ধর্মঘট। জুন মাসে পটেমকিন যুদ্ধজাহাজ জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শ্রমিক অভ্যুত্থানের পক্ষে অবস্থান নেয়। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সূচনা ঘটে, যা অবশ্য শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। লেনিন গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণির ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসীয় ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন তাঁর *Two Tactics of Social Democracy in the Democratic Revolution* বইতে। এপ্রিল-মে মাসে তৃতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলো লন্ডনে। লেনিনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গৃহীত হয়। নভেম্বরে লেনিন দেশে ফেরেন। ডিসেম্বরে ফিনল্যান্ডে বলশেভিক কনফারেন্স আহ্বান করা হয়, যেখানে লেনিনের সাথে স্তালিনের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে।

১৯০৭ : পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় লন্ডনে। জারের পুলিশের হাত থেকে গ্রেপ্তার এড়িয়ে দেশের মধ্যে কাজ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। লেনিন ডিসেম্বর মাসে দেশ থেকে গোপনে ইউরোপে সুইজারল্যান্ডে আশ্রয় নেন।

১৯০৮ : এই বছরের ডিসেম্বর মাসে লেনিন সুইজারল্যান্ড থেকে প্যারিসে চলে আসেন। ইতমধ্যে বিজ্ঞানী মাখের দর্শনে প্রভাবিত হয়ে একদল বলশেভিক ও মেনশেভিক বুদ্ধিজীবী মার্কসবাদকে আক্রমণ করতে শুরু করেন। প্রত্যক্ষবাদী ভ্রান্ত দর্শনের বিরুদ্ধে লেনিন কয়েকটি নোট (Notes of an Ordinary Marxist on Philosophy) শ্রমিক পাঠচক্রে পড়ার জন্য লেখেন।

১৯০৯ : প্রত্যক্ষবাদীদের হাত থেকে মার্কসবাদকে রক্ষা করতে লেনিন প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত বই *Materialism and Empirio-Criticism : Critical comments on a Reactionary Philosophy*।

১৯১২ : প্রাগে অনুষ্ঠিত হয় ষষ্ঠ পার্টি কনফারেন্স। এই কনফারেন্সেই মেনশেভিকদের বহিস্কার করে পার্টি নতুন নাম গ্রহণ করে—রাশিয়ান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি (বলশেভিক)। ১৯০৩ সাল থেকে পার্টির অভ্যন্তরে ধারাবাহিকভাবে যে মতাদর্শগত বিতর্ক চলছিল তার চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। লেনিন এই বছরের জুন মাসে অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত পোল্যান্ডের ক্রাকাওতে চলে আসেন।

১৯১৩ : লেনিনের পক্ষে সেখানে বেশিদিন থাকা সম্ভব হয়নি। তিনি এই বছরের মে মাসে আস্তানা বদল করে পোরোনিন নামে এক পোলিশ গ্রামে আস্তানা নেন।

১৯১৪-১৮ : ১৯১৪ সালের আগস্ট মাস থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়। লেনিন আবার সুইজারল্যান্ডে আশ্রয় নেন। যুদ্ধের সময় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিকদের ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে লেনিনের সাথে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বের প্রবল মতোবিরোধ দেখা দেয়। স্বাদেশিকতার নাম করে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে সংঘটিত যুদ্ধে এক দেশের শ্রমিক অন্য দেশের শ্রমিকের বিরুদ্ধে গুলি চালাবে লেনিন ছিলেন তার ঘোর বিরোধী।

১৯১৭ : মার্চের ৮ তারিখ সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহরে শ্রমিক বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। জার নিকোলাস-II সিংহাসনচ্যুত হন এবং প্রভিশনাল সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। লেনিন এপ্রিল মাসে জার্মানি থেকে রাশিয়াতে এসে পৌঁছান এবং সেন্ট পিটার্সবুর্গে উপস্থিত হয়ে তাঁর বিখ্যাত এপ্রিল থিসিস ঘোষণা করেন, যার মূল কথা হলো কোন রকম দেরি না করে বুর্জোয়াশ্রেণির করায়ত্ত প্রভিশনাল সরকারকে উৎখাত করে শ্রমিক বিপ্লব সংঘটিত করতে হবে, শ্রমিক-কৃষক-সেনা সোভিয়েতগুলিকেই রাষ্ট্রের ক্ষমতা গ্রহণ করতে হবে। প্রভিশনাল সরকার সোভিয়েতগুলোকে ভেঙে বলশেভিকদের শেষ করতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে। লেনিন আত্মগোপন করেন। জুলাইয়ের ২৪ তারিখে কেরেনেস্কি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। ৭ নভেম্বর বলশেভিকরা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। ডিসেম্বরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বুর্জোয়াশ্রেণি ও তাদের সহযোগী শক্তি হোয়াইট গার্ড তৈরি করে ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের শেষ চেষ্টা চালায়। বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশও রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সৈন্য পাঠিয়ে তাদের মদত দিতে থাকে। গৃহযুদ্ধের সূচনা ঘটে।

১৯১৮ : জার্মানির সাথে ব্রেস্ট-লিটভস্ক চুক্তি সম্পাদিত হয় নতুন সোভিয়েত সরকারের এবং জার্মানির সাথে যুদ্ধ স্থগিত হয়। আগস্টের ৩০ তারিখে হত্যার

উদ্দেশ্যে লেনিনের উপর আক্রমণ হয়। নভেম্বরে ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯২০ : এই বছরের এপ্রিল মাসে পোল্যান্ড সোভিয়েত রাশিয়ার কিছু অংশ দখল করে। লাল-ফৌজের প্রতি-আক্রমণে জুন মাসের মধ্যেই তাঁরা ওয়ারশতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। নভেম্বরের মধ্যে কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে হোয়াইট গার্ডদের যেটুকু প্রতিরোধ ছিল, তাও ধ্বংস হয়ে যায়।

১৯২১ : এই বছরের মার্চ মাসে দশম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় এবং লেনিন নিউ ইকনমিক পলিসি ঘোষণা করেন এবং তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। নিউ ইকনমিক পলিসি কংগ্রেসে গৃহীত হয়।

১৯২২ : লেনিন শারীরিক অসুস্থতার কারণে এই বছরের এপ্রিল মাসে স্তালিন পার্টির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মে মাসে লেনিনের প্রথম পক্ষাঘাত হয়। ডিসেম্বর মাসে তাঁর দ্বিতীয়বার পক্ষাঘাত ঘটে।

১৯২৩ : এই বছরের মার্চ মাসে লেনিনের তৃতীয়বারের মতো পক্ষাঘাত ঘটে এবং তাঁর কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়।

১৯২৪ : এই বছরের জানুয়ারি মাসে কমরেড লেনিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গ্রন্থসূত্র

Bunch J. M. (1994), '*Fidel castro and the Quest for a Revolutionary Culture in Cuba*', Pennsylvania State University Press, USA

Chattopadhyay p.(1994), The Marxian concept of Capital of Soviet Experence: Eary in The Critique of Political Economy' Praeger, westport, Connecticut, London

CPSU (1939), '*History Of The Communist Party Of The Soviet Union (Bolsheviks)*', International Publishers, New York

Dykman JT (-) '*The Soviet Experience in World War Two*', Eisenhower Institute at Gettysburg College website http://www.eisenhowerinstitute.org/about/living_history/wwii_soviet_experience.dot (accessed on 2nd June, 2017)

Engels F. (1845), '*The Condition of the Working Class in England in 1844*', Cosimo Classics, New York (2008 edition)

Engels F. (1847), '*The Principles of Communism',* SW (Marx & Engels), Vol-1, Moscow 1969

Gankin O. H. et el (1940), '*The Bolsheviks and the World War: The Origin of the Third Internationa*l', Stanford University Press, USA

Kautsky K. (1914), '*Ultra-imperialism', Die Neue Zeit*, September, Marxists' Internet Archive (accessed on 10th May, 2017)

Lenin V. (1898), '*The Tasks Of Russian Social-Democrats*', CW, Vol-2

Lenin V. (1899 ক), '*The Development Of Capitalism In Russia*', CW, Vol-3

Lenin V. (1899 খ), '*A Protest By Russian Social-Democrats*', CW, Vol-4

Lenin V. (1900), '*Declaration Of The Editorial Board Of Iskra'*, CW, Vol-4

Lenin V. (1902), '*What is to be Done*', CW, Vol-5

Lenin V. (1904), '*One Step Forward Two Steps Back*', CW, Vol- 7

Lenin V. (1905), '*Two Tactics of Social-democracy in the Democratic Revolution*', SW, Vol-1, Progress, Moscow, 1975

Lenin V. (1906),*'Lessons Of The Moscow Uprising*', CW, Vol-11

Lenin V. (1907), *'The International Socialist Congress in Stuttgart', in Proletary*, No. 17, October 20, CW, Vol-13

Lenin V. (1908 ক), '*A Letter to A. M. Gorky*', CW, Vol-13

Lenin V. (1908 খ), '*Marxism and Revisionism*', CW, Vol-15

Lenin V. (1914), '*The Ideological Struggle In The Working-Class Movemen*t', CW, Vol-20

Lenin V. (1915), '*On the Slogan for a United States of Europe*', CW, Vol- 21

Lenin V. (1916 ক), '*Tasks of the Left Zimmerwaldists in the Swiss Social-Democratic Part*y', CW, Vol-23

Lenin V. (1916 খ), '*Imperialism, The Highest Stage of Capitalism*', CW, Vol-22

Lenin V. (1917 ক), '*The Situation Within the Socialist International' in 'The Tasks of the Proletariat in Our Revolution: Draft Platform for the Proletarian Party*', CW, Vol-24

Lenin V. (1917 খ), '*The Dual Power*', CW, Vol-24, p- 38 (first published in Pravda No. 28, April 9, 1917)

Lenin V. (1917 গ), '*First Letter: Assessment of the Present Situation', in 'Letter on Tactic*s', CW, Vol-24 (Pravda No. 72, June 16 (3)

Lenin V. (1917 ঘ), '*Resolution moved by Lenin in the Meeting of the Central Committee of th*e R.S.D.L.P.(B.)', October 10 (23)', CW, Vol-26

Lenin V. (1917 ঙ), "*To direct the insurrection, the Central Committee set up a Political Bureau headed* by Lenin." CW, Vol-26 (Notes-79)

Lenin V. (1917 চ), '*Letter To I. T. Smilga, Chairman Of The Regional Committee Of The Army, Navy And Workers Of Finland*',CW, Vol-26

Lenin V. (1918), *'Proletarian Revolution And Renegade Kautsky*', CW, Vol-28

Lenin V. (1920), *'Left Wing Communism – An Infantile Disorder*', CW, Vol 31

Lenin V. (1921 ক), '*Report To The Second All-Russia Congress Of Political Education Departments'*, CW, Vol-33

Lenin V. (1921 খ),'*Report of the Tenth Congressof the R.C.P.(B.)*, CW, Vol-32

Lenin V. (1921 গ),''*Once Again on the Trade Unions,the Current Situationand the Mistakes Of Trotskyand Bukharin*›, CW, Vol-32

Lenin V. (1922) '*Interview With Arthur Ransome, Manchester Guardian Correspondent*', CW, Vol-33

Liebknecht K. (1952), '*The Main Enemy Is At Home!*', Leaflet (1915), Selected Speeches and Essays, Berlin

Malenkov G. (1952) '*Report to theNineteenth Party Congress on the Work of the Central Committee of the* C.P.S.U.(B.)',

Foreign Languages Publishing House, Moscow

Markham S. F.(1930), '*A History Of Socialism*', A. & C. Black, Ltd., London

Marx K. & Engels F. (1850), '*Manifesto of the Communist Party*',Progress, Moscow, (1975 Edition)

Marx K. & Engels F. (1932), '*The German Ideology'*, CW, Vol-5

Marx K. (1849), '*Wage, labour and Capita'*, SW (Marx & Engels), Vol-1, Moscow (1969)

Plekhanov G. (-), Works, Russ. ed., Vol. III, p. 119 as quoted in "*History Of The Communist Party Of The Soviet Union (Bolsheviks)*"

Stalin J. (1907), '*The London Congress of the Russian Social-democratic Labour Party (Notes of a delegate)*', Works, Vol-5, FLPH, 1953

Stalin J. (1905), '*The Proletarian Class and the Proletarian Party'*,Works, Vol-1, FLPH, Moscow, 1952

Stalin J. (1921),*'Political Strategy and Tactics of the Russian Communists',* Works, Vol-5, FLPH, 1953

Stalin J. (1952), `Economic Problems of Socialism in The USSR; Foreign Language Publishing House, Moscow

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (২০১৭), '*অক্টোবর বিপ্লবের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য*', কাজী নূর-উজ্জামান ট্রাস্ট, ঢাকা